সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

ষোড়শ ভাগ

সম্পাদক

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির হইতে প্রকাশিত

কলিকাতা

২১।৩ নং শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট্, বাগবাজা

"বিশ্বকোষ-প্রেসে"

শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত

১৩১৬

ষোড়শভাগের সূচী

মধ্যমরাজের তাম্রশাসন

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যাবিভাগের অন্তর্গত পরিকুড়ের রাজা প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধ্যক্ষ ডাক্তার ব্লকের নিকট এই তাম্রশাসনখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন। পুরীর কলেক্টর ব্লাকউড সাহেব ইহার সন্ধান করিয়াছিলেন। উক্ত বৎসরের শীতকালে তাম্রশাসনখানি ব্লকসাহেবের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম। তাম্রফলকের খোদিতলিপির পাঠোদ্ধার অতীব কষ্টকর এই জন্যই প্রকাশ করিতে এত বিলম্ব হইল। তিনখানি ক্ষুদ্র তাম্রপত্রের উপর খোদিত লিপিটি উৎকীর্ণ হইয়াছে ও এই তিনখানি পত্রের দক্ষিণভাগে এক একটী ছিদ্র আছে। ছিদ্রাভ্যন্তরে একটী স্থূল তাম্রদণ্ড প্রবিষ্ট করাইয়া তাম্রপত্রগুলি গাঁথা হইয়াছে। এই বক্রতাম্রদণ্ডের উপরে মোহরের নিম্নাংশমাত্র বর্ত্তমান আছে। প্রথম পত্রের এক পৃষ্ঠে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রের উভয় পৃষ্ঠেই খোদিতলিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে।

শৈলোদ্ভববংশজ মধ্যমরাজদেব তাঁহার রাজ্যের ষড়্‌বিংশতিতম বর্ষে নানা গোত্রচরণভুক্ত ব্রাহ্মণগণকে কোঙ্গোদমণ্ডল ও কটকভুক্তির অন্তঃপাতী কোন গ্রাম দান করিতেছেন। খোদিতলিপির প্রথমাংশে শৈলোদ্ভব বংশের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এই পরিচয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে শৈলোদ্ভবের বংশ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা জানিয়া রাখা উচিত। এই তাম্রশাসন ব্যতীত এই বংশের আর তিনখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে :—

১। গঞ্জামে আবিষ্কৃত ৩০০ গুপ্তাব্দে মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের রাজত্বকালে প্রদত্ত দ্বিতীয় সৈন্যভীতের তাম্রশাসন (১)।

২। মান্দ্রাজের বুগুডা গ্রামে আবিষ্কৃত মাধববর্ম্মদেবের তাম্রশাসন (২)।

৩। পুরীর খুর্দাগ্রামে আবিষ্কৃত মাধবরাজের তাম্রশাসন (৩)।

ইহার মধ্যে প্রথম তাম্রশাসনখানিই তারিখযুক্ত। ইহা ডাক্তার হুলজ্ (Dr. Hultzsch) কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় মাধবরাজ ১মের পৌত্র, যশোভীতের পুত্র, মাধবরাজ ২য়, ৩০০ গুপ্তাপ্তে (৬১৯ খৃষ্টাব্দে) মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের রাজ্যকালে, কোঙ্গোদমণ্ডলে, কৃষ্ণগিরিবিষয়ে ছবলক্‌খয় গ্রাম জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। তাম্রশাসনের মুদ্রায় মাধবরাজের পরিবর্ত্তে সৈন্যভীতের নাম মুদ্রিত আছে। ইহা হইতে ডাক্তার হুলজ্ অনুমান করেন যে সৈন্যভীত মাধবরাজের নামান্তর। দ্বিতীয় তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে শৈলোদ্ভববংশীয় মাধববর্ম্মা কোঙ্গোদমণ্ডলে, গুড্ডবিষয়ে খদিরপট্টকভুক্ত পুইপিণ

---

১ Epigraphia Indica Vol. II p. 143.

২ Ibid. Vol. III p. 44 and. Vol. VII.

৩ J. and P. A. S. B. (New Series) Vol. I. p. 284.

গ্রাম বামনভট্ট নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। ডাক্তার কীলহর্ণ এই খোদিতলিপি প্রকাশ করেন, তাঁহার মতে মাধববর্ম্মদেবের পিতার নাম সৈন্যভীত ও পিতামহের নাম যশোভীত। ডাক্তার হুল্‌জ গঞ্জামের খোদিতলিপি-প্রকাশকালে বলেন যে এই মাধববর্ম্মদেবের অপর নাম সৈন্যভীত ২য়। তাঁহার পিতার নাম যশোভীত ও পিতামহের নাম সৈন্যভীত ১ম। ডাক্তার হুল্‌জের উক্তিই যথার্থ বলিয়া বোধ হয় ও ইহার প্রমাণ যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে। তৃতীয় খোদিতলিপিখানি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ৺গঙ্গামোহন লস্কর দ্বারা প্রকাশিত হয় ও ইহা হইতে জানা যায় যে মাধবরাজ কোঙ্গোদমণ্ডলে, খোরণ বিষয়ে আরহগ্ন গ্রামের কোন বস্তু প্রজাপতিস্বামিনামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। এই খোদিতলিপি অনুসারে মাধবরাজের পিতার নাম যশোভীত ও পিতামহের নাম সৈন্যভীত, কিন্তু মুদ্রায় মাধবরাজের নামের পরিবর্ত্তে সৈন্যভীতের নাম অঙ্কিত আছে। তিনখানি খোদিতলিপিই শৈলোদ্ভবকুলজ মাধব নামক নৃপতির আদেশে উৎকীর্ণ, কিন্তু দুইখানিতে ইনি মাধবরাজ নামে ও একখানিতে মাধববর্ম্মা নামে পরিচিত। এই তিনখানির মধ্যে বুগুডার তাম্রশাসনে শৈলোদ্ভব বংশের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় :—

কথিত আছে, কলিঙ্গদেশে পুলিন্দসেন নামধেয় এক বিখ্যাত বীর ছিলেন, তিনি স্বয়ং রাজপদাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না, কিন্তু রাজপদোপযুক্ত ব্যক্তির কামনায় ব্রহ্মার উপাসনায় রত হন। ব্রহ্মা প্রীত হইয়া প্রস্তরখণ্ড হইতে শৈলোদ্ভব নামক মহাপুরুষের সৃষ্টি করেন। এই কয়টি শ্লোক পরিকুডের খোদিতলিপিতেও আছে। গঞ্জাম ও খুর্দার খোদিতলিপি অনুসারে মাধবরাজের নিম্নলিখিত পরিচয় পাওয়া যায় :—

উভয় তাম্রশাসনই কোঙ্গোদ বা কৈঙ্গোদ হইতে প্রচারিত এবং উভয় তাম্রশাসনের মুদ্রাতে মাধবের পরিবর্ত্তে সৈন্যভীতের নাম পাওয়া যায়, অতএব বুঝিতে হইবে যে সৈন্যভীত,

মাধবরাজ বা মাধবেন্দ্রের নামান্তর মাত্র। সুতরাং বুগুডার খোদিতলিপির মাধববর্ম্মা ও সৈন্যভীত একই ব্যক্তি। ডাক্তার কীলহর্ণ বুগুড়া তাম্রশাসনের মুদ্রার পাঠোদ্ধার করিতে সক্ষম হন নাই, কিন্তু বোধ হয় ইহাতেও "সৈন্যভীত" উৎকীর্ণ ছিল। পরিকুডের তাম্রশাসনে মাধবরাজের পরিবর্ত্তে, যশোভীতের পরে পুনরায় সৈন্যভীতেরই উল্লেখ আছে :—

গঙ্গামোহন বাবু খুর্দার তাম্রশাসন প্রকাশকালে গঞ্জামের তাম্রশাসনের অস্তিত্ব-বিষয় অবগত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি বুগুডা ও খুর্দার তাম্রশাসন হইতে শৈলোদ্ভববংশের নিম্নলিখিত পরিচয় দিয়াছেন :—

শৈলোদ্ভব
(রাজবংশ-প্রতিষ্ঠাতা)
|
রণভীত
(শৈলোদ্ভবকুলজ)
|
সৈন্যভীত ১ম
(রণভীতসূনু)
|
যশোভীত ১ম
(সৈন্যভীতের বংশে জাত)
|
সৈন্যভীত ২য়
(যশোভীত-তনয়)
|
যশোভীত ২য়
(সৈন্যভীতের পুত্র)
|
মাধবরাজ, মাধবেন্দ্র ও মাধববর্ম্মা
(যশোভীতের পুত্র)

এতন্মধ্যে যশোভীত ২তীয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বুগুডা বা খুর্দা তাম্রশাসনে কোনই উল্লেখ পাওয়া যায় না (১)। স্বর্গীয় গঙ্গামোহন লস্কর মহাশয়ের কল্পনাপ্রসূত বলিয়াই বোধ হয়। মাধবরাজ, মাধববর্ম্মা ও মাধবেন্দ্র, সৈন্যভীত ২তীয়েরই অপর নাম। ইনি যখন ৬১৯ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন, তখন তাঁহার পৌত্র খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কিম্বা অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

মধ্যমরাজ দেব এই তাম্রশাসন দ্বারা শ্রীসামন্ত, মহাসান্ত, মহারাজ, রাজন্যক, রাজপুত্র, অন্তরঙ্গ, দণ্ডনায়ক, উপরিক, বিষয়পতি ও তদাযুক্তক প্রভৃতি এবং বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ ও অতীত (?) রাজপাদোপজীবিগণকে জানাইতেছেন যে তাঁহার ষড়্‌বিংশতি রাজ্যাঙ্কে তিনি কোঙ্গোদমণ্ডলে, জ্ঞাকটকভুক্তিতে কোন গ্রাম, শিলস্বামি, গোবর্দ্ধনস্বামি, বন্ধুস্বামি, কবড়িস্বামি, নারায়ণস্বামি, মাধবস্বামি, ভরণীস্বামি, ভগর্গস্বামি, আদিত্যস্বামি, রুদ্রস্বামি, শিবস্বামি ও শুভস্বামি-নামধেয় ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন। তৃতীয় ফলকের অপর পৃষ্ঠে চারি পংক্তি খোদিতলিপি আছে। ইহার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার অসম্ভব। শেষ পঙ্‌ক্তির শেষ-ভাগে "সম্বৎ ৮০০"......অনুমান হয়, ইহা বিক্রমাব্দের নবম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

(১) সন্দেহভঞ্জনার্থ খুর্দার তাম্রশাসনের পাঠ দিলাম :—

১ স্বস্তি জয়স্কন্ধাবারাৎ কোঙ্গোদবাসকাৎ সকলক্ষমাতলো
২ পলক্ষিত ক্ষমানয়বিনয়বিক্রমস্য প্রতাপবাবিত্তারিসৈন্য
৩ স্য শ্রীসৈন্যভীতস্য পৈত্র প্রসৃত বিপুলামলযশসঃ
৪ সততমযশোভীতস্য শ্রীমতো যশোভীতস্যাত্মজো
৫ ভগবৎ মহস্বরচরণযুগলৈকশরণ্যঃ শৈশবএব বিদ্যাচতুষ্ট-
৬ য়াভ্যাসোন্মীলিতসহজপ্রজ্ঞাতিশয়াবগতসমস্তা
৭ র্থতত্বঃ স্বমতবিরচিতাত্যাদ্ভুতকাব্যার্থবোধৈককার্য্যাসঙ্গ হি
৮ তবিদ্বিদদ্ধোজনসমূহোনিজভুজবলাবলে পাবমি............
৯ স্তপর্য্যন্ত সামন্তশিরোমণিমরীচিসংমূর্চ্ছিত চ[রণ]............
১০ চ্ছিন্নান্তরে তরারাতিবর্গো যথাক্রমপ্রবৃত্ত মনুরঞ্জি ....
১১ মহানিপানমিব সর্ব্বসত্বৈগণেষ্টমুপভুজ্যমা[ন]............
১২ বভোগসারসত্বসার প্রবার্কপ্রকাশিতশৈলোদ্ভবান্ববায়............
১৩ নতসকলকলিঙ্গাধিপত্যঃ সকলকলাবাপ্তকৌ-মূর্ত্ত
১৪ ষ জগতাপ্রমনঃ প্রবৃত্তচক্রশ্চক্রধর। ইহ ভগবান্মাধব
১৫ শ্রীমাধবরাজঃ কুশলী ইত্যাদি J. and P. A. S. B. (N. S.) Vol. I. p. 284.

বুগুডার তাম্রশাসনে বংশপরিচয়সূচক যে কয়েকটি শ্লোক আছে, তাহার একটী ব্যতীত আর সকল গুলিই পরিকুডের খোদিতলিপিতে পাওয়া যায়। বুগুডার খোদিতলিপির ১০ম শ্লোকটিমাত্র পরিকুডের খোদিত-লিপিতে নাই—

"জাতেন যেন কমলাকরবৎ স্বগোত্রমুন্মীলিতং দিনকৃতেব মহোদয়েন।
সংক্ষিপ্তমণ্ডলরচস্তগতাঃ প্রণাসমাশুদীপোগ্রহগণাইব তস্য দীপ্ত্যা॥"

Epigraphia Indica. Vol. III. p. 44.

মধ্যমরাজের তাম্রশাসন
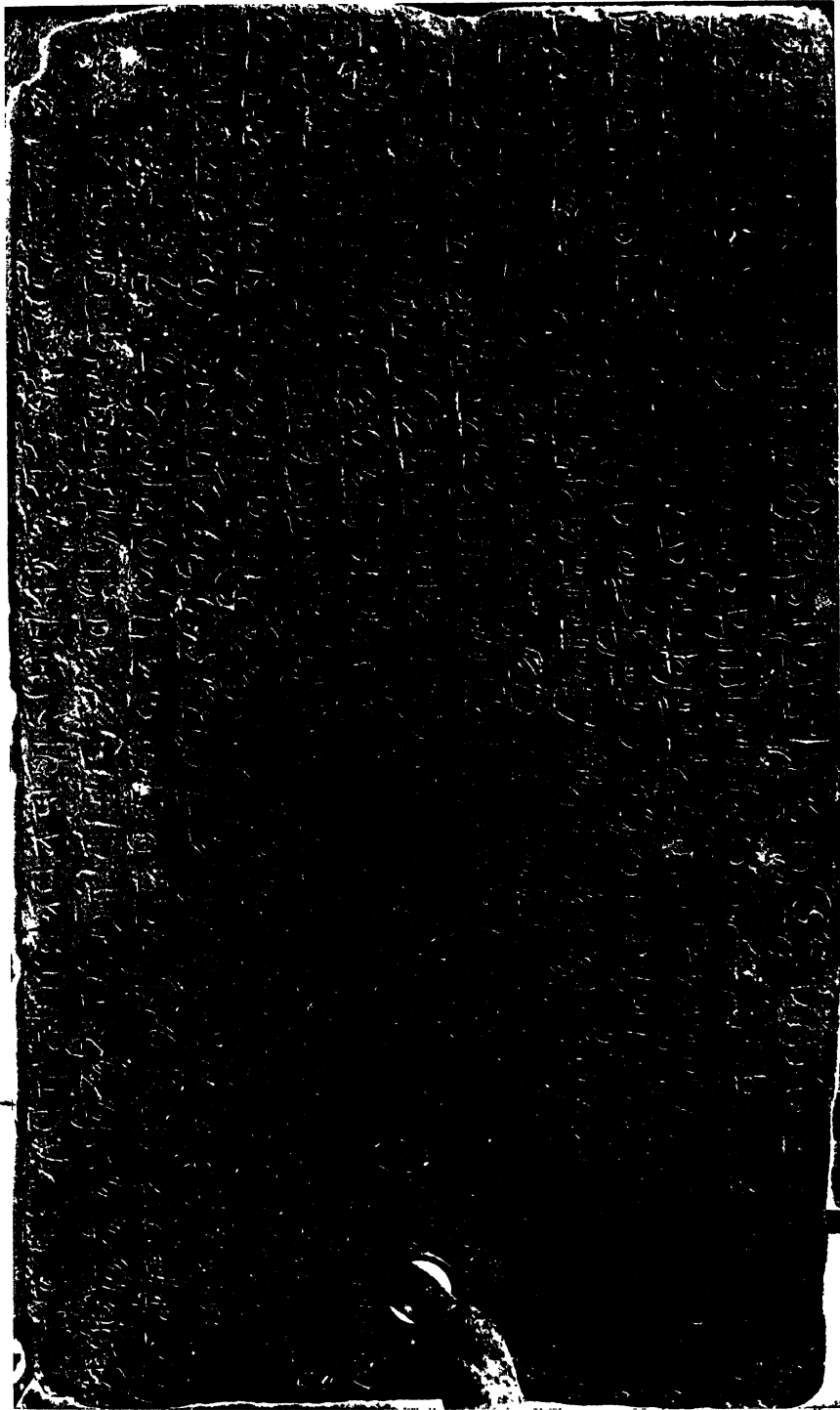
প্রথম ফলক

১। ওঁ স্বস্তি ইন্দোর্দ্ধৌতমৃণালতন্তুভিরিব শ্লিষ্টাঃ করৈ(ঃ) কোমলৈর্বদ্ধা-
হেররুণৈ(ঃ) স্ফুরৎ ক

২। ণিমণৈর্দিগ্ধপ্রভাসোংশুভিঃ (।) পার্ব্বত্যা(ঃ) সকচগ্রহব্যতিকর-
ব্যাবৃত্তবন্ধশ্লথা গঙ্গাস্তু(ঃ) প্লুতি

৩। ভিন্নভস্মকণিকা (ঃ) শম্ভোর্জটা (ঃ) পান্তু ব (ঃ)॥ (।) শ্রীমান উ(চ) চৈ
র্নভস্তো গুরুরচলপতে(ঃ) ক্ষোভজিৎ য়ঃ

৪। ক্ষমায়া গম্ভীরা স্তি(? স্তো) য়রাশেরথ দিবসকরাস্তাস্বদালোককারী (।)
হ্লাদী সর্ব্বস্য চেন্দো স্ত্রি

৫। ভুবনভবনপ্রেরকশ্চাপি বা য়ো রাজা (? রাজেন্দ্রঃ) স স্থাণু
মুর্ত্তির্জয়তিকলিমলক্ষালনো মাধ

৬। বেন্দ্রঃ (॥) প্রাঙ্‌শুর্ম্মহেভকরপীবরচারুবাহু কৃষ্ণাশ্মসঞ্চয়বিভেদ-
বিশালবক্ষা (।) রাজীব

৭। কোমলদলায়তলোচনাস্ত[ঃ] খ্যাত[ঃ] কলিঙ্গজনতাসু পুলিন্দসেন[ঃ]
তেনেত্থং

৮। গুণিনাপি সত্বমহতা হ্যস্টং (নেষ্টং) ভুবোর্ম্মণ্ডলং শক্তো যঃ .
পরিপালনায় জগত[ঃ] কোনা

৯। ম স স্যাদিতি প্রত্যাদিষ্টবিভূৎসবেন ভগবানারাধিতঃ সাশ্বতং।
স্তচিতা (তচ্চিত্তা)স্তুগুণং

১০। বিধিৎ সূরদিশত্বাঞ্ছাস্বয়ম্ভূরপি [॥] স শিলা সকলোদ্দেদী
তেনাপ্যালেক্য ধীম

১১। তা পরিকল্পিতসদ্বঙ্‌শে প্রভুশ্‌শৈলোদ্ভব[ঃ] কৃতঃ। [।]
শৈলোদ্ভবস্য কুলজো রণ

১২। ভীত আসীত্তেনা সক্ [৫] কৃতভীয়াং দ্বিষদঙ্গনানাং [।]
জ্যোৎস্নাপ্রবোধসম

দ্বিতীয় ফলক, প্রথম পৃষ্ঠা

১৩। য়ে স্বধীয়ৈব সার্দ্ধমাকম্পিতোনয়নপঙ্কজলেসু চন্দ্র [ঃ] [॥]
তস্যাভবদ্বিবুধপালসমস্ত সু

১৪। ত শ্রীসৈন্যভীত ইতি ভূমিপতিগূর্গরীযান্যং প্রাপ্যানৈকশতনাশ
ঘটাবিঘট্ট লব্ধপ্রসাদ

১৫। বিজয়[ং] মুমুদে ধরিত্রী[ং] [॥] তস্যাপি বঙ্শে থ যথ[া]র্থ নাম[া]
জাতো যশোভীত ইতি ক্ষিতীশ[ঃ] যেন প্ররূ-

১৬। ঢ়োপি শুভৈশ্চরিত্রৈর্ভৃষ্ট[ঃ] কলংক[ঃ] কলিদর্পণস্য [॥]
জাতোথ তস্য তনয়[ঃ] সুকৃতী সমস্তসিমন্তি

১৭। নী নয়নষট্‌পদপুণ্ডরীক[ঃ] [।] শ্রীসৈন্যভীত ইতি ভূমীপতির্মহেভ-
কুম্ভস্থলীদলনদু

১৮। ল্ল'লিতাসিধার[ঃ] [॥] কালেয়ৈর্ভূ'তধাতৃ পতিভিরুপচিতানেক
পাপাবতারৈ র্নীতা যেশাং কথাপি প্র

১৯। লয়মভিমতা কীর্ত্তিপালৈরজস্রং [॥] যজ্ঞৈস্তৈরশ্বমেধপ্রভৃতিভি-
রমরালম্ভিতা স্তৃপ্তিমু

২০। র্ব্বীমত্রিপ্তারাতিপক্ষক্ষয়কৃতিপটুনা শ্রীনিবাসেন যেন। [।]
তস্যোৎখাতাখিলারের্ম্মরুদিব স

২১। নতৌ (?) ভাস্বদুষ্ণাংশুতেজা শ্রীরামানীদপাল (শ্রীরামাদীনপাল)
নরপতিযশোভীতদেবস্তনূজঃ মাতঙ্গাস্যেত (?) তু

২২। ঙ্গাম্বহ (হু) মদমুচশ্চারুবক্ত্র[ঃ] প্রচণ্ডঃ (প্রচণ্ডান্) বদ্ধাকর্ষত্য
খেদন্‌পুনরপি তপতে পদ্ম[ব]ত্ স প্রগল্‌ভঃ [॥]

২৩। কেচিদ্বক্ষ পুরা(?)ণ সার্দ্ধমচিরস্তাম্ (?) স্থিতিলীলয়া
কেচিদার্দ্ধমুখাস্‌সহস্রকিরণমালা

২৪। বলি প্রেক্ষণা[ঃ] কেচিদ্বক্ক (কেচিদ্বল্‌ক)লিনস্তথাজিনধরা [ঃ]
কেচিজ্জটাধারিণো নানারূপধরাস্তপস্তি যত

২৫। য়ো দিব্যাস্পদাকাঙ্‌ক্ষিণ[ঃ] [॥] কেচিৎ সৈলগুহোদরেষু নিয়তা
ধূমাবলী পাইন (পায়িনঃ) অন্যে চ [illegible]

২৬। স্তু ভক্ষনিরতাঃ কেচিন্নিরাহারকা ইথ যোগযুগোবিহায় বসতিংদ্ধ্যায়ন্তি
দিব্যং পদং চিত্রং

২৭। মধ্যমরাজদেবগুণবৃ(ভৃ) রাজ্যং পিতু [ঃ] প্রাপ্তবা[ন্ ॥]
যস্যাম্লানাম্মময়ু সুরভবন গ

২য় ফলক পশ্চাদ্‌ভাগ

২৮। ত্যা দিব্যসত্বা প্রগল্‌ভা [ঃ] তৈ[ঃ]সার্দ্ধং নিত্যকালং সুকৃ[তি] গুণ
কলালাপভৃদ্‌ যঃ প্রকুর্ব্ব[ন] শম্ভৌ সং

২৯। স্তম্ভকারী পদমমরজবঃ শাশ্বতঃ শাস্তরূপং লব্ধোৎসাহং স বীর[ঃ]
ক্ষিতিতলবসতিং নির্জ্জিতারা

৩০। তি পক্ষ[ঃ] [॥] স্থিত্যুৎপতি(ত্তি) বিনাশকারণপরমজ্যোতি
ব্যাহতব্যক্তাব্যক্তসমস্তশক্তির্নিয়তদেবাতি

৩১। দেবো মহ[ন্] তস্যানুগ্রহকারি বিক্রমধনু[শ্] চেষ্টাকরোদ্‌ভূতা[ং]
স শ্রীমানতুলশশাঙ্কধবল ক্ষৌ

৩২। ণি (?) যশখ্যাপিতা [।] আকর্ণাদতুলং বিকৃষ্য তর বা পদ্ধয়ে
লীলয়া অষ্টভির্কপুরৈর্বিবেষ্ট্য

৩৩। ফলকো নারাদ্‌প্রভাস্যামপিপাণিভ্যচতুরঃ শিলিমুখৈর্মুখে
স্তিক্ষো ভৃশঃ জতো দিব্যগতি প্রি

৩৪। থা তু শতসমং কোঙ্গদরত্নক্ষিতৌ ধর্ম্মাভ্যাসকলশরীরমসকৃৎ
সংবেষ্ট্য লীলান্বিত পীন

৩৫। ...য়োনির্ব...গব...স্তম্বদ্বয়লীলয়া সন্থ শত কৃপাণভা সুখকরো ধাবত্য

৩৬। খিন্নো ভৃশং ভূপালাহনুপমপরক্রিয় ইতি খ্যাত ক্ষমামণ্ডলে।
জাতেন বপুব্যশালি

৩৭। নেব যেন সংবর্দ্ধিতকুমুদশণ্ডিবাত্মলক্ষসঙ্কোচিঞ্চ রিপুপঙ্কজা
বৃন্দমারাধিত

৩৮। জয়তি লব্ধজয়প্রতাপ। কটশ্রীশৈলোদ্ভবকুলতিলকমহাবংশ্য বাজপেয়াশ্ব

৩৯। মেধাবভৃথস্নাননির্ব্বর্ত্তিতপ্রখ্যাতকীর্ত্তিকর্ম্মাপরমমাহেশ্বর
মাতাপিত্রিপাদনুধ্যাত

৪০। শ্রীমধ্যমরাজদেব কুশলী অস্মিং কোঙ্গদমণ্ডলে শ্রীসামন্ত মহাসাস্ত
মহারাজ রা

৪১। জন্যক রাজপুত্রান্তরদণ্ডনায়কোপরিকবিষয়পতি[ত]
দাযুক্তকবর্ত্তমানভবিষ্যদ্‌ বা

৪২। ত্তরিণ [ঃ] সকরণ্য (?) ব্রাহ্মণপরো আদিজনপদাঞ্চ যথার্হং
[মানয়ন্তি বোধ]য়[ন্তি] আ

৩য় ফলক সম্মুখভাগ

৪৩। জ্ঞাপয়তি চ বিদিতমস্তু ভবতা[ং] স্তকটকভুক্তি বিপ···র্ব্ব প্র্ব্বমগু··

৪৪। ম দ্বাদশতিমিরপ্রমাণ সর্ব্বপীড়বর্জ্জিতশ্চাটভটাপ্রবেশ্য
ন কিঞ্চিদনপ(নপ্র) [গ্রা]

৪৫। হ্য ষড়বিংশতিমে সম্বৎসরে বিজয়বর্দ্ধমানরাজ্যে মাতপিত্রোরাত্মনশ্চ
পুণ্যাভি (ব্রি)

৪৬। [দ্]ধয়ে সলিলধারাপুর[ঃ]সরেণ চন্দ্রার্ক্কক্ষিতিসমকাল
মস্মাভি নানাগোত্রপ্রবর

৪৭। চরণায় ব্রাহ্মণা[য়] শীলস্বামিগোবর্দ্ধনস্বামিবন্ধুস্বামিকচদিস্বামি নারায়ণ

৪৮। স্বামিমাধবস্বামিভরণিস্বামিভর্গস্বামিআদিত্যস্বামিরুদ্রস্বামিশিবস্বামি

৪৯। শু(?)ভস্বামিনে বিশ্রকে প্রতিপাদিতমতোহস্য যথাকালমুপযুজ্যতো
ন কৈনশ্চিদ্ বিরুদ্ধতা কর

৫০। ণীয়া। উক্তঞ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রে বহুভির্বসুধা দতা(ত্তা) রাজভি[ঃ]
সগরাদিভি[ঃ] যস্য যস্য যদা ভূমি[ঃ]

৫১। তস্য তস্য তদা ফলং [॥] মা ভুদফলশঙ্কা ব[ঃ] পরদত্তেতি পার্থিবাঃ
স্বদানাৎ ফলনি অনন্ত্যং পরদত্তা

৫২। নুপালনং [॥] স্বদতাং পরদতাস্বা যো হরেতি বসুন্ধরাং শ্ববিষ্ঠায়াং
ক্রিমির্ভূত্বা পিত্রিভি[স্] সহ

৫৩। পচ্যতি [॥] হরতি হারয়তি ভূমি মন্দবুদ্ধি[ঃ] তমাব্রিতা স বদ্ধো
চারুণৈ পাসৈ তি[র্]য[গ্] যোনিষু জ

৫৪। য়তি ইহি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ
সকলমিদমু

৫৫। দাহ্রিতঞ্চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈ[ঃ] পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যা[ঃ] [॥]
বিদ্যুদ্‌বিলাসতরলামবগম্য সম্যক্ [লোক]

৫৬। স্থিতিং যশসি শক্রমনোভিরুচৈ ॥ [।"] নিত্যং পরো[পক্রিতিঃ]
মাত্ররাতি রতৈধর্ম্মাভিরাধনপরৈরনুমোদিত

শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃতীয় ফলক—পশ্চাদ্‌ভাগ।
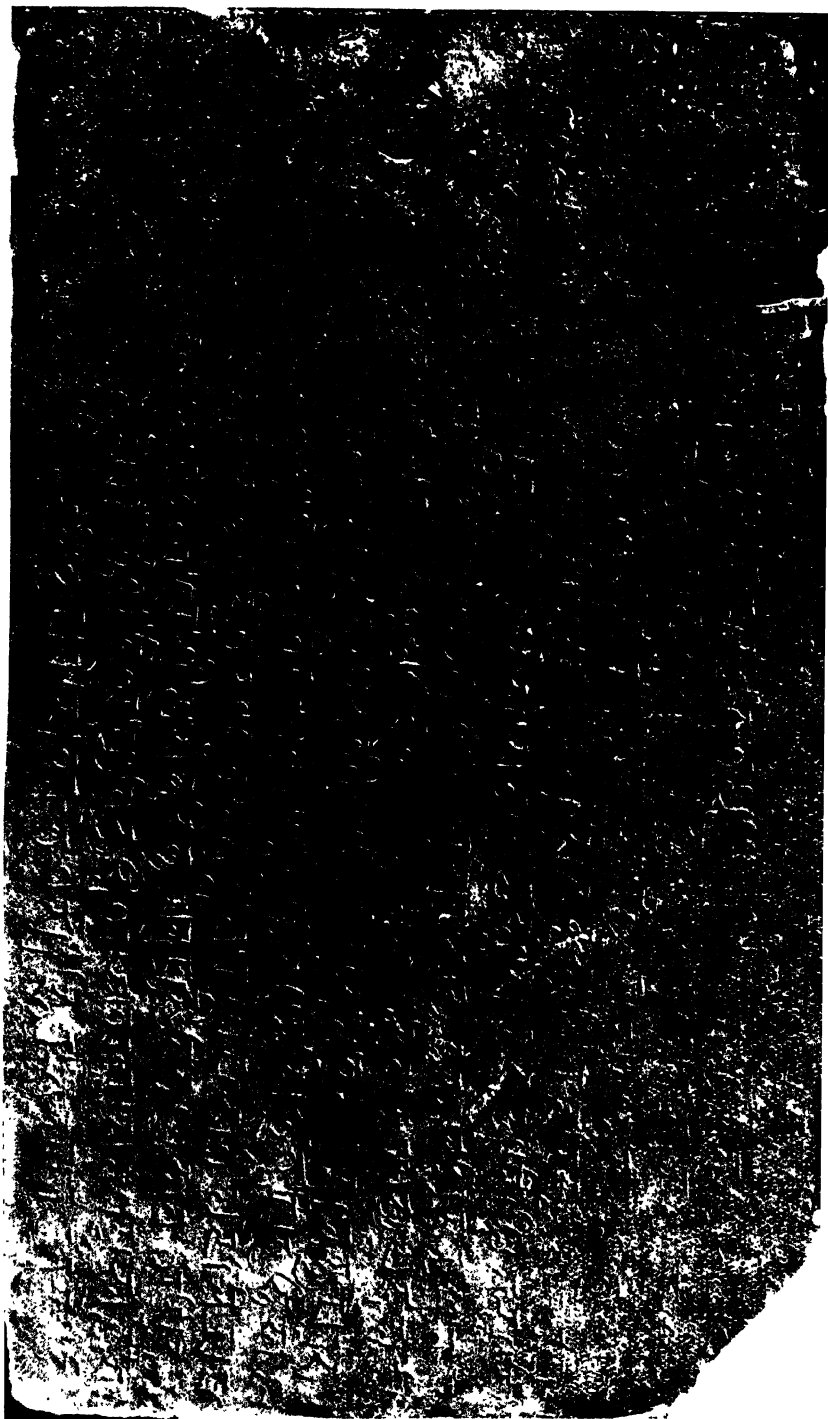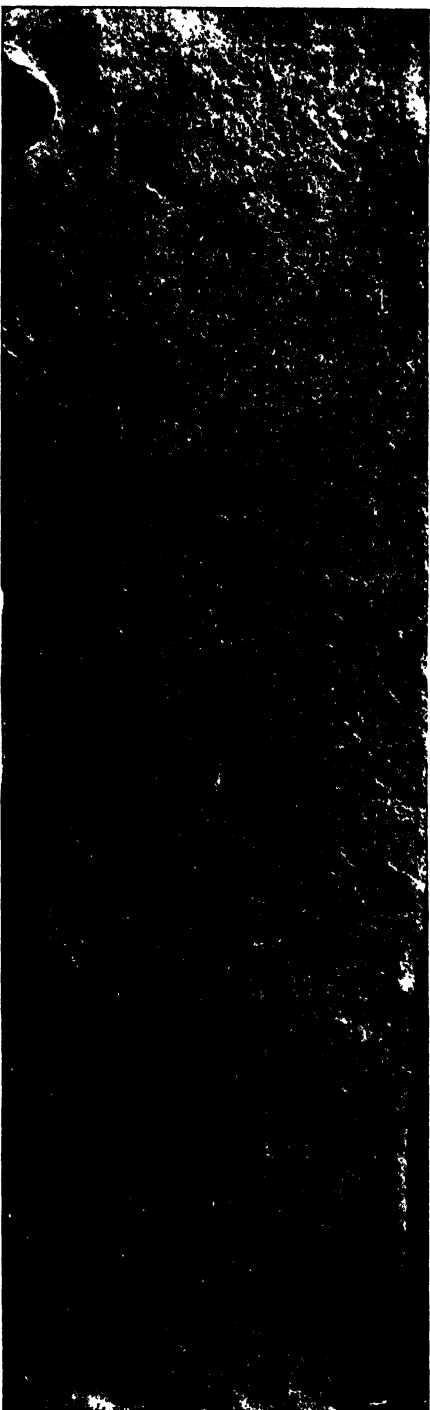
নদীয়া ও চব্বিশপরগণা জেলার কতকগুলি গ্রাম্য-শব্দ

১৩১৪ সালের ১ম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে মালদহ জেলার গ্রাম্যশব্দ-তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া গুটিকতক শব্দ সম্বন্ধে দুইএক কথা বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। ঐ শব্দগুলি নদীয়া জেলা ও তৎপ্রান্তবর্ত্তী জেলাবাসী লোকে গ্রাম্য-ভাষায় ব্যবহার করিয়া থাকে।

শব্দ অর্থ

ওক—বমন। এ কথা ২৪ পরগণা এবং নদীয়া জেলায়ও প্রচলিত।

কল্ল—দুষ্ট। এ কথাটী ২৪ পরগণায়ও ব্যবহৃত হয় "দুষ্ট" অর্থে, "জারজ" অর্থে নয়। প্রয়োগ বোধ হয় কেবল স্ত্রীলোকের প্রতি।

আতায় কাতায়—যন্ত্রণাতে ছট্‌ফট্‌ করা। ২৪ পরগণা ও নদীয়া দুই জেলায়ই ব্যবহৃত হয়। কাহারও কাহারও মুখে "আতারি কাতারি" এইরূপ প্রয়োগ শুনিতে পাই।

উট্‌কান—"দোষ খুঁজিয়া বাহির করা" অর্থে নাই হউক "খুঁজিয়া বাহির করা" অর্থে ২৪ পরগণা ও নদীয়ায় ব্যবহৃত হইতে শুনিয়াছি।

উঠানা—রোজ রোজ কোন দোকান হইতে দ্রব্য লওয়া। পূর্ব্বোক্ত দুই জেলায় ইহার ব্যবহার দেখা যায়। অনেকে ইহা "উঠ্‌না" উচ্চারণ করে।

আস্‌নাই—প্রণয়। স্ত্রীপুরুষের প্রেম। ২৪ পরগণার কোন কোন লোকের মুখেও শুনিয়াছি।

গেমা ওগো—ওহে। "ওগো" শব্দ ২৪ পরগণা ও নদীয়ায় খুব প্রচলত।

খোরা—"বড় পাথরের বাটী" এই অর্থে উপরোক্ত দুই জেলাতেই চলিত আছে।

খলিফা—ওস্তাদ, শিল্পনিপুণ, দরজি। এ কথাটা ২৪ পরগণা ও নদীয়া দুই জেলাতেই প্রচলিত আছে।

ঘুস্‌কী—যে স্ত্রীলোক গোপনে পরপুরুষগামিনী হয়। এ কথাটা অন্য অনেক জেলায় চলিত।

ঘাবড়ান—ভয় খাওয়া। নদীয়া জেলায় এবং বোধ হয় ২৪ পরগণায়ও শোনা যায়।

চম্পট—পলায়ন, অদৃশ্য হওয়া। অন্য অনেক জেলায় চলিত।

জবড়জঙ্গ—জড়ভরতের মত কেমন একটা। ২৪ পরগণা ও নদীয়াও চলিত।

জুয়ারি—যাহারা জুয়া খেলে। বোধ হয় নদীয়া জেলায়ও শুনিয়াছি।

ঝুটমুট—"মিথ্যা কথা" অর্থে বোধ হয় ২৪ পরগণা ও নদীয়ায় শুনিয়াছি।

ছপ্পর—চাল। বেহারে এ কথা চলিত আছে। ঐ দেশের কোন কোন লোকের মুখে শুনিয়াছি।

টং—যেমন "রাগিয়া টং হইল"। ২৪ পরগণা, নদীয়া ও হুগলীতেও ইহা চলিত আছে।

ট্যাঙ্গস—ল্যাঙ্‌ড়াইয়া হাঁটা। ২৪ পরগণায় ইহার ব্যবহার আছে।

টিপা—কৃপণ। "টেপা" এই আকারে ২৪ পরগণা ও নদীয়া জেলায় ইহার চলন আছে।

দিগ্‌দারি—বিরক্ত করা। এ কথার উপরোক্ত দুই জেলায় চলন আছে।

ধুম্‌সা—বড় মোটা পুরুষ। "ধুম্‌সো" আকারে ইহা উপরোক্ত দুই জেলায় ব্যবহৃত হয়।

ধুম্‌সী—বড় মোটা স্ত্রীলোক। ২৪ পরগণা ও নদীয়ার চলিত আছে।

ধাপ্পা—ফাঁকি। উপরোক্ত দুই জেলায় চলিত।

ধুমধড়াক্কা—ধুমধাম। ২৪ পরগণায় এবং বোধ হয় নদীয়ায়ও এ কথা শুনিয়াছি।

বিয়া—স্ত্রীচিহ্ন। উড়িষ্যায় এ কথা চলিত আছে।

ভাতারআউলী—সধবা। ২৪ পরগণায় ইহা শুনিয়াছি।

ফটিকচাঁদ—ফুলবাবু। ২৪ পরগণায় চলিত আছে যথা—"নদের ফটিকচাঁদ"।

ফতাই—একপ্রকার জামা। "ফতুই" রূপে কিছুদিন পূর্ব্বে ২৪ পরগণায় ইহার ব্যবহার ছিল। এখন আছে কি বলিতে পারিলাম না।

মড়া—মৃত। ২৪ পরগণায় স্ত্রীলোককে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের প্রতি ইহা প্রয়োগ করিতে শুনিয়াছি।

মরকা—ভঙ্গপ্রবণ। নদীয়া ও ২৪ পরগণায় "মড়্‌কা" রূপে ইহার ব্যবহার শুনিয়াছি।

পুতখাকী—যে স্ত্রীলোক পুত্রকে খায়। ইহার ব্যবহার ২৪ পরগণা ও নদীয়ায় আছে।

খন্তারাম—বলবান্। দীর্ঘাকার ও বলবান্ অর্থে "খন্তরাম" রূপে ইহার ব্যবহার ২৪ পরগণা এবং বোধ হয় নদীয়াতেও শুনিয়াছি।

লিকি—উকুন। "লিকি" রূপে ইহার ব্যবহার ২৪ পরগণায় প্রচলিত।

লগ্যা বা লগি—"লগি" অর্থাৎ লম্বা বাঁশ (নৌকার) শব্দ নদীয়ায় চলিত আছে।

সল্লা—পরামর্শ। নদীয়ায় প্রচলিত আছে। ২৪ পরগণার কথা বলিতে পারিলাম না।

হরবড়—হানি। নদীয়ায় শুনিয়াছি। ২৪ পরগণায়ও বোধ হয় চলিত আছে।

টানের বছর—অন্নকষ্টের বৎসর। বোধ হয় নদীয়ায় এরূপ প্রয়োগ শুনিয়াছি।

বরাত—প্রয়োজন। ২৪ পরগণা ও নদীয়ায়ও চলিত।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

শূন্যপুরাণ

১। শূন্যপুরাণের সম্পাদকের অনুমানে পুরাণখানির লেখক, লেখকের নিবাস ও সময়।

১৩১৪ সালে সাহিত্য-পরিষৎ হইতে পুরাবিৎ শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসুর দ্বারা বাঙ্গালা শূন্য-পুরাণ প্রকাশিত হইয়াছে।

মুখবন্ধে নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন, ঐ পুরাণ বাঙ্গালাভাষার একখানি আদিগ্রন্থ। গ্রন্থের রচয়িতা রামাই পণ্ডিত। তিনি গৌড়েশ্বর দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের সময়ে ছিলেন, এবং এই রাজা খৃঃ ১১শ শতাব্দীর প্রথমে ছিলেন। সে আজি নয়শত বৎসর পূর্ব্বের কথা।

কিন্তু সম্পাদক মহাশয় দেখাইয়াছেন, কালে পুরাণখানির নূতন সংস্করণ হইয়াছিল। তথাপি কোন কোন অংশের বয়স নাকি ছয় সাত বৎসর!

এই অনুমান সত্য হইলে শূন্যপুরাণখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ হইবে। বোধ হয়, বাঙ্গালা ভাষায় এত পুরানা পুস্তক আর পাওয়া যায় নাই। এরূপ গ্রন্থের একটু বিস্তারিত আলোচনা কর্ত্তব্য।

মুখবন্ধ হইতে জানিতেছি, বাঁকুড়া জেলা হইতে ছাপা গ্রন্থের আদর্শ সংগৃহীত হইয়াছিল। আদর্শপুথীতে গ্রন্থ সমাপ্তিকাল লিখিত ছিল না। প্রবীণ সম্পাদক পুথীর অক্ষর বিন্যাস ও অবস্থা দৃষ্টে উহাকে প্রায় তিনশ বছরের পুরানা মনে করিয়াছেন। 'এসিয়াটিক সোসাইটী'তে দুইখানি খণ্ডিত পুথী আছে। বাঁকুড়া জেলার পুথী পুরাতন বলিয়া সম্পাদক-মহাশয় সেই পুথীকে আদর্শ করিয়াছেন। আদর্শে ছিল না, এমন কতক অংশ 'সোসাইটি'র পুথী হইতে লইয়া ছাপা শূন্যপুরাণে প্রবিষ্ট করিয়াছেন।

প্রাচীন বাঙ্গালা পুথী মাত্রই বাঙ্গালা-ভাষা শিক্ষার সহায় হইতে পারে। কিন্তু যদি পুথীর রচনাকাল এবং রচকের নিবাস জানা না থাকে, তাহা হইলে সে পুথীর প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়। শূন্যপুরাণখানির রচনাকাল সম্বন্ধে নগেন্দ্রবাবু বহু ইতিহাস উদ্ঘাটন করিয়াছেন, কিন্তু অনুমান দৃঢ় করিতে পারেন নাই, স্থান সম্বন্ধেও স্পষ্ট কিছু বলেন নাই। বলা বাহুল্য, বাঁকুড়ায় পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া শূন্যপুরাণের ভাষা বাঁকুড়ার, এ কথা বলিতে পারা যায় না। রামাই পণ্ডিতের ভণিতা আছে বলিয়া শূন্যপুরাণখানি ধর্ম্মপূজাপদ্ধতিকার রামাই পণ্ডিতের লেখা, এ কথাও বলিতে পারা যায় না। নগেন্দ্রবাবুও লিখিয়াছেন, 'শূন্যপুরাণের পুথিখানি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখকের হাতে ক্রমেই কিছু কিছু রূপান্তর হইয়া আসিয়াছে। .... বলিতে কি স্থানে স্থানে এরূপ পাঠবিকৃতি দাঁড়াইয়াছে যে কোন্‌খানি আদর্শ ও কোন্ খানি নকল তাহা বাছিয়া লওয়া অসম্ভব।' পুনশ্চ লিখিয়াছেন, 'ঘনরাম, সীতারাম প্রভৃতি ধর্ম্ম-মঙ্গলকারগণ যে দাহুর-ঘাটা ও সন্ন্যাসী-কাটার উল্লেখ করিয়াছেন, আলোচ্য শূন্যপুরাণ মধ্যে

সে অংশ পাইলাম না। মহামহোপাধ্যায় [শ্রীহরপ্রসাদ] শাস্ত্রী মহাশয় রামাই পণ্ডিতের রচিত যে ধ্যানের মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাও তিনখানি পুথিতেই পাওয়া গেল না।'

তথাপি শূন্যপুরাণখানিকে ধর্ম্মপূজাপদ্ধতিকার রামাই পণ্ডিতের বলিবার হেতু কি? বোধ হয়, দুই হেতু,—(১) গ্রন্থখানির মূল প্রাচীন বোধ হয়, এবং (২) রামাই পণ্ডিতের ভণিতা আছে। এই দুই হেতু তেমন বলবান্ নহে।

২। গ্রন্থ সম্বন্ধে নূতন অনুমান।

ছাপা শূন্যপুরাণখানি পড়িয়া মনে হইয়াছে,—

(১) উহা শ্বেতনীলাদি চারি বা পাঁচ প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপণ্ডিতের অন্যতম রামাই পণ্ডিতের লেখা নহে।

(২) উহা একখানি গ্রন্থ নহে, অন্ততঃ দুখানি মঙ্গলের বা গানের পুথীর সংগ্রহ।

(৩) উহা খৃঃ একাদশ শতাব্দীর পরে রচিত।

(৪) উহার সমুদায়টা বাঁকুড়া জেলার লোকের লেখা নহে।

(৫) উহা পুরাণ হইতে পারে, পদ্ধতি হইতে পারে না।

প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা উপস্থিত লেখকের উদ্দেশ্য। কিন্তু শূন্যপুরাণখানির দেশ কাল পাত্র নিরূপিত না হইলে উহা অপূর্ব্ব বস্তু হইয়া থাকিবে, ভাষা শিক্ষার সহায় হইবে না, এই হেতু উপরি লিখিত অনুমানগুলি পরিষৎ সমক্ষে উপস্থিত করা যাইতেছে।

৩। শূন্যপুরাণখানি গান ; পূজাপদ্ধতি নহে।

ছাপা শূন্যপুরাণে ১৪২ পৃষ্ঠা আছে। ইহার দুই চারি পৃষ্ঠা গদ্য, অবশিষ্ট পদ্য। পদ্যের মধ্যে ১৭টি ত্রিপদী, অপর সমস্ত পয়ার। সকল কবিতার শেষে রামাই পণ্ডিতের নাম আছে। যথা,—

১১ পৃঃ স্তনিআ ভারতী রচিল রামাই পণ্ডিত।

১৮ „ গাইল রামাই পণ্ডিত স্তুন সর্ব্বজন।

৩২ „ পুষ্পপাবন গীত পণ্ডিতরামে গান।
ভকত নাএকে ধর্ম্ম চিন্তি জে (চিন্তিব ?) কল্যাণ॥

৪০ „ শ্রীযুত রামাই রচিল পাঁচালী সঙ্গীত।

দুইটি কবিতার মাথায় রাগেরও উল্লেখ আছে। ভণিতায় নায়কের কল্যাণপ্রার্থনা আছে। যিনি ধর্ম্মের গান করান, গায়কেরা তাঁহাকে নায়ক বলেন। ধর্ম্মের কিংবা শিবের গাজনের পর সন্ন্যাসীরা গান গাইয়া নায়কের মঙ্গল প্রার্থনা করে, সে কথনও স্মরণ করা যাইতে পারে।

সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় (১৩০৪ সালের) মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল' নামক প্রবন্ধে ধর্ম্মমঙ্গলের বারমতি শব্দের মূল অনুসন্ধান করিয়াও করেন

নাই। তাঁহার কথায় জানিতেছি, ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে শব্দটি বার্ম্মতি এবং দুই এক স্থলে ব্রহ্মতি রূপ পাইয়াছে। 'এতক্ষণে ধর্ম্মের বার্ম্মতি হইল সায়।'—ইহার অর্থে শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, 'এতক্ষণে ধর্ম্মকে ব্রহ্ম বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা সফল হইল।' কিন্তু ব্রহ্মতি শব্দের মূল কি? মূল না পাইলে অর্থে সন্দেহ থাকে। ব্রহ্‌মতি—ব্রহ্ম স্তুতি?

শূন্যপুরাণে বার্ম্মতি ব্রহ্মতি শব্দ নাই, আছে বারমতি। যথা,—

৭ পৃঃ,　　ধর্ম্মপদরজে মধুলুব্ধ বারমতি।
　　শ্রীযুত রামাই গাএ মধুর ভারতী॥
　　(বারমতি মধুতে লুব্ধ রামাই গান করে।)

৩৪ পৃঃ,　　দেখ ঘর দানপতি সুপ্রসন্ন বারমতি।
　　ধনবংস মঙ্গল করএ যুগপতি॥

(হে দানপতি রাজা হরিচন্দ্র) ধর্ম্মরাজের ঘর দেখ, বারমতিতে সুপ্রসন্ন যুগপতি ধনবংশ করেন।)

৭৮ পৃঃ,　　ভাবি যুগেশ্বর চলিলা মুনিবর সুনিআ বারমতি ভরন॥

(নারদ মুনিবর যুগেশ্বর করিয়া এবং বারমতি ভরন (পূরন?) শুনিয়া চলিলেন।)

৯৯ পৃঃ,　　মনে আনন্দিত বারমতি গীত পুরিল ঘর।

(সকলে মনে আনন্দিত হইলেন, বারমতি গীতে ঘর পূর্ণ করিল।)

১৩৮ পৃঃ,　　বারমতি করে রামাই লয়্যা দিজগণ।

(দ্বিজগণ লইয়া রামাই বারমতি করে।)

শব্দটি বার্‌মতি হইলে ছন্দে মিলিবে না, বারমতি পড়িতে হইবে। বারমতি ক্রমে বার্‌মতি—বার্ম্মতি—এবং কোন্ পণ্ডিতের দ্বারা ব্রহ্মতি না হইতে পারে এমন নয়। আমার স্মরণ হইতেছে আমি ধর্ম্মের পণ্ডিতের মুখে বারমতি শুনিয়াছি, বার্‌মতি শুনি নাই। বারমতি পূজা—দ্বাদশ বিধ পূজা, বারমতি গীত—দ্বাদশবিধ পূজার গীত॥ মতি, ওড়িয়া—মন্তি, মতি—প্রকার। বাঙ্গালা যেমত, এমত শব্দেও সেই মতি, মত। বারমতি—যথা, টীকাপাবন, ফুলপাবন, অর্ঘপাবন, পঞ্চদেবতাপূজা, স্নান, মন্নুই, সন্ধ্যা, চনাপাবন, ইত্যাদি। এই সকল ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি। শাস্ত্রী মহাশয় ধ্যানের যে মন্ত্র তুলিয়া দিয়াছেন, সে মন্ত্রে শূন্যপুরাণের সৃষ্টিপত্তনের ছায়া দেখিতে পাই। কিন্তু শেষের পদ, 'ধর্ম্মের মঙ্গল গীত পণ্ডিত রামাই গান'—হইতে বুঝিতেছি 'সৃষ্টিপত্তন'ও ধর্ম্মমঙ্গলের অংশ।

অতএব জানিতেছি, (১) শূন্যপুরাণের অধিকাংশ গান বা ধর্ম্মমঙ্গল, (২) রামাই পণ্ডিত গানের রচক, এবং (৩) তিনি অন্যের নিকট 'ভারতী শুনিয়া' গান রচিয়াছিলেন। গানকে পূজাপদ্ধতি বলা যায় না। পূজাপদ্ধতি বাঙ্গালা ভাষায় হইলেও তাহাতে সংস্কৃত পদ থাকিবার আশা করা যায়। ১৩১৩ সালের সাঃ পঃ পত্রিকায় রামাই পণ্ডিত ও যাত্রাসিদ্ধির বিবরণ দেখুন। উহা গদ্য, প্রায়ই সংস্কৃত, মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা পদ থাকিলেও সমস্তটা বাঙ্গলা নহে।

আলোচ্য গ্রন্থের দুই স্থানে পদ্ধতির লক্ষণ আছে। ৬২ পৃষ্ঠে 'অথ বারমতিপূজার পদ্ধতি লিখ্যতে।' কিন্তু যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা পদ্ধতি নহে, বেড়া মন্ত্রইর পালা! ৮৫ পৃষ্ঠে তীর্থ আবাহনে সংস্কৃত মন্ত্র আছে। এই টুকু পদ্ধতি।

৪। শূন্যপুরাণের শব্দ ও শব্দের বানান।

শব্দ দেখিলে শূন্যপুরাণ গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকের রচনা মনে হয়। ছিস্‌টি, ভুমিস্‌টি, বস্তা, বাস্তন, তপসী, পৈরাগ, তপিস্‌সা, বিছ্রাম (বিশ্রাম), ত্রিপিনী (ত্রিবেণী), একত্তর, মিত্তিকা, পচ্চিম, গড়ুর (গরুড়), মোউর (ময়ুর), লাএক (নায়ক), পান (প্রাণ), ছাওয়া (ছায়া), চান (স্নান), নিন্নঅ (নির্ণয়), ইত্যাদিতে রাঢ়ের গ্রাম্য নিরক্ষর লোকের শব্দ অবিকল পাই। মূলে কি ছিল কে জানে; এখন যাহা আছে, তাহা গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকের লেখা। শূন্য-পুরাণের সম্পাদক মহাশয় এই কারণেই বোধ হয় অনেক শব্দের ঠিক অর্থ কিম্বা কোন অর্থ করিতে পারেন নাই।

প্রায়ই নিম্নবর্ণের গায়কেরা ধর্ম্মের গান গাইয়া থাকেন। বর্ত্তমান লেখকের ভাগ্যে ধর্ম্মের গান শোনার সুযোগ ঘটে নাই। কিন্তু মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলের ভাষা দেখিলে বোঝা যায়, গ্রাম্য নিরক্ষর লোকে সে মঙ্গলের পালা লিখিয়াছিল। এরূপ স্থলে শব্দের বানান দেখিয়া গ্রন্থরচনার কাল নিরূপণের চেষ্টা বৃথা। নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, 'এক সময়ে আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, রামাই পণ্ডিতের এই গ্রন্থখানি যখন ধর্ম্মপণ্ডিতগণের নিকট বেদমন্ত্রবৎ পূজ্য, তখন এই গ্রন্থের ভাষার উপর লেখনী ধারণ করিতে হয়ত কেহ সাহসী হন নাই। কিন্তু এখন নানা স্থানের তিনখানি পুথির পাঠ মিলাইতে গিয়া আমাদের সে ভ্রম দূর হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তিন পুথির উপরই তিনটী জয়গোপালের ছায়া পড়িয়াছে।'

আমাদের বোধ হয়, সম্পাদক মহাশয় শূন্যপুরাণখানিকে পূজার পদ্ধতি মনে করিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন। পুরাণ নামেও জানিতেছি, উহা 'বেদমন্ত্রবৎ পূজ্য' নহে। বাস্তবিক উহা গানের পালা। গানের পালা যেমন গায়ন-সম্প্রদায়ের হাতে পড়ে তাহার ভাষার ও বানানের তেমন রূপান্তর ঘটে। নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন, 'বাঙ্গালাভাষার অতি প্রাচীন পুথিগুলি প্রাকৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে অনেকটা প্রাকৃতরূপ ধারণ করিত, যেমন সংস্কৃত য স্থানে প্রাকৃতে জ, শ ও ষ স্থানে স ইত্যাদি। আদর্শ পুথিতে অনেকটা সেই নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে। * * * এই পুথির বিশেষত্ব এই ণ, য, ষ এবং শ এই কয়েকটী বর্ণের তেমন প্রয়োগ নাই।'

আজকালকার গ্রাম্য লিপিকরের বানানেও ণ নাই; য জ, শ ষ স, একের পরিবর্ত্তে কলমের মুখে যেটা আসে সেটাই দেখিতে পাই। সংস্কৃত প্রাকৃত ব্যাকরণের সময়ে বর্ণের উচ্চারণ ঠিক ছিল। এখন ন-ণকারের একরূপ উচ্চারণ, য-জকারের একরূপ, শ ষ স-কারের একরূপ

উচ্চারণ হওয়াতে লেখকের অভিরুচি অনুসারে কোন একটা দ্বারা শব্দ বানান হইয়া থাকে। এক এক লেখকের এক এক বর্ণের দিকে ঝোঁক থাকে। ১৩১৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় যে 'সূর্য্যের পাঁচালী' ছাপা হইয়াছে, তাহা ২১৮ বৎসর পূর্ব্বে চট্টগ্রামে লেখা। তাহাতে দেখিতেছি, ষ স স্থানে শ, এবং য স্থানে জ আছে। ঐ সালের পত্রিকায় 'মহারাষ্ট্র-পুরাণ' প্রসঙ্গে শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় লিখিয়াছেন, 'ণকার স্থানে সর্ব্বত্র নকারের প্রয়োগ এবং যকার স্থানে সর্ব্বত্র জকারের প্রয়োগ, ও শকার স্থানে সর্ব্বত্র সকার প্রয়োগ; যাঁহারা প্রাচীন রীতি বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের যুক্তি কি আমি তাহা জানি না. কিন্তু কোন পুথিতে তাহা ধ্রুবসত্য বলিয়া দেখিতে পাই না।' এই কথাই ঠিক বোধ হয়। কারণ আজকাল আমরা শব্দের কৃত্রিম বানানে যতটা বাঁধা পড়িয়াছি, প্রাচীনেরা ততটা পড়েন নাই। সেকালে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, হাতের লেখা পুথি পড়িয়া এবং ধ্বনি শুনিয়া লেখককে শব্দের বানান করিতে হইত। যাঁহারা সংস্কৃত জানিতেন, তাঁহারা বাঙ্গালা শব্দ কিরূপ বানান করিতেন, ইহা জানিতে না পারিলে সেকালের বানানের রীতি ধরা পড়িবে না। অশিক্ষিত গ্রাম্য লিপিকরের বানানকে বাঙ্গালা শব্দের বানান মনে করিলে আজকাল্‌কার আদালতের মুহুরীকে বাঙ্গালা-ভাষার লেখক স্বীকার করিতে হইবে।

৫। বর্ত্তমান শূন্যপুরাণের সময় এবং লেখক।

তথাপি শূন্যপুরাণের শব্দের বানান প্রাচীনতার সাক্ষ্য দিতেছে। একটি বানান বিশেষ দ্রষ্টব্য। মাআধর, ধিআন, নারাঅন, এবং দিআ, লইআ, করিআ ইত্যাদিতে প্রায় সর্ব্বত্র 'অ আ' দেখিতেছি। আজকাল আমরা একটা নূতন স্বরবর্ণ আবিষ্কার করিয়াছি। 'য়' টাকে আমরা হলন্ত "অ" করিয়া ফেলিয়াছি। অ আ ই উ এ ও স্থানে য় য়া য়ি য়ু য়ে য়ো লিখিতেছি। এই যে পরিবর্ত্তন, ইহা অল্পকালে ঘটিতে পারে নাই। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থে য় য়া লিখিয়াছিলেন। সেই সময়ের মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণেও য় য়া পাই। কৃষ্ণদাস ও কবিকঙ্কণ উভয়েই সংস্কৃতভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। শূন্যপুরাণেও দুই এক স্থানে য়া আছে। ওড়িয়াভাষায় য়-কার হলন্ত অ হয় নাই। এখানে আর এক প্রশ্ন মনে আসে। বাঙ্গালাভাষায় অকারান্ত বিশেষ্য শব্দ কতকাল হইতে হলন্ত উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে? শূন্যপুরাণে হঅ, জঅ, জঅকার আছে। কোন কোন স্থান পড়িলে মনে হয়, সেকালে হঅ, জঅ, এইরূপই উচ্চারিত হইত। (অবশ্য) জয় শব্দের জঅ উচ্চারণ একবারে ভুল।) শূন্যপুরাণের নিম্নের কবিতাটি যতি দিয়া পড়িতে চেষ্টা করিলে ঐ অনুমানে আসিতে হইবে।

"মঙ্গলরাগ—

"চৌদিকে জঅজঅ　　আনন্দেত পূরল

কৌতুকেত বাজএ বাজনা।

পণ্ডিত বাম্ভন বেদনিনাদন
জালিয়া ধূপ দীপ ধুনা ॥"

কিন্তু গানের সুর লক্ষ্য করিয়া ভাষার শব্দের উচ্চারণ অনুমান করা চলে না। ১৩১৫ সালের সাঃ পঃ পত্রিকায় চণ্ডীদাসের কএকটি চতুর্দ্দশ পদাবলী ছাপা হইয়াছে। পদাবলীর 'লেখক শ্রীগণেশরাম শর্ম্মণঃ সাং কুতুলপুর' (বাঁকুড়া জেলা)। পদগুলি তিন শত বৎসরের পুরাণা পুথিতে ছিল। অতএব লিপিকর, লিপিকরের বাসস্থান এবং সময়, তিনটি বিষয়ই জানা গিয়াছে। এই পদাবলীতে দেখিতেছি, অভিনঅ হঅ অতিসঅ স্রবন হরস সসী জার জদি জাএ ইত্যাদি আছে। সংস্কৃত শব্দের বর্ণাশুদ্ধি দেখিয়া মনে হয় 'শর্ম্মা' হইলেও লিপিকর লেখাপড়া জানিতেন না। অতএব শূন্যপুরাণের বানানের সহিত এই পদাবলীর বানান তুলনা করিতে পারা যায়, এবং পুরাণখানিকে অন্ততঃ তিন শত বৎসরের পুরাণা বলিতে পারা যায়। নগেন্দ্রবাবুও পুথির বয়স অত মনে করিয়াছেন।

বর্ত্তমান শূন্যপুরাণের উত্তরসীমা এক রকম পাইলাম, পূর্ব্বসীমা কি? নগেন্দ্রবাবু রামাই পণ্ডিতকে প্রায় নয়শত বৎসরের পুরাতন বলিয়াছেন। ইহাতে আমাদের কোন বক্তব্য নাই। আমাদের সন্দেহ এই যে, তিনি যে রামাইর সময় দিয়াছেন, শূন্যপুরাণের গায়ক রামাইর কি বোধ হয় না সেই সময়? এই দুই রামাই এক প্রমাণ, (১) শূন্যপুরাণের সৃষ্টিপত্তনে লিখিত আছে, এক সময়ে রেখা রূপ বর্ণ চিহ্ন রবিশশী রাতিদিন জলস্থল পাহাড় পর্ব্বত স্থাবর জঙ্গম ঠাকুরের দেউল দেহারা পৈরাগের মাধব, ইত্যাদি কিছুই ছিল না। তখন 'দেবস্থল নহি ছিল ন ছিল জগন্নাথ।' দেবস্থল ছিল না, জগন্নাথ ছিলেন না। এই উক্তি হইতে বুঝিতেছি, বঙ্গদেশে জগন্নাথদেব প্রসিদ্ধ হইবার পর 'সৃষ্টিপত্তন লেখা হইয়াছিল। কোন্ সময়ে জগন্নাথদেব বঙ্গদেশের লোকের নিকট খ্যাত হইয়াছিলেন? পুরাবিৎ নগেন্দ্রবাবু ইহার উত্তর দিতে পারেন। পুরীর বর্ত্তমান মন্দির খৃঃ ১২ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বেও জগন্নাথ দেব ছিলেন; কিন্তু বিশেষ প্রমাণ না পাইলে দেশ দেশান্তরে তাঁহার খ্যাতি ছিল বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। পুরীর মন্দিরের 'মাদলা পাঁজী' ঐ সময়ের পরের আছে, পূর্ব্বের নাই। ইহাতেও বোধ হয় বর্ত্তমান মন্দিরনির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথ দেবের খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। যাহা হউক, সন্দেহ দাঁড়াইতেছে এবং বোধ হইতেছে শূন্যপুরাণের যে টুকুও নয় শত বর্ষ পূর্ব্বের রামাই পণ্ডিতের রচিত নহে। বলা বাহুল্য, বেদব্যাস যে কালেই থাকুন তাঁহার নাম দিয়া আজিও পুরাণ রচিত হইতে পারে। (২) শূন্য-পুরাণ পড়িলে বেদব্যাসের কথা মনে পড়ে। বুড়া ব্যাস কখন ছিলেন, কে জানে। হয়ত তিনি দ্বাপরযুগে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় ছিলেন। যদি তাই হয়, সেই ব্যাস যখন পুরাণ লিখিতেছেন, তখন আপনাকে হরির এক প্রাচীন অবতার বলিয়া জানাইলে সন্দেহ জন্মে। (শ্রীমদ্‌ভাগবত দেখুন)। শূন্যপুরাণেও দেখিতেছি, পূর্ব্বকালে চারিজন, কোথাও দেখিতেছি, পাঁচজন পণ্ডিত ছিলেন। সত্যযুগে শ্বেতাই পণ্ডিত, ত্রেতাযুগে নীলাই পণ্ডিত, দ্বাপরযুগে

কংসাই পণ্ডিত, কলিযুগে রামাই পণ্ডিত, এবং আর এক পণ্ডিত ছিলেন তাঁহার নাম গোঁসাই পণ্ডিত। গোঁসাই পণ্ডিত কোন্ যুগে ছিলেন, তাহা লিখিত নাই।*

পরে দেখাইতেছি, শূন্যপুরাণ একখানি গ্রন্থ নহে, অন্ততঃ ছয়খানি পুথীর সংগ্রহ। বক্তব্যের সুবিধার নিমিত্ত 'সৃষ্টিপত্তন' ব্যতীত শূন্যপুরাণের অবশিষ্ট অংশকে ক খ গ ঘ ঙ চ এই ছয় পুথীতে বিভক্ত করিবার কল্পনা করিতেছি। মোটামোটি, ২৩ পৃষ্ঠা হইতে ৪২ পৃষ্ঠা ক-পুথী, ৪৩ হইতে ৮১ পৃঃ খ-পুথি, ৮১—৯৮ পৃঃ গ পুথি ৯৮—১১৯ পৃঃ ঘ-পুথি, ১১৯—১৩২ পৃঃ ঙ-পুথি, ১৩২—১৪২ পৃঃ (শেষ) চ পুথি। এই চ-পুথির সমস্তটা 'সোসাইটির' পুথিতে ছিল, আদর্শে ছিল না।

সকল পুথিতে গোঁসাই পণ্ডিতের উল্লেখ নাই, কএকখানিতে আছে। যথা,—

ক-পুথিতে (৪০ পৃঃ)

"উল্লুক মুক্ত কৈল পঞ্চম দুআর।"

এই ইঙ্গিত মাত্র আছে। ধর্ম্মমণ্ডপের চারি দ্বার শ্বেতনীলাদি চারি পণ্ডিত লইয়াছিলেন। এই হেতু গোঁসাই পণ্ডিতের নিমিত্ত এক নূতন দ্বার—শূন্য বা পঞ্চম দ্বার কল্পনা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার ঘটদাসী অভয়া, কোটাল উল্লুক এবং গতি অনেক ছিল।

খ-পুথিতে (৪৭ পৃঃ)

"পঞ্চম দুআরে কে পণ্ডিত গোঁসাই সে
আইল অনেক গতি লইএ বসি।

* শ্বেতাই, নীলাই ও কংসাই পণ্ডিত কাল্পনিক বোধ হয়। শূন্যপুরাণে পাই, সত্যযুগে শ্বেতাই পণ্ডিতের শ্বেতবর্ণ ঘোড়া শ্বেতবর্ণ জোড়া, শ্বেতবর্ণ পাদুকা ছিল। তিনি ধর্ম্মমণ্ডপের পশ্চিম দ্বারের পূজক। তাঁহার ঘটদাসী বসুআ (বসুধা), কোটাল চন্দ্র, গতি বা অনুচর শিষ্য চারি শ ছিল। ত্রেতাযুগে নীলাই পণ্ডিতের নীলবর্ণ ঘোড়া, নীলবর্ণ জোড়া, এবং নীলবর্ণ পাদুকা ছিল। তিনি ধর্ম্মমণ্ডপের দক্ষিণদ্বারের পূজক। তাঁহার ঘটদাসী চরিত্রা, কোটাল হনুমান, এবং গতি আটশ ছিল। দ্বাপরযুগে কংসাই (কাংস) পণ্ডিতের কাংসবর্ণ ঘোড়া, কাংসবর্ণ জোড়া, এবং কাংসবর্ণ পাদুকা ছিল। তিনি ধর্ম্মমণ্ডপের পূর্ব্বদ্বারের পূজক। তাঁহার ঘটদাসী গঙ্গা, কোটাল শৃগা, গতি বার শ ছিল। কলিযুগে রমাই পণ্ডিতের তাম্রবর্ণ ঘোড়া, তাম্রবর্ণ জোড়া, এবং তাম্রবর্ণ পাদুকা ছিল। তিনি ধর্ম্মমণ্ডপের উত্তর দ্বারের পূজক। তাঁহার ঘটদাসী দুর্গা, কোটাল গরুড়, গতি ষোল শ ছিল। গোঁসাই পণ্ডিত শূন্য বা পঞ্চম দ্বারের পূজক ছিলেন। তাঁহার ঘটদাসী অভয়া (অভয়া), কোটাল উল্লুক এবং 'অনেক' গতি ছিল।

শ্বেতাই নীলাই কংসাই এই তিন পণ্ডিতের নাম তাহে শ্বেত নীল কাংসবর্ণ (পীতবর্ণ?) বেশভূষা হইতে আসিয়াছিল। চারি যুগ, চারি বর্ণ। শ্বেত, নীল পীত রক্ত এই চারিবর্ণ সংস্কৃতে প্রসিদ্ধ। কিন্তু ক্রম অন্য প্রকার, শ্বেত রক্ত পীত নীল—চারি যুগের এই চারি বর্ণ হইবার কথা। যাহা হউক, দেখা যাইতেছে, কলিযুগে রামাই পণ্ডিত ছিলেন, এবং তাঁহার পরে গোঁসাই পণ্ডিত আসিয়াছিলেন।

উলূক কোটাল কোলে বত্তা আছে পাঠশালে
আমনি অভআ ঘটদাসী ॥"

এইরূপ আরও তিন স্থানে (৪৩, ৪৭, ৫৪ পৃঃ) আছে।

গ-পুথিতে (৬১ পৃঃ)

"পঞ্চম দুআরে গোঁসাঞি জার আছে অনেক গতি।"

এইরূপ আর দুই স্থানে (৬৬, ৭৫ পৃঃ) উল্লেখ আছে। অন্য পুথি গুলিতে গোঁসাই পণ্ডিতের উল্লেখ পাই না। এই গোঁসাই পণ্ডিত কে ছিলেন? নগেন্দ্রবাবুর মুখবন্ধে দেখিতেছি, ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে আছে,—

"তবে রঞ্জাবতী বলে করি নিবেদন।
পণ্ডিত গোঁসাই গ্রন্থে কহিল যেমন॥"

গোঁসাই পণ্ডিত যিনিই হউন, তিনি রামাই পণ্ডিত ছিলেন না। উভয়ে এক হইলে শূন্যপুরাণের উক্তি মিথ্যা হয়। হয়ত দুই পণ্ডিতেই ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। গোঁসাই নাম হইতে সন্দেহ হয়, তিনি হয়ত প্রথমে বৈষ্ণব গোস্বামী ছিলেন, হয়ত সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার নাম গোঁসাই না হইতে পারে। যাহাই হউক, গোঁসাই শব্দ হইতে চৈতন্যদেবের পরের লোক মনে হয় না কি?

আরও দেখা যাইতেছে, যে রামাই শূন্যপুরাণ রচিয়াছিলেন, ধর্ম্মমণ্ডলের দ্বার বিশেষের (উত্তর দ্বার বা গাজন দুআরের) পণ্ডিত হইবার তাঁহার সম্ভাবনা ছিল না। লেখক আপনাকে পৌরাণিক কল্পনা করিতে পারেন; কিন্তু তাহাতেই ধরা পড়েন, তিনি হয় পৌরাণিক নহেন, কিম্বা পুরাণের লেখক নহেন। কত কাল গেলে লোকে পৌরাণিক হইয়া পড়িতে পারেন? যদি নগেন্দ্রবাবুর ইতিহাসের রামাই খৃঃ ১১শ শতাব্দীর প্রথমে ছিলেন, তাহা হইলে শূন্যপুরাণ ঐ সময়ের অনেক (দুই শত বৎসর?) পরে রচিত। (৩) উপরে খ ও গ-পুথিতে পঞ্চম পণ্ডিত গোঁসাই পণ্ডিতের উল্লেখ পাইয়াছি। ক-পুথিতে ইঙ্গিতমাত্র আছে। এই পদটিকে পরে যোজিত মনে করিতে বাধা নাই। কিন্তু খ ও গ-পুথিতে সেরূপ মনে করিতে পারি না। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ দুই পুথির ভাষার শব্দ দেখিলে, খৃঃ ১৩শ শতাব্দীর পরে আসিতে হয়। সমুদয় শূন্যপুরাণের মধ্যে শেষের কবিতাটিতে (আমাদের গণনায় চ-পুথিতে) ধর্ম্মঠাকুর নিজেই 'যবনরূপী' হইয়াছেন। এখানে যাবনিক শব্দ আছে। অন্যত্র

খ-পুথিতে—

(৪৭ পৃঃ) দোকানি পাতিআ গেল হাট।
(৪৯ পৃঃ) (হিন্দুর ভূত নগরে সেঞ্জাঅ)।
কোমরেত তোপ দিল্ল পাএত ডাক্কা।

গ-পুথিতে—

(৭৮ পৃঃ)　চলিল তুরঙ্গপর মুনি বরাবর
কহিল দেবর ভারতী ॥

ঙ-পুথিতে—

(১০৫)　মাল ভাণ্ডার রইঘর।

(১২৩)　ধর্ম্মের বাজার মাঝে।

দোকানি, হিন্দু, কোমর, তোপ (?), বরাবর, মাল, বাজার—এই কএক শব্দ স্পষ্ট যাবনিক। তোপ শব্দটি তোক হইবার সম্ভাবনা। যাবনিক তোক—শৃঙ্খল।* কেহ কেহ তোপ শব্দে কামান বুঝিয়াছেন। কিন্তু কোমরে কামান (এবং পাএ বেড়ী) হইতে পারে না। যাহা হউক, বঙ্গের ইতিহাসে পাই, খৃঃ ১৩শ শতাব্দীর আরম্ভে বখ্‌তিয়ার খিলিজি রাঢ় অধিকার করিয়াছিল। এই সময়ের পূর্ব্বে অতগুলি যাবনিক শব্দ বাঙ্গালা ভাষার সহিত মিশিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল না। বরং কিছুকাল না গেলে কোমর শব্দের মতন শব্দ সেকালে প্রচলিত দেশী শব্দকে তাড়াইয়া দিতে পারিত না। শব্দগুলি এমন কবিতায় আছে যে, সে গুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। অতএব ছাপা শূন্যপুরাণের খ গ ঙ এবং চ পুথী খৃঃ ১৩শ শতাব্দীর পরে রচিত।

উপরের তিন পুরাণ হইতে শূন্যপুরাণের রচনাকালের পূর্ব্বসীমা খৃঃ ১৩শ শতাব্দী পাই।

৬। শূন্যপুরাণ সংহিতাগ্রন্থ।

শূন্যপুরাণের সমস্তটা প্রাচীন নহে, কিম্বা সমস্তটা একখানি গ্রন্থ নহে, গ্রন্থের বিষয় দেখিয়া বুঝিতেছি একখানি গ্রন্থ নহে। লিপিকর যেখানে যা পাইয়াছে, তাহাই প্রায় পরে পরে জুড়িয়া এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়াছে।

নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, 'শূন্যপুরাণের রচনা বহুস্থলেই পুনরুক্তি দোষ-দূষিত।' পুনরুক্তির দুই কারণ পাওয়া যায়। (এক) এখানি পদ্ধতি নহে, ধর্ম্মমঙ্গল গানের পুস্তক; (দুই) ভিন্ন ভিন্ন পুথী একত্র হইয়া বর্ত্তমান আকারে দাঁড়াইয়াছে। গানের পালার ধারাই এই যে, তাহাতে একই বিষয় লইয়া অনেক গান থাকে। প্রমাণ, 'বঙ্গবাসী ছাপাখানা' হইতে প্রচারিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডী। সেখানির সমস্তটা যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের রচিত নহে, পুনরুক্তিই তাহার প্রমাণ। গায়নেরা নিজে গান রচনা করিয়া পালা লম্বা করেন, কলাবত্তাও প্রকাশ করেন, এবং অন্যের রচিত ভাল গান পাইলে নিজের পুথীর মধ্যে পুরিয়া ফেলেন।

* মাণিকরামের ধর্ম্মমঙ্গলে—

"হাতে গলে দিল তোক পায় দিল বেড়ী।"

ভাড়ুকা শব্দটি খনার পুরাতন বচনে আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে 'দাড়ুকা সহিত ডুবি কাঁহা বহি গেল।' এই শব্দটি কি নৌকা বা ... শব্দের অপভ্রংশ? সংস্কৃত ... শব্দ এই অর্থে আছে কি?

ইহাতে কৃত্তিবাসী-রামায়ণের এত সংস্করণ হইয়াছে। সেদিন কোন কথকঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ধ্রুবোপাখ্যান কথকতা করিতে বসিয়া উত্তানপাদ রাজাকে দিয়া সুনীতি রাণীকে বনবাস পাঠাইলেন। তখন ধ্রুবের জন্ম হয় নাই। কথকঠাকুর আগাগোড়া করুণরস চলিবার লোভ সামলাইতে পারেন নাই।

এখন শূন্যপুরাণের বিষয় দেখি। প্রথমে সৃষ্টিপত্তন। এই অংশ একবার বই দুইবার নাই। এই সৃষ্টিবৃত্তান্ত কৌতুকাবহ, কিন্তু উপস্থিত প্রসঙ্গে আবশ্যক নাই। শেষ কথা, ধর্ম্মঠাকুর ব্রহ্মাকে সৃষ্টি, বিষ্ণুকে পালন এবং ত্রিলোচনকে সংহার করিতে আজ্ঞা করিলেন। আদ্যাশক্তি যোনিরূপা হইয়া সর্ব্বজীবে থাকিবেন। এইরূপে,

'চারিজনাত ছিস্টির ভার দিলা পরাৎপর।'

এবং 'সৃষ্টিপত্তন সমাপ্ত।'

ইহার পরে ক-পুথী আরম্ভ। এই হেতু প্রথমে 'শ্রীশ্রীধর্ম্মায় নমঃ' দেখিতেছি। সৃষ্টি-পত্তনের গোড়ায় একবার 'শ্রীশ্রীধর্ম্মায় নমঃ' পাইয়াছি। এখানে আবার পাইতেছি। ইহাতে বোধ হয় সৃষ্টিপত্তন এবং পরের অংশ দুই পৃথক্ পুথী।

নমস্ক্রিয়ার পর পুথী আরম্ভ। প্রথমে ধর্ম্মঠাকুরের স্নান। এই নিমিত্ত ঘটদাসী কোটাল ও গতি লইয়া চারিদিকের চারি পণ্ডিত আসিলেন। তাঁহারা ঠাকুরকে স্নান করাইয়া সিংহাসনে বসাইলেন। এখন তিলক নিমিত্ত ঠাকুরের ষোল শ আমিনী (ধর্ম্ম কামিনী) চন্দন ঘষিলেন। পূজার নিমিত্ত পুষ্পচয়ন হইল। ঘটদাসীরা গঙ্গাজল দিয়া পুষ্প প্রক্ষালন করিয়া হার গাঁথিলেন। 'আগে গণেশের পূজা দিয়া ফুল জল। তবে সে পূজিব প্রভু ভকত বৎসল॥" ঠাকুরের পূজা হইল। দানপতি রাজা হরিচন্দ্র তাঁহার মদনানাম্নী পাটরাণী ও একশত অপর রাণী এবং বহু কুটুম্ব বান্ধব, বাদ্যভাণ্ড লইয়া ঠাকুরপূজা দিতে আসিলেন। রাণীর পুত্রের আকাঙ্ক্ষা। মণ্ডপের চারিদ্বার উন্মোচিত হইল, রাজারাণী চারি দ্বারে প্রণাম করিলেন। রাজা-রাণী আসিয়াছেন, ঘটা হইয়াছে। যত দেবতা স্ব স্ব বাহনে পূজা দেখিতে আসিলেন। (কবি রাজার ধর্ম্মঠাকুরের ঘরদেখা একবার পয়ারে বলিয়া আবার ত্রিপদী ধরিয়াছেন। গান বলিয়া দুইবার? ত্রিপদীট প্রক্ষিপ্ত?)। ধর্ম্মের পণ্ডিত রাজা-রাণীকে ঠাকুর দেখাইতে লাগিলেন। বলিলেন, এই দেখ কূর্ম্মরাজকে (ধর্ম্মঠাকুরকে) নাগরাজ বেষ্টন করিয়াছেন; এই দেখ ধর্ম্মের ষোলশ গতি। এই দেখ, পশ্চিমে শ্বেতপণ্ডিত, চন্দ্র কোটাল, বসুয়া ঘটদাসী, চারি শ গতি। এই দেখ দক্ষিণে, ইত্যাদি। রাজা-রাণীর আগমনে বেসাতিরা হাট বসাইয়াছে। তাহারাও দেখিবে, আবার দ্বার মোচন হইল। ঠাকুর দেখা হইল, কবি বলিতেছেন, 'দুয়ার মুকুত হইল বরত হৈল সায়।' কিন্তু আরও দুইটি কাজ আছে। (বোধ হয়) সকল যাত্রীকে শান্তিবারির তুল্য গুড়চূর্ণ (চনাপাবন) দেওয়া হইল, এবং ধর্ম্মঠাকুরের ব্রতকথা শুনান হইল।

আমাদের অনুমানে এইখানে ক পুথী সমাপ্ত। কারণ পূজার আর কিছু অবশিষ্ট রহিল

না। যাঁহারা গ্রামে ঠাকুর-মণ্ডপে কখনও পূজা দিতে গিয়াছেন, তাঁহারা দেখিবেন উপরি লিখিত বিবরণ পূজা দিবার অবিকল অভিনয়। এইভাবে দেখিলে ক খ গ ইত্যাদি পুথী-গুলিকে পূজার পদ্ধতি বলা যাইতে পারে। কিন্তু পূজার পদ্ধতির মধ্যে যমপুরাণ, ধান্যের চাষ প্রভৃতি কাহিনী কথা কিছুতেই আনিতে পারা যায় না। মোট কথা, প্রত্যেক পুথীতেই ঠাকুরের স্নান-পূজা, হরিচন্দ্র রাজা ও রাণী কিম্বা অপর যাত্রীর পূজা দেওয়া, কোথাও মহুই (ঠাকুরের ভোগ,) ইত্যাদি আছে। কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে, তাহা সকল পুথীতে ঠিক এক নহে। কবিতা, কবিতার পরিমাণও এক নয়। অতএব বোধ হয় কোন্ একখানা প্রাচীন পুথী ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন লেখক গান রচনা করিয়াছিলেন।

৭। শূন্যপুরাণের রচনাস্থান।

ভাষা বিচার করিবার সময় দেখা যাইবে শূন্যপুরাণে যেমন নানা-সময়ের রচনা আছে, তেমনই একাধিক স্থানের রচনাও আছে। কারকের বিভক্তিতে ও ক্রিয়াপদে শূন্যপুরাণের ভাষার সহিত ওড়িয়া ভাষার সাদৃশ্য আছে, উত্তর-পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার সহিতও আছে। তথাপি অধিকাংশ রাঢ়ে মধ্যরাঢ়ে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। নগেন্দ্রবাবু অনুমান করিয়াছেন, মধ্যরাঢ়ের দ্বারকেশ্বর নদীতীরে রামাই পণ্ডিতের আশ্রম ছিল। এখানকার গ্রাম্য শব্দের সহিত শূন্যপুরাণের শব্দের মিল আছে। এই হেতু স্থূলতঃ রাঢ়ের ভাষা বলিতেছি।

চ-পুথীতে নিরঞ্জনের রুষ্মা নামক কবিতায় মালদহের নাম করিয়া ধর্ম্মঠাকুরের ভক্তদিগের প্রতি যবনের অত্যাচার বর্ণিত হইয়াছে। সে অংশটা মালদহের লোকের রচনা হওয়া সম্ভব। ঐ পুথিতে ১৩৩ পৃষ্ঠায়—

'তালের কাণ্ডারি গুআর বাখারি
চিত্র কৈল নানা ভাতি।'

গ পুথীতে অনুরূপ শ্লোক, (৫৮ পৃষ্ঠে)

'তালের কাঁড়ি লাগে গুআর বাখারি
ছিটনি তলির উপর।'

'আদি ভূপতি' (হরিচন্দ্র রাজা) ধর্ম্মের ঘর নির্ম্মাণ করাইবেন। চিত্রগড়ের কামিলা—কর্ম্মকার-বনাত্তর—আসিয়া ঘর নির্ম্মাণ করিল। এই ঘরের কাণ পাথরের, থাম ফটিকের, মেঝা কাঞ্চনের হইল, কিন্তু গ-পুথীতে ময়ুরপুচ্ছের, খ পুথীতে সোনার খড়ের ছাউনি হইল *। তা হউক, 'বাঅতি পাথর', 'হাতী মাড়মর পাথর,' 'রেজতী পাথর', কিম্বা অন্য কোনও পাথর মধ্য রাঢ়ে পাওয়া যায় না। এ নিমিত্ত উত্তর রাঢ়ে কিম্বা উত্তরবঙ্গে যাইতে হইবে। মধ্যরাঢ়ে তালের কাঁড়ী সুলভ, কিন্তু গুয়া আছে দুর্লভ। গুয়া গাছের বাখারী কোথায় হয়? এনিমিত্ত যশোর বরিশাল ফরিদপুর শ্রীহট্ট রঙ্গপুর প্রভৃতি দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে যাইতে হইবে।

---

* পাকা ছাত হইল না কেন? গ পুথীতে ঘর নির্ম্মাণে পরে পরে দুইবার বলা হইয়াছে।

এমনও হইতে পারে, রাঢ়ের কবি ঐ স্থানে গিয়া গুয়ার বাখারী দেখিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু অন্যান্য শব্দে এই অনুমানে বাধা দিতেছে। খ পুথীতে (৪৭ পৃঃ) 'মুনার খেড় মন্দির হইল।' নগেন্দ্রবাবু খেড় অর্থে খড় বুঝিয়াছেন। ইহাই ঠিক বোধ হয়। রাঢ়ে খেড় শব্দ নাই, পূর্ব্বকালেও ছিল না বলিতে পারা যায়, সকলেই বলে খড়। শূন্যপুরাণের অন্যত্র (৫৩ পৃঃ) 'জম দাঁতে কর এ খড়।' এই খেড় শব্দের নিমিত্ত রাঢ় ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হইবে। ধর্ম্মের ঘর পুখুর আড়ার উপরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাঢ়ে পুকুরের অভাব নাই, বরং বাহুল্য আছে, এবং জলের সুবিধার নিমিত্ত পুকুর পাড়ে ধর্ম্ম ঠাকুরের মণ্ডপও দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, পুকুরের জন্যে দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গ ছাড়িয়া আসিতে হইতেছে। দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গে ধর্ম্ম-ঠাকুর অদ্যাপি অজ্ঞাত আছেন। মোটের উপর, উত্তর রাঢ় এবং উত্তরবঙ্গে গেলে উপরের সকল বাধা মিটিয়া যায়।

শূন্যপুরাণে কোন কোন শব্দের স্বরের বিপ্রকর্ষ দেখা যায়। রাঢ়ে আদি শব্দ আইদ, আজি আইজ রাতি রাইত উচ্চারিত হয়। কিন্তু মূল শব্দে স্বরবর্ণ না থাকিলে বিপ্রকর্ষ-প্রাপ্ত হয় না, শব্দের মধ্যে স্বর আগমও হয় না।* শূন্যপুরাণে পাই, ভাইসিতে (ভাসিতে), আইট (আট, অষ্ট), কাইঠ (কাঠ), জয়না (জনা), ইত্যাদি। হয়ত পূর্ব্বকালে রাঢ়ের গ্রাম্য লোকে শব্দগুলি ঐরূপ উচ্চারণ করিত, হয়ত কোন কোন অংশ উত্তরের ঘুরিয়া আসিয়াছিল। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে ধর্ম্মপূজা অজ্ঞাত বটে, উত্তরবঙ্গে নহে।

৮। শূন্যপুরাণের মূল্য।

ধর্ম্মপূজা সম্বন্ধে আমি কখন আলোচনা করি নাই। শূন্যপুরাণের মূল্য সম্বন্ধে নীচের কথাগুলি ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ নিমিত্ত লিখিতেছি।

সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গলে (সাঃ পঃ পঃ, ১৩০৪ সাল) লাউসেন রঞ্জাবতী ইত্যাদি নাই, আছে শূন্যপুরাণের অংশবিশেষ। যথা,—

"উর উর ধর্ম্মরাজ সিদ্ধকর মোর কাজ
দানপতি আছে মুখ চেয়ে।
হরিচন্দ্র মহারাজা আনন্দে করিল পূজা
নিজপুত্র দিয়া বলিদান।
মদনা তাঁহার রাণী চোখে না পড়িল পানী
আত্মপূজা দিল সাবধান॥"

ইত্যাদি। এই ধর্ম্মমঙ্গলে পাই, আদি রাজা হরিচন্দ্র প্রথমে ধর্ম্মবিদ্বেষী ছিলেন। ধর্ম্মনিন্দা করাতে তিনি অপুত্রক হইয়াছিলেন। নানা ক্লেশ পাইয়া এমন কি বনে প্রাণ হারাইয়া এবং পরে ধর্ম্মের কৃপায় প্রাণলাভ এবং লুইচন্দ্র নামক পুত্রলাভ করেন।•

---

* মদনা, বন্দনা, শিখা প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের মধ্যে স্বর আগম হইয়াছে। কিন্তু ওসকল শব্দ [illegible]

শূন্যপুরাণেও হরিচন্দ্র রাজার ধর্ম্মপূজা এবং তাঁহার মদনা রাণীর কথা পাই। পুত্র-লাভেচ্ছায় হরিচন্দ্র ধর্ম্মের নূতন মণ্ডপ করাইয়া সমারোহের সহিত পূজা দিয়াছিলেন।

সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় (১৩১৫ সালের ২য় সংখ্যা) ময়নামতীর গান পড়িয়া মনে হয়, এই ময়নামতী এবং শূন্যপুরাণের ও সহদেব চক্রবর্ত্তীর মদনা রাণী এক। মদনা হইতে ময়না শব্দ আসিয়াছে, (তুলনা কর, ময়না পাখী, ময়না কাঁটার গাছ)। মদনাবতী মদনা যুবতী নামে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। ময়নামতীও অপুত্রক ছিলেন, এবং রাজা মাণিকচাঁদের দেহত্যাগের পর এক পুত্র লাভ করেন। এই পুত্রের নাম গোপীচন্দ্র। হরিচন্দ্র রাজার দুই কন্যার সহিত গোপীচন্দ্রের বিবাহ হয়। অতএব ময়নামতীর গানে হরিচন্দ্র ময়নামতীর বেহাই, শূন্যপুরাণে মদনার স্বামী।

ময়নামতীর গান নামক প্রবন্ধকার রঙ্গপুরের বৃদ্ধ জুগী বা যোগীদের মুখে শুনিয়া গানের বিষয় এবং অনেক পদ লিখিয়াছেন।* এই গানের নায়ক নায়িকা উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতি ছিলেন। লেখক মহাশয় রঙ্গপুরে তাঁহাদের কীর্ত্তি-চিহ্ন পাইয়াছেন।

আমার বোধ হয়, ময়নামতীর গানের উপাখ্যান রূপান্তরিত হইয়া রাঢ়ের শূন্যপুরাণে এবং সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গলে দেখা দিয়াছে। এই অনুমান ঠিক হইলে মাণিকচাঁদ গোপীচাঁদ প্রভৃতির রাজত্বের বহুপরে শূন্যপুরাণ লিখিত হইয়াছিল।

আরও বোধ হয়, বঙ্গদেশের দুই প্রাচীন রাজা ধর্ম্মসেবক হইয়া ধর্ম্মপূজা প্রচার করিয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গের মাণিকচন্দ্র কিম্বা হরিচন্দ্র ধর্ম্মপূজার আদ্য ভূপতি, এবং দক্ষিণ রাঢ়ের কর্ণসেন লাউসেন পরবর্ত্তী অন্য রাজা। এই দুই রাজাকে নায়ক করিয়া ধর্ম্মমঙ্গলের উৎপত্তি। ময়নামতীর গানে, শূন্যপুরাণে, সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গলে প্রথম রাজাকে, এবং মাণিক গাঙ্গুলীর ও ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে দ্বিতীয় রাজাকে পাই। এই দুই ভাগে সমুদয় ধর্ম্মমঙ্গল ভাগ করিতে পারা যায় কি না, তাহা ধর্ম্মমঙ্গলপাঠকের বিবেচ্য রহিল। আশ্চর্য্যের কথা, লাউসেনের রাজধানী ময়নাগড় নামে, উত্তর বঙ্গের ময়না এবং হরিচন্দ্র কিম্বা মাণিকচন্দ্রের মদনা বা ময়না নাম পাইতেছি।

ময়নামতীর গান সংগ্রাহক রঙ্গপুরের যোগীর নিকট গান শুনিয়াছেন। আমার বোধ হয়, দক্ষিণ রাঢ়ে যোগী জাতির নিকট অনুসন্ধান করিলে গোবিন্দচন্দ্রের গীত, এমন কি সমস্ত পালার পুথী মিলিবে। এই যোগী জাতি গোরক্ষনাথের শিষ্য। ইহাদের নিকট গোরক্ষনাথ মহাদেবের নাম। ওড়িশ্যাতেও গোরক্ষনাথের শিষ্য যোগী জাতি আছে, এবং ইহারাও

* লেখক মহাশয় এই পদগুলিতে প্রাচীন বানান দিয়াছেন। প্রাচীন বানান হেতু পদগুলি প্রাচীন বলিয়া ভ্রম হয়। শোনা কথার শব্দের উচ্চারণ অনুসারে শব্দের বানান যুক্তিসিদ্ধ বটে, কিন্তু সে নিমিত্ত সকল স্থলে সেকালের বানান আবশ্যক হয় না। যাহা হউক, এই গান যে মুসলমান রাজত্বের বহু পরে রচিত, তাহা মুলুক, দেওয়ান, চাকরি, খাজনা, দরবার, মোকাম, বরাবর, দরিয়া, গোলাম, বাজার, কোমর, রাইত, দোকান, বন্দী, মহল ইত্যাদি শব্দের ভূরিপ্রয়োগ হইতে সিদ্ধ হইতেছে।

গোরক্ষনাথ ও মহাদেব অভিন্ন ভাবিয়া থাকে। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ইহাদের জীবিকা। ভিক্ষা করিবার সময় ইহারা নানা গীতের মধ্যে গোবিন্দচন্দ্রের গীতও গায়। ইহাদের ঘরে তালপাতার পুথীতে গোবিন্দচন্দ্রের সম্পূর্ণ গীত লিখিত আছে।" ভিক্ষা করিবার সময় যোগীরা ঐ গীতের কিয়দংশ গায়। এমন প্রাঞ্জল ভাষায় করুণরসপূর্ণ স্বাভাবিক কবিত্ব অল্পই পাওয়া যায়।* পাঠকের কৌতূহল মিটাইবার অভিপ্রায়ে ঐ গীতের বিষয় পরে লেখা যাইবে। দেখা যাইবে, বঙ্গদেশে মাণিকচন্দ্র নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পাটরাণীর নাম মুক্তাদেবী। ইনি প্রথমে অপুত্রক ছিলেন। পরে গোবিন্দচন্দ্র নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। কিন্তু পুত্রের আয়ু আঠার বৎসর মাত্র জানিয়া রাণী গোবিন্দচন্দ্রকে হাড়ীপা নামক এক হাড়ীর নিকট দীক্ষিত করান। গোবিন্দ চন্দ্র যোগী হইয়া পরে অমর হন। তিনি আর গৃহবাসী হন নাই। যোগী হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার অনেক (১৮ গণ্ডা) বিবাহ হইয়াছিল। তন্মধ্যে রোদনা ও পোদনা, কেহ বলে রোদমা ও পোদমা, দুই রাণী প্রধানা ছিলেন। এই গীতে মুক্তাদেবীর মাতার নাম মইনা দেবী। রোদনা ও পোদনা কাহার কন্যা, তাহা ভাল বোঝা যায় না। কোন গানে তাঁহারা হরিচন্দ্র রাজার কন্যা ছিলেন। যাহা হউক, দেখা যাইতেছে গানে ও উপাখ্যানে মাণিকচন্দ্র ও হরিচন্দ্রের মহিষীর নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে।

দক্ষিণ রাঢ়ের গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মের গাজন, শিবের গাজন, শীতলার গাজন ইত্যাদি গ্রামের দেবদেবীর গাজন হইয়া থাকে। শিবের গাজন চৈত্রমাসের শেষ দিন অর্থাৎ নববৎসরারম্ভে হইয়া থাকে। গ্রামের সাধারণের যে শিব তাঁহার গাজন হয়, গৃহস্থের প্রতিষ্ঠিত শিবের হয় না। এই গাজনে ব্রাহ্মণ ও উচ্চ জাতি ভিন্ন অন্য জাতির লোকে দিন কএকের তরে সন্ন্যাসী হয়, গলায় উত্তরীয় (যজ্ঞোপবীত) পরে এবং শুদ্ধাচারে থাকে। এই গাজনের একটা বিশেষ অঙ্গ গম্ভারীবৃক্ষচ্ছেদন,—চলিত কথায় গামারকাটা। গাজনের পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যার সময় সন্ন্যাসীরা বাদ্যভাণ্ড লইয়া গামার গাছ প্রায়ই গাছের একটা ডাল, কাটে। গাজনের দিন সন্ধ্যার সময় পূর্ব্বকালে সন্ন্যাসীরা জিহ্বাপৃষ্ঠ ফুঁড়িত, অগ্নিকুণ্ডের উপরে, লোহার শলাময় কাঠের পাটার উপরে উঁচা মাচা হইতে লাফাইয়া পড়িত, উঁচা কাঠের মাথায় চড়ক গাছে শূন্যে ঘুরিতে থাকিত, ইত্যাদি। কবিকঙ্কণ চণ্ডী —'চৈত্রমাসে শিব পূজে নানা উপহারে। ঢাক ঢোল বাদ্য বাজে শিবের মন্দিরে॥ জিহ্বা কোড়ে জিহ্বা কাটে করয়ে চড়ক।' ইত্যাদিতে রঞ্জাবতী ও লাউসেনের দারুণ তপস্যা মনে পড়ে। মনে হয়, শিবের গাজন ধর্ম্মঠাকুরের গাজনের রূপান্তর, এবং শিব ও ধর্ম্মঠাকুর অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে শিবের গাজনের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ একত্র করিলে উহার মূলে ধর্ম্মের পূজা পাওয়া যাইতে পারে।

---

* গোবিন্দচন্দ্র-রাজার গীত সংক্ষিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু সেটুকু গোবিন্দচন্দ্রের গীতের আসল অংশ।

গাজন শব্দ সং গর্জ্জন হইতে উৎপন্ন বোধ হয়। পাপী বিশেষতঃ ধর্ম্মবিদ্বেষীকে ঠাকুরের গর্জ্জন—তর্জ্জন বা ভৎর্সন। লোকে সন্ন্যাসী হইয়া দারুণ কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া ঠাকুরের প্রসাদ ভিক্ষা করে। ঠাকুরের মাথায় ফুল চাপান হয়। সে ফুল খসিয়া পড়িলে সন্ন্যাসীরা বুঝিতে পারে ঠাকুর প্রসন্ন হইয়াছেন। না পড়িলে আরাধনা ও কাতরোক্তির অন্ত থাকে না। আশ্চর্য্যের কথা, পূর্ব্ববঙ্গে গাজন শব্দ নাই, ওড়িশায়ও গাজন শব্দ নাই, কিন্তু শবর বউরী তাঁতী ধোবা অতি নিম্নশ্রেণীর মধ্যে গাজনের অনুরূপ ব্যাপার আছে। চৈত্রসংক্রান্তির দিন অর্থাৎ বৈশাখ মাসের প্রথম দিন ঐ সকল জাতির 'ঝামযাত' হয়। ঝাম সং ধামন্—তেজ, কিম্বা ধ্মাত—দগ্ধ শব্দ হইতে আসিয়া থাকিবে। ঝামযাত—ঝাম-যাত্রা অর্থাৎ অগ্নিযাত্রা বলা যাইতে পারে। এই যাত্রায় অগ্নির উপরে ভক্তেরা দোল খায়, অগ্নির প্রণালীর উপর চলিয়া যায়। লৌহময় পট্টে ঝম্প দেয়—এই হেতু ভক্তের নাম 'পাটুআ'। উচা বাঁশে শূন্যে ভ্রমণ করে। এই বাঁশের নাম চরখি (সং চক্র হইতে)। বস্তুতঃ পশ্চিম-বঙ্গে গাজনে যেমন কৃচ্ছ্র-ব্যাপার আছে বা ছিল, ওড়িশাতেও তেমন আছে বা ছিল। 'পাটুআ' কোথাও মহাদেবের, প্রায়ই চণ্ডিকার ভক্ত। অতএব উত্তরবঙ্গ হইতে ওড়িশার দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত ধর্ম্মের গাজন প্রচলিত আছে। ওড়িশায় ধর্ম্মঠাকুর আছেন বলিয়া অনেকে জানেন না। কিন্তু বাউরী জাতি যে প্রচ্ছন্ন ধর্ম্মঠাকুরের উপাসক তাহা নগেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন এবং লেখকেরও বিশ্বাস হইয়াছে। বাউরী ভিন্ন অন্য এক জাতি বাঁকি নামক স্থানে অদ্যাপি বৌদ্ধ আছে। তাহাদের বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থও আছে।*

সং উপাধ্যায় শব্দ হইতে ওঝা উপাধি। কিন্তু ভূতের রোজাও উপাধ্যায় ছিলেন বোধ হয় না। বৌদ্ধ শব্দও স্বচ্ছন্দে পঝা—ওজা—রোজা হইতে পারে। রোজার অনেক মন্ত্রে 'হাড়ীঝী চণ্ডীর আজ্ঞা' আছে। ময়নামতীর গানে পাই, 'হাড়িসিদ্ধা' নামে তন্ত্রসিদ্ধ এক হাড়ী বঙ্গদেশে ছিল। সে হাড়ীর কোন ডাকিনী ঝী ছিল। তিনি ডাইনী ময়নামতী নহেন ত? ময়নামতীর প্রতি চণ্ডীর কৃপা ছিল এবং ময়নামতীর পুত্র গোপীচন্দ্রের কুলদেবী চণ্ডী ছিলেন। এ কথা ময়নামতীর গানে পাইতেছি। লাউসেনের এক স্ত্রীও চণ্ডীর ভক্ত ছিলেন।

৯। শূন্যপুরাণের ভাষা।

শূন্যপুরাণে নানা সময়ের এবং বোধ হয় নানা স্থানের লোকের ভাষা মিশিয়া গিয়াছে। তথাপি শূন্যপুরাণখানি পড়িলে বাঙ্গালাভাষার ক্রমবিবর্ত্তনের একটা স্থূল আভাস পাওয়া যায়।

কোন কোন শব্দ বুঝা যাইতেছে না। হয়ত পুথিতে লেখা অস্পষ্ট ও অশুদ্ধ ছিল।

* গত 'সেন্‌সসে'র সময় আমার এক বন্ধু এই জাতির বৌদ্ধধর্ম্ম আবিষ্কার করেন। সে সময়ে জাতির নাম ধাম ও গ্রন্থের নাম টুকিয়া রাখি নাই। বোধ হইতেছে, সে জাতি তাঁতী।

কোন কোন শব্দে ছাপার দোষ ঘটিয়া থাকিবে। প্রাচীন পুথি ছাপান দুরূহ। ছাপিবার সময় আধুনিক মুদ্রাকর শব্দের আধুনিক রূপ দিয়া ফেলেন। সাধারণ পাঠকের নিকট প্রাচীন পুথির আদর আশা করা যাইতে পারে না। যাঁহারা আদর করিবেন, তাঁহারা পুথির প্রাচীন রূপ দেখিতে চান। এই কারণে শব্দের বানান পরিবর্ত্তন, বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন, আধুনিক কমা সেমিকোলন ইত্যাদি যোগে বিরাম কিংবা শব্দের মাথায় কমা বসাইয়া লুপ্তবর্ণ প্রদর্শন ইত্যাদি যুক্তিসঙ্গত নয়। পাঠকের অর্থবোধ সাহায্যে সম্পাদক পৃষ্ঠপাদে নিজের মত দিতে পারেন। পদবিভাগের সময়েও সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। শূন্যপুরাণে (৪২ পৃঃ) এক ভণিতায় ছাপা হইয়াছে,—

"শ্রীধর্ম্মচরণে পণ্ডিত রামে গাএ।
কন সদাশিব ভজ সুত নিরঞ্জনর পাএ॥"

এই ভণিতাটি প্রথম পড়িবার সময় মনে হইয়াছিল, সদাশিব পণ্ডিতরামকে নিরঞ্জন ভজিতে বলিতেছেন। কিন্তু বহু স্থানে আছে, 'কলুস নাসিব ভজ নিরঞ্জনর পাএ।' অতএব 'কন সদাশিব' বাস্তবিক কলুস নাসিব। এখানে পাঠ শুদ্ধ করিয়া পৃষ্ঠপাদে দিলে ভাল হইত।

নগেন্দ্রবাবু ভাষার বিশেষত্ব বলিয়াছেন। এই বিশেষত্ব সর্ব্বনামপদে, কারক ও ক্রিয়াপদের বিভক্তিতে এবং কোন কোন শব্দের রূপে দেখিতে পাই। ওড়িয়াভাষার সহিত ইহাদের এত সাদৃশ্য আছে যে হঠাৎ মনে হয় পুথিখানি কোন ওড়িয়া গায়নের হাতে পড়িয়া রূপান্তরিত হইয়াছিল। ২৮ পৃষ্ঠে—

"এমন্ত ধর্ম্মর বরত ন করিব হেলা।
সংসার তরিবাত জদি যাইব্ব হেন ভেলা॥"

এই দুইটি পদ ওড়িয়া বোধ হইবে। এমন্ত শব্দ পুথির আর কোথাও নাই। ন করিব হেলা—ওড়িয়া রীতি।

সর্ব্বনাম।

আহ্মি, আমি—আমি।
আহ্মার, মোর, মোহর—আমার।
মুরা—আমরা।
আহ্মারে, মোকে—আমাকে।
তুহ্মি—তুমি।
তুহ্মার, তুমার—তোমার।
তুমাকে—তোমাকে।
কাহায়ে—কাহাকে।

কারক।

কর্ম্মকারকে ক। যথা,—
পিতাক—পিতাকে।
জাক—যাকে।
অধিকরণে ত, ঞ, এ। যথা,—
হাথত—হাথেতে, হাতে।
দেহেত—দেহেতে, দেহে।
মালঞ্চএ—মালঞ্চে।
সম্বন্ধে র। যথা,—

জলর—জলের।

ঠাকুরর—ঠাকুরের

ক্রিয়াপদ।

প্রথম পুরুষে—

জাঅ—যায়।

হএ—হয়।

কহে—কহে, কহেন।

বৈসে, বৈসএ—বসে।

কহেন্ত—কহেন।

করিলেন্ত—করিলেন।

রহিলাঞ—রহিলেন।

তুলিলেঙ—তুলিলেন।

রচিল—রচিলেন।

আইলেক—আইল, আসিল।

হইলেক—হইলেন।

হইলাক—হইল।

বোলিবাক—বোলিবে, বলিবে।

মধ্যমপুরুষে—

সুনু—শুনুন, শোন।

দেহ—দিন।

রাখহ—রাখুন।

কর—কর।

দেহ—দেও।

করিব—করিবে। (এইরূপ সর্ব্বত্র)

বলিব, বলিবা—বলিবেন।

উত্তম পুরুষে—

জানি—জানি।

কহিনু—কহিনু, কহিলাম।

আইলাঞ—আইলাম, আসিলাম।

নারিলাঞ—নারিলাম।

করিবু—করিব।

করিব—করিব।

অনন্তরার্থে—

করি—করিয়া।

পেএ—পেয়ে, পাইয়া।

গিএ—গিয়ে, গিয়া।

হইআ—হইয়া।

ডাকিআ—ডাকিয়া।

করিঞা—করিয়া।

রাখিঞা—রাখিয়া।

নিমিত্তার্থে—

আনিবারে—আ[illegible]তে।

পুজিবাক—[illegible]জতে।

করি[illegible]—করিতে।

নানা রূপ দেখিয়া মনে হয়,
দেখা যায়, বানানে বিভক্তি ও প্রত্যয়ে পদের ঐক্য না[illegible] করিয়াছে। ক খ গ ইত্যাদি এক
পুথিখানি নানা স্থানের এবং নানা সময়ের লোকের [illegible] করের কলমের গুণও থাকিতে পারে।
এক পুথিতেও একপ্রকার নয়। অশিক্ষিত গ্রা[illegible] ছে কি না, দেখা যাউক। চট্টগ্রামের প্রায়
উল্লিখিত বিশেষত্ব আর কোথাও পাওয়া[illegible]তে আহ্মরা, তোহ্মরা, তুহ্মি পাই। (বোধ হয়
দুই শত বৎসরের পুরাণা 'সূর্য্যের [illegible] পুরাণা) অদ্ভুতাচার্য্যের 'রামায়ণে' (সাঃ পঃ পঃ
উত্তরবঙ্গের প্রায় তিন শত ব[illegible] এবং কর্ম্মকারকে ক, অধিকরণে ত পাই। (বোধ হয়
১৩১৩ সাল) করিলেন্ত, ক[illegible]ৎসরের পুরাণা) 'পদ্মাপুরাণে' (সাঃ পঃ পঃ ১৩১৩ সাল)
পূর্ব্বোত্তরবঙ্গের প্রায় [illegible]ক্তি, অধিকরণে ত পাই। 'মহারাষ্ট্রপুরাণে' (সাঃ পঃ পঃ ১৩১৩ সাল)
বোলন্তি, এবং কর্ম্ম[illegible] পাই। প্রায় উত্তররাঢ়ের তিন শত বৎসরের পুরাণা 'চৈতন্য-
বসিআ, হাসি[illegible]

চরিতামৃতে' মুঞি মুই মো, হঞা, পাঞা, হইলাঙ, দিমু করিমু ইত্যাদি পাই। কবিকঙ্কণচণ্ডী মধ্যরাঢ়ের তিন শত বৎসরের প্রাচীন কবির লেখা। যে যে চণ্ডী ছাপা হইয়াছে, তাহাতে শূন্যপুরাণের বিশেষত্বগুলির কিছুই পাই না। তুমাকে, কুথা, ইত্যাদি শব্দের আদ্যের ওকারকে উকার উচ্চারণ করা, এবং পাইঞা, খাঞা ইত্যাদিতে শেষের স্বর অনুনাসিক করা উত্তররাঢ়ের, এখন কি বাঁকুড়াজেলার ভাষার লক্ষণ বলিতে পারা যায়। শূন্যপুরাণের প্রায় সর্ব্বত্র কর্ম্মকারকে ক, অধিকরণে এ, সম্বন্ধে র, এবং ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় ব আছে। অদ্যাপি বগুড়া রঙ্গপুর দিনাজপুরে কর্ম্মকারকে ক, অধিকরণে ত আছে। শূন্যপুরাণে এক স্থানে হাম (আমি) আছে, বহু স্থানে তুমার, এথি (এই স্থানে), সেথি (সেই স্থানে) আছে। দিনাজপুর বগুড়ায় হামি, দিনাজপুরে তুমার, বগুড়া রঙ্গপুরে সেটি সেটে আছে। পূর্ব্বে শব্দের স্বরের বিপ্রকর্ষ উল্লেখ করা গিয়াছে। তাহাও দক্ষিণরাঢ়ে পাই না।*

গ্রন্থান্তরে দেখা যাইবে, রাঢ়ের ভাষা দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই কারণে শূন্যপুরাণের বিশেষত্বগুলি অত্যন্ত নূতন বোধ হয়। কোন ধারার শুধু আদি ও অন্ত দেখিলে ক্রম-বিবর্ত্তন বুঝিতে পারা যায় না। মাঝের পদগুলি বসাইতে ধারার একত্বে সন্দেহ থাকে না।†

এখন শূন্যপুরাণের শব্দ দেখিবার কথা। কিন্তু পাঠকের ধৈর্য্য অসীম বোধ হয় না। সুতরাং শব্দের নীরস তালিকা উপস্থিত করিতে সাহসী হইলাম না।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

---

* রংপুরের জুগীদের মুখেশুনা যে ম... ...তীর গানের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাতেও অধিকরণ কারকে ত, কর্ম্ম ও সম্বন্ধ-কারকে ক পাইতেছি। যথা,—

"তোমাকে মারিবে মএনা ... পাও দিআ।"

(পেটে বা পেটেতে পা দিয়া তোমাকে ময়না মারিবে)

"অবিবারক দিনা ভাণ্ডের অধোগতি, ...

(রবিবারের দিনে) ... ভূমিখণ্ড (?)

"কাম কোদ্দ নাই বেটাক ভাদাই ধানের কুড়া ...

(বেটার কামক্রোধ নাই, যেন ভাদই (ভাদ্রমাসের) ধানের কুড়া (?)।

† আমার লিখিত বাঙ্গালাব্যাকরণে শব্দের বিভক্তি ও প্রত্যয়ের আলোচনায় ...পুরাণের বিশেষত্বগুলির বিচার করা যাইবে। এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

"শূন্যপুরাণ" সম্বন্ধে মন্তব্য

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় শূন্যপুরাণের আলোচনা করিয়া কএকটী নূতন তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছি। তাঁহার বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপর কোনরূপ মতপ্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তিনি প্রবন্ধ মধ্যে আমার মত জানিবার জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমার যাহা বক্তব্য আছে, তাহা অতি সংক্ষেপে জানাইতেছি।

প্রথমেই তিনি লিখিয়াছেন "শূন্যপুরাণখানির রচনাকাল সম্বন্ধে নগেন্দ্রবাবু বহু ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, কিন্তু অনুমান দৃঢ় করিতে পারেন নাই।" (২০৩ পৃঃ) যোগেশবাবুর এই অভিযোগটী সমীচীন মনে করি না। আমি শূন্যপুরাণের মুখবন্ধে ২।/০ ও ২৷৷/০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের সময় ও গ্রন্থকারের বাসস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। যোগেশবাবুও পরে শূন্যপুরাণের রচনাস্থান প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "নগেন্দ্রবাবু অনুমান করিয়াছেন, মধ্যরাঢ়ের দ্বারকেশ্বর নদীতীরে রামাই পণ্ডিতের আশ্রম ছিল। এখানকার গ্রাম্য শব্দের সহিত শূন্য-পুরাণের শব্দের মিল আছে। এই হেতু স্থূলতঃ রাঢ়ের ভাষা বলিতেছি।" (২১৩ পৃঃ) সুতরাং শ্রদ্ধাস্পদ যোগেশবাবু এরূপ দুই প্রকার মত প্রকাশ করিলেন কেন? তিনি লিখিয়াছেন, 'শূন্য-পুরাণ শ্বেতনীলাদি পাঁচ প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপণ্ডিতের অন্যতম রামাই পণ্ডিতের লেখা নহে। উহা পুরাণ হইতে পারে, পদ্ধতি হইতে পারে না। উহা খৃঃ একাদশ শতাব্দীর পরে রচিত।" (২০৪ পৃঃ) উত্তরে আমার বক্তব্য—যখন ধর্ম্মপণ্ডিতগণ আবহমানকাল এই গ্রন্থখানিকেই ধর্ম্মপূজাপ্রব-র্ত্তক রামাইপণ্ডিতের রচনা বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন, যখন ঘনরাম প্রভৃতি ধর্ম্মমঙ্গলের কবিগণ রামাই পণ্ডিতকেই ধর্ম্মপূজার পদ্ধতিকার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, আলোচ্য শূন্যপুরাণে যখন পূজা-পদ্ধতির অভাব নাই, এবং এখানিকে পদ্ধতি বলিয়া ধর্ম্মপণ্ডিতগণ আজও গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, তখন কি করিয়া বলিব যে এখানি ধর্ম্মপূজাপ্রবর্ত্তক রামাই পণ্ডিত-রচিত পদ্ধতি নহে? যোগেশবাবু বোধ হয় অবগত আছেন যে, এদেশে নন্দিকেশ্বরপুরাণ ও কালিকাপুরাণ অনুসারে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। অথচ উভয়ের পদ্ধতি স্বতন্ত্র। সেইরূপ রামাই পণ্ডিত শূন্যপুরাণে যে ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে শূন্যপুরাণীয় ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি বলিয়া গণ্য করিতে পারি। যোগেশবাবু পরে আবার লিখিয়াছেন—"পূজা পদ্ধতি বাঙ্গালা ভাষায় হইলেও তাহাতে সংস্কৃত পদ থাকিবার আশা করা যায়। আলোচ্য গ্রন্থের দুই স্থানে পদ্ধতির লক্ষণ আছে। ৮৫ পৃষ্ঠে তীর্থ আবাহনে সংস্কৃত মন্ত্র আছে। এই-টুক পদ্ধতি।" (২০৬ পৃঃ)

যোগেশবাবুর বিশ্বাস, সংস্কৃত মন্ত্র না থাকিলে বুঝি পদ্ধতি হয় না। কিন্তু তিনি যদি গাজনের পদ্ধতি আদ্যোপান্ত আলোচনা করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে গাজনের

সময় সন্ন্যাসীরা প্রকৃত পূজা ব্যতীত নানা হাবভাবে যে নর্ত্তন কীর্ত্তন করিয়া থাকে, তাহাদের উক্তিও পদ্ধতি বা পূজার রীতি বলিয়া গণ্য। সুহৃদ্‌বর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ১৩১৪ সালের সাহিত্যপরিষৎপত্রিকায় "গ্রাম্যদেবতা" প্রবন্ধে ঐরূপ পদ্ধতির আভাস দিয়াছেন, সুতরাং গান ও কথা আছে বলিয়া শূন্যপুরাণের ২য় অংশ জলপাবন হইতে ৪৮শ তাম্রধারণ পর্য্যন্ত অংশকে কেন আমরা পদ্ধতি বলিয়া ধরিব না ? রাঢ়ে জামালপুরে এখনও মহাসমারোহে ধর্ম্মের গাজন হইয়া থাকে। তৎকালে উক্ত সমুদায় অংশটাই ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি বলিয়াই গৃহীত হইয়া থাকে। তাই আমিও শূন্যপুরাণের মুখবন্ধে লিখিয়াছি "শূন্যপুরাণ সঙ্গীত গ্রন্থ বলিয়া গণ্য ছিল না, বরং ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি গ্রন্থ বলিয়াই গণ্য ছিল। তবে পরবর্ত্তীকালে এই পুরাণমধ্যে অপর কোন কোন বিষয় সংযোজিত করিয়া সঙ্গীতের উপযোগী করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের আলোচ্য এই শূন্যপুরাণ মধ্যে দুই এক স্থলে রাগরাগিণী দেখিলেই তাহা মনে হইবে। কিন্তু ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এখানি তাঁহাদের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া সমাদৃত হইলেও কখনও সঙ্গীতগ্রন্থ বলিয়া গণ্য হয় নাই।"

আলোচ্য শূন্যপুরাণকে যোগেশবাবু খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর পরবর্ত্তী বলিতেছেন, ইহার কারণ এই যে ইহাতে জগন্নাথদেবের নাম আছে। তাঁহার মত "পুরীর বর্ত্তমান মন্দির খৃঃ ১২শ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বেও জগন্নাথদেব ছিলেন, কিন্তু বিশেষ প্রমাণ না পাইলে দেশ দেশান্তরে তাঁহার খ্যাতি ছিল বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।" (২০৮ পৃঃ) পুরীর মন্দির খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দের প্রথমে নির্ম্মিত হইলেও জগন্নাথদেবের নাম তাহার বহু পূর্ব্বেই যে বঙ্গদেশে পঁহুছিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মপুরাণে জগন্নাথের প্রসঙ্গ আছে। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে রাজা বল্লালসেন তাঁহার দানসাগর গ্রন্থের বহুস্থানে উক্ত ব্রাহ্ম-পুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এরূপ স্থলে ব্রাহ্মপুরাণ যে তাঁহার বহুপূর্ব্বে রচিত হইয়া-ছিল এবং এই মহাপুরাণ খানি বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

যোগেশবাবু "গোঁসাই" শব্দ দেখিয়া ভাবিয়াছেন যে শূন্যপুরাণের যে যে অংশে ঐ শব্দটী আছে, তাহা মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী। কিন্তু যদি তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডী-দাস ও বিদ্যাপতির পদ, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও গুণরাজ খাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয় পাঠ করিতেন, তাহা হইলে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। আমিও স্পষ্টভাবে বলিয়াছি যে এই সুপ্রাচীন গ্রন্থের উপর অনেক হাত পড়িয়াছে। অতি প্রাচীন—ভাষা পরবর্ত্তীকালে ক্রমেই অপ্রচলিত ও দুর্ব্বোধ্য হইতে থাকে, সেই সময় তাহার টীকা টিপ্পনী বা সময়োপযোগী করিয়া লইবার চেষ্টা হয়, এই কারণে শূন্যপুরাণের সংস্কৃত অংশের উপর হাত না পড়িলেও বাঙ্গালা ভাষার উপর বিলক্ষণ হাত পড়িয়াছিল। তাহাতে প্রাচীন ভাষা অনেকটা আধুনিক ভাব ধারণ করিলেও মূল বিষয়টা নষ্ট হয় নাই। যাঁহারা মহাযান বৌদ্ধদিগের আদিগ্রন্থ-গুলি দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন: যে একই কথা শত শত বার উক্ত হইয়াছে। এই দোষ শূন্যপুরাণের সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়, ইহাও প্রাচীনতার একটা অঙ্গ।

• মাননীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় রমাইপণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল পাইয়াছেন, এ গ্রন্থখানি বেশী-দিনের প্রাচীন নহে, দুই কি আড়াই শত বর্ষের মধ্যে রচিত হইয়াছে। মাননীয় মিত্র মহাশয় শূন্যপুরাণ ও রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, উভয় গ্রন্থের ভাষার আকাশ পাতাল প্রভেদ। এখানে বলিয়া রাখি যে, শূন্যপুরাণ-রচয়িতার নাম রামাই পণ্ডিত এবং ধর্ম্মমঙ্গল-রচয়িতার নাম রমাই পণ্ডিত। রামাই ও রমাই কখন এক ব্যক্তি নহেন।

শূন্যপুরাণে যে পাঁচ জন পণ্ডিতের উল্লেখ আছে,-তাহাও রূপক বলিয়া আমার বিশ্বাস। শ্বেত, নীল, কাংস্য ও তাম্রবর্ণ রামাই, এ ছাড়া যে শূন্যস্থ গোঁসাইপণ্ডিতের উল্লেখ আছে, এই পাঁচটীকে মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপাস্য পাঁচ জন বোধিসত্বের আভাস বলিয়াই মনে করি। যে কোন আধুনিক বৌদ্ধচৈত্যে পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ, পঞ্চবোধিসত্ব ও তাঁহাদের বাহনের চিত্র দেখা যায়। বর্ত্তমান নেপালী বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, প্রথম আদিবুদ্ধ বা স্বয়ম্ভু, তাঁহারই জ্যোতিঃ হইতে বৈরোচন, অক্ষোভ্য, [illegible]সম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘ-সিদ্ধি এই পঞ্চ ধ্যানী-বুদ্ধ এবং এই পঞ্চ ধ্যানী-বুদ্ধ ও তাঁহাদের স্ব স্ব শক্তি হইতে পঞ্চধ্যানী বোধিসত্বের আবির্ভাব। পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ ও পঞ্চ বোধিসত্বের রূপ যথাক্রমে শ্বেত, নীল, পীত, লোহিত ও হরিৎ। এক্ষণে (কলিযুগে) ৪র্থ বোধিসত্ব পদ্মপাণির অধিকার চলিতেছে। তিব্বতের দলইলামা যেমন পদ্মপাণি বোধিসত্বের অবতার বলিয়া পরিচিত, সম্ভবতঃ রামাই পণ্ডিতও সেইরূপ আপনাকে পদ্মপাণি বোধিসত্ব মনে করিতেন। এই জন্যই বোধ হয় তিনি পদ্মপাণির ন্যায় লোহিত বা তাম্রবর্ণ চিহ্নধারণ করিতেন। বৌদ্ধ চৈত্যের চারিদিকে চারিজন দণ্ডায়মান বোধিসত্ব এবং তাঁহাদের শক্তি বা (ঘটদাসী) এবং প্রধান অনুচর বা (কোটাল) দৃষ্ট হয়। রাজা হরিচন্দ্র তাহাই দর্শন করিয়াছিলেন। রামাই পণ্ডিত আপনার ন্যায় তাঁহাদেরও সাক্ষাৎ আবির্ভাব কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। শূন্যপুরাণে পঞ্চম বা শূন্যস্থ গোঁসাই পণ্ডিতের যে উল্লেখ আছে, তিনিই বৈরোচন নামক বুদ্ধ বা নিরঞ্জন ধর্ম্ম, শূন্যপুরাণের সৃষ্টিপত্তনে ও সকল ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থে তাঁহার প্রধান পারিষদ উলুক ও তাঁহার আদিশক্তি অভয়ার উল্লেখ আছে। বোধিসত্বরূপী বিভিন্ন পণ্ডিতপ্রসঙ্গ হইতে মনে হয় যে, পূর্ব্বকালে পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের ও তাঁহাদের পুত্ররূপী পঞ্চ বোধিসত্বের উপাসক উপাসিকা বিভিন্ন দল ছিল, সেই সকল উপাসক ও উপাসিকারা গতি ও আমিনী আখ্যায় পরিচিত ছিল। যোগেশ বাবু মনে করিয়াছেন যে, রামাই পণ্ডিত অন্যের নিকট শুনিয়া আপনার গ্রন্থরচনা করিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহা নহে। পণ্ডিতের আদিকথা হইতে জানা যায় যে,

"স্থিতি হয়ে বসিলেন পিতার ভবনে।
শিক্ষা করে নানা শাস্ত্র শুনি বিদ্যমানে॥"

সুতরাং রামাই পণ্ডিত যে ভারতী কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পিতার স্বরূপ ধর্ম্ম-নিরঞ্জনের নিকট শুনিয়া, অপর কাহারও নিকট হইতে নহে। ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভ

যেমন বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির জনকস্বরূপ, এখানেও ধর্ম্মনিরঞ্জন সেইরূপ রামাই পণ্ডিতের জনকস্বরূপ হইতেছেন।

আলোচ্য শূন্যপুরাণে হাজার বর্ষের প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষা হইতে আধুনিক বাঙ্গালা ভাষা পর্য্যন্ত প্রবেশলাভ করিয়াছে, তাহার কারণ পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। ঐ সকল শব্দসংগ্রহের জন্য রাঢ়দেশ ছাড়িয়া সুদূর বরিশাল বা পূর্ব্ববঙ্গে যাইবার আবশ্যক দেখি না। এখন যে শব্দ রাঢ়ে প্রচলিত নাই, পূর্ব্বে তাহা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। কবিকঙ্কণচণ্ডী ধৃত অনেক রাঢ়ীয় গ্রাম্য শব্দ দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। পরবর্ত্তী কালে যাবনিক শব্দ গৃহীত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু যোগেশবাবু যে গুলিকে যাবনিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই হিন্দী শব্দ। ঐ শব্দগুলি কোন্ সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবিষ্ট হয়, তাহা স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনার বিষয়। আমার বোধ হয়, যোগেশ বাবুও কতকগুলি শব্দের ঠিক অর্থ করিতে পারেন নাই। উদাহরণ "সুনার খেড় মন্দির"। (২১৪ পৃঃ) এখানে 'খেড়' শব্দের তিনিও 'খড়' অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু 'সোণার খড়ের মন্দির' হইল এ যেন 'সোণার পাথরবাটীর' মত। বাস্তবিক এখানে 'খেড়' শব্দের অর্থ 'খেল' অর্থাৎ কেলিমন্দির। উৎকলবাসী যোগেশ বাবু একটু সামান্য চেষ্টা করিলেই প্রাচীন উৎকল-সাহিত্যে 'খেড়' শব্দের ভূরিপ্রয়োগ ও তাহার 'খেল' বা 'কেলি' অর্থ বাহির করিতে পারিবেন।

যাহা হউক শূন্যপুরাণ খানি আমরা বর্ত্তমানে যে আকারে পাই না কেন, ইহার মধ্যে প্রায় সহস্র বর্ষের প্রাচীন বাঙ্গালার নিদর্শন, বৌদ্ধযুগের বিকৃত সদ্ধর্ম্মের বিস্ময়জনক স্মৃতি এবং ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি রহিয়াছে। এই গ্রন্থখানি নানা দিক্ দিয়া আলোচনা ও বিচার করিবার সময় আসিয়াছে।

পত্রিকা-সম্পাদক।

আয়ুর্ব্বেদের অস্থিবিদ্যা

মীমাংসা সমালোচনা

শ্রদ্ধেয় বন্ধু কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরমোহনধর মজুমদার কাব্যতীর্থরচিত প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। যেরূপ গুণগ্রাম থাকিলে এইরূপ গভীর বিষয়ের সমালোচনা বা মীমাংসা সম্ভব হয়, এইরূপ গুণগ্রাম উক্ত মজুমদার মহাশয়ের বেশ আছে জানিয়াই আমি প্রবন্ধটী বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি। বিশেষতঃ এখন তিনি দয়ানন্দ এংগ্লোভেদিক্ বিদ্যালয়ের আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপক। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদের অস্থিবিদ্যার মীমাংসা-সূত্রে তাঁহার নিকট হইতে কিছু নূতন তত্ত্ব জানিতে পারিব আশা ছিল। কিন্তু প্রবন্ধ পাঠে বুঝিতে পারিলাম বস্তুতঃ ইহা তিনি নিতান্ত অনুরোধে ঠেকিয়াই লিখিয়াছেন। এই কার্য্য অনুরোধে হয় না। অনুরোধে লিখিত বিবাহের অভিনন্দনপত্রে যেরূপ বর্ষা ঋতুতে বসন্তের বর্ণনা থাকে; অনুরোধে ঠেকিয়া গায়ককে যেরূপ মধ্যন্দিনে বেহাগ গাইতে হয়, শ্রদ্ধেয় বন্ধু কাব্যতীর্থ মহাশয়ও বোধ হয় সেইরূপ নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। নতুবা প্রবন্ধ এইরূপ হইত না।

ঋষি-বাক্যে আমার অনাস্থা নাই। পরন্তু চরক ও সুশ্রুত যে আর্ষ-গ্রন্থ নহে এবং বহু আর্ষগ্রন্থ যে লিপিকার প্রমাদ বশতঃ অনার্ষ হইয়াছে, তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। চরক ও সুশ্রুতের অনার্ষত্ব সম্বন্ধে "বোধ হয়" "সম্ভবতঃ" বলিয়া নিজের মন্তব্য প্রকাশ করা অপেক্ষা ঋষিতুল্য সম্মানভাজন বাগ্‌ভটের উক্তিই বলিতেছি—

"ঋষিপ্রণীতে প্রীতিশ্চেন্মুক্ত্বা চরকসুশ্রুতৌ।
ভেলাদ্যাঃ কিং ন পঠ্যন্তে তস্মাদ্ গ্রাহ্যং সুভাষিতম্॥"

টীকা।—'নমু কিমস্মাকমুপকারকত্বাদিদ্বারেণ ঋষিপ্রণীতমেব তন্ত্রমনুরাগবশাদধ্যেমিত্যাশঙ্ক্যাহ,—ঋষিপ্রণীত ইতি। যদি ঋষিপ্রণীতে প্রীতিস্তত্শ্চরকসুশ্রুতাখ্যৌ হিত্বা ভেড়-জাতুকর্ণাদিমুনিপ্রণীতানি কিমিতি ন পঠ্যন্তে সর্ব্বৈরেব বৈদ্যবৃন্দেন। অপিতু সুভাষিতপ্রিয়ত্বাচ্চরকসুশ্রুতৌ বাহুল্যেন যথা পঠ্যেতে ন তথা ভেড়াদয়ঃ। তস্মাৎস্থিতমেতৎ সুভাষিতং গ্রাহ্যম্। নতু মুনিপ্রণীতমেব তন্ত্রম্। অতশ্চরকসুশ্রুতবদ্ অনার্ষমপীদং গুণবত্ত্বান্মতিমদ্ভি-গ্রাহ্যমেব।'

(কবিরাজ শ্রীবিজয়রত্নসেনকবিরঞ্জনসম্পাদিত সটীকবাগ্‌ভট উত্তরস্থান ৪০ অধ্যায় ৫৩ শ্লোক।)

বোধ হয় ইহার ভাষান্তর আবশ্যক হইবে না। যাঁহারা বর্ত্তমান চরক ও সুশ্রুতকে "আর্ষ" ভাবিয়া সমালোচনার অতীত মনে করেন, আমি তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়াই বলিয়াছিলাম "তবে ঋষিবাক্য ঠিক রাখিতেই হইবে মনে করিয়া যাঁহারা বৃথা জল্পনা বা তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, আমি তাঁহাদিগকে দূর হইতে নমস্কার করিতেছি।" হইতে পারে ইহা রাজস।

পরন্তু ইহা সত্ত্বচ্ছন্ন তমঃ নহে। অসমর্থের ত্যাগ বা ক্ষমা সত্ত্বগুণের পরিচয় নহে। শোকাতুরের বৈরাগ্য শ্মশানস্থিতিকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী; ইহাও মোহজ, সত্ত্বজ নহে।

আমার প্রবন্ধের মীমাংসাচ্ছলে বন্ধু যে অবান্তর কথার অবতারণা করিয়াছেন তাহার আলোচনা আবশ্যক। মীমাংসক মহাশয় ডল্বণ বাক্য অনুসারে 'চেষ্টাবান্' অর্থ 'চল' করিতে অভিলাষী। এখানে আমি যদি জিজ্ঞাসা করি এই চল ক্রিয়াটী কি? করে কে? এই প্রশ্নের উত্তরে মীমাসক মহাশয়কে স্বীকার করিতে হইবে, চলক্রিয়া গতির নামান্তর এবং কর্ত্তৃবাচ্যে অ প্রত্যয় করিয়া যখন চল পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, তখন ইহার কর্ত্তাও সন্ধি। এতাবতা নত ও উন্নত ক্রিয়া ও চল ধাতুর অর্থে বিরোধ থাকিতেছে না। সুতরাং মীমাংসককথিত সংযোগ বিভাগ প্রভৃতি কথার অবসরই নাই। বিশেষতঃ মীমাংসককথিত "যে স্থলে সন্ধিগুলি স্থানচ্যুত হয় অর্থাৎ এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়ায়, সেই সন্ধিকেই চল বলা যায়" এই কথার সহিত তাঁহার 'চেষ্টাবান্' শব্দের অর্থ নির্ব্বাচনের তর্ক মিলাইলে পাঠক, কোন পথে যাইবেন বলিতে পারি না।

বন্ধুবর কাব্যতীর্থ মহাশয় কশেরুকা-সন্ধিকে অচল শ্রেণীর অন্তর্গত করিবার জন্য যে অযথা চেষ্টা করিয়াছেন তাহা নিতান্ত বালোচিত। টীকাকারের মতকে সুশ্রুতের মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা কেন? যাঁহারা সুশ্রুতে কৃতশ্রম তাঁহারা জানেন টীকাকারগণের সময়ই সুশ্রুতের অনেক পাঠান্তর ঘটিয়াছিল। সুতরাং কোনটা ঠিক তাহা টীকাকারগণ নিজেরাই স্থির করিতে পারেন নাই। এরূপ স্থলে টীকাকারের মত কোন কালেই সুশ্রুতের মত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। যদিই বা গ্রাহ্য হয়, তাহাও আমার মতের অনুকূল। গ্রীবাস্থি ও পৃষ্ঠবংশের অস্থিগত গঠন ও কার্য্য প্রায় তুল্য। সুতরাং গ্রীবাস্থি চল হইলে পৃষ্ঠবংশকে চল না বলিবার হেতু কি? অস্থি ও সন্ধির গঠন এবং কার্য্য বিচার করিলে কশেরুকা সন্ধিসমূহকে চলাচল বলাই উচিত। আধুনিক বিজ্ঞানমতেও তাহাই (Amphearthrosis বা mixed joints)।

প্রতর শব্দে ভেলক বুঝায় ইহা ডল্বনের মতে সত্য। কিন্তু ভেলক অর্থে নৌকা বুঝাইবে ইহা কে বলিল? ভেলা ও নৌকা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তাহা বালকেও জানে। তৎপর তিনি যে প্রত্যক্ষ করাইতে চাহিয়াছেন, তাহার মূল্য বুঝিতেও বাকী নাই। সৌভাগ্যক্রমে লাহোরে যখন তিনি এ কথার অবতারণা করেন, তখন আমি তাহাকে কশেরুকাস্থির সম্মুখ ও পশ্চাৎ নির্দ্দেশ করিতে বলি। ফলে তিনি কশেরুকার উচ্চ অংশকে (Process of vertibra) সম্মুখস্থ অর্থাৎ উদরের দিকের অংশ বলেন এবং ঐ উচ্চ অংশ কি ভাবে থাকে তাহাও ঠিক নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। বন্ধুবর প্রত্যক্ষকে যত সোজা মনে করেন, ইহা তত সোজা নহে। ইহার মতে উচ্চ অংশটী নৌকার একটী গলই এবং গোল অংশটী নৌকার মধ্যদেশ। "আকাঠা নায়ের তিনটা গলই" এরূপ প্রবাদ পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত আছে। কিন্তু একটী গলই-ওয়ালা নৌকার কথা জানি না। প্রতর শব্দের অর্থনির্ব্বাচনে আমি ডল্বনের বিরুদ্ধে যাই নাই বলিয়াই বিশ্বাস। ভেলা যেরূপ জলে ভাসে সেই একখানা অস্থির উপর আর একখানা অস্থি

বিস্তৃতভাবে থাকিয়া বেশ খেলিয়া থাকে। আমি প্রতর শব্দে ইহাই বুঝিয়াছি। এখন পাঠক বিচার করিবেন।

কোষ্ঠ শব্দ বিচার করিতে যাইয়া মীমাংসক বন্ধু অনেক কথা বলিয়াছেন। আমি কেন কোষ্ঠ শব্দের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা যদি ইনি বুঝিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে এত বাজে কথা শুনিতে হইত না। যে অস্থিসন্ধিসমূহের উল্লেখ কোষ্ঠগত সন্ধির সহিত করা উচিত ছিল, সেই ফুস্‌ফুস্ নিবদ্ধ অস্থিসন্ধির গণনা উত্তমাঙ্গের সন্ধির সহিত করা হইল কেন? বিশেষতঃ সুশ্রুতে এই অস্থিগুলির বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়াই হয় নাই। এরূপ স্থলে ইহাকে ভুল-পাঠ বলা যায় না কি? মীমাংসক মহাশয় আমার যে কোষ্ঠসমূহ শব্দটী ভ্রম বলিয়াছেন, তাহা আমি স্বীকার করিতেছি। এখানে কোষ্ঠই হইবে। তবে যদি তিনি আমার পরবর্ত্তী পাঠ "সুতরাং কোষ্ঠ শব্দে হৃদয় হইতে অপান বায়ুর স্থান পর্য্যন্ত সমুদায় অংশটীকে বুঝাইতেছে" এই টুকুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, তাহা হইলে তিনি আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতেন এবং উদারতার পরিচয়ও পাইতাম। তথাপি আমি এই ভ্রম স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

আমি যে সাতটী প্রশ্ন করিয়া এক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছি তাহার উত্তর মীমাংসক মহাশয় করিয়াছেন। আমার আপত্তির হেতু নির্ব্বাচনে কবিরাজ মহাশয় মহাভ্রম করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদের উপর অনাস্থা বা অভক্তি উৎপাদন এই আপত্তির হেতু নহে। আয়ুর্ব্বেদের সম্যক্ আলোচনাই ইহার উদ্দেশ্য। পরন্তু মীমাংসক মহাশয়ের উত্তরের ফলে আয়ুর্ব্বেদের প্রতি ভক্তি অপেক্ষা অভক্তির উদয় হওয়াই সম্ভাবনা।

মীমাংসক মহাশয় আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে যে কয়েকটী পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা কি সুশ্রুতের? অথবা অন্য গ্রন্থের? সুশ্রুতের এরূপ পাঠান্তর কোথা পাইলেন তাহা লিখিয়া দিলে বাধিত হইতাম। অন্য গ্রন্থের হইলে তাহা কি সুশ্রুতবৎ প্রাচীন কোনও গ্রন্থ অথবা ভাবপ্রকাশ প্রভৃতির ন্যায় অর্ব্বাচীন গ্রন্থই তাঁহার অবলম্বন। মীমাংসক মহাশয় পাঠের স্থিরত্ব সম্বন্ধেই সন্দিগ্ধ। অথচ একটা উত্তর করিতে হইবে। ইহা কেবল "পাঠ লাগান" বই অন্য কিছু কি? এইরূপ প্রবৃত্তি লইয়া মীমাংসকের উচ্চ আসন গ্রহণ করা উচিত হয় নাই।

মীমাংসক মহাশয় বলিতেছেন, "এই কণ্ঠ-নাড়ীকে হৃদয়ক্লোমনিবদ্ধ বলিবার অভিপ্রায় এই যে এই নাড়ীর সহিত হৃদয়-ক্লোম, নেত্র যকৃৎ প্রভৃতির নাড়ীর সহিত সম্বন্ধ আছে। অতঃপর তাহা দেখান হইবে। এই একটী নাড়ীই বক্ষঃপ্রদেশে ধাবিত হইয়া বহু অংশে বিভক্ত হইয়াছে।" অঙ্গবিনিশ্চয় বিদ্যার পরাকাষ্ঠা বটে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিয়াছেন তাহা আমার আপত্তির অনুকূল নহে।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে মীমাংসক'ও সন্দিগ্ধ। তবে তিনি যদি বচনগুলির প্রামাণিকতা সাধারণের গোচর করিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত।

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের স্থায়।

পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে মীমাংসক মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহার বিচার ভার পাঠকের উপরই দিতেছি। ইহার কোন্ কথাটা যে প্রতিবাদ তাহা বুঝিতে পারি না। তবে ইনি বলিয়াছেন, "কেহ কেহ বলেন যে, সন্ধি দুই শত দশ থাকা মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই সন্ধি আরও অধিক হইবে।" ইহার প্রামাণিকত্ব কোথা? লিখিলে ভাল হইত না কি?

ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তরেও মীমাংসক পাঠান্তর দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাহার প্রমাণ নাই। অপিচ নাগার্জ্জুন প্রভৃতি বলিয়াছেন বলিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহার কোনও প্রমাণ দেওয়া হয় নাই কেন? কোন্ গ্রন্থে কোন্ অধ্যায়ে এরূপ প্রমাণ আছে। উত্তর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের মত।

সপ্তম প্রশ্নের উত্তরে হৃদয় অর্থে বক্ষঃপ্রদেশ করিয়াছেন। এই বক্ষঃপ্রদেশ বলিতে কি বুঝিতে পারি? কণ্ঠ নাড়ীর সহিত বক্ষঃপ্রদেশের সম্বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার সহিত যাহার প্রধান সম্বন্ধ সেই ফুসফুসের উল্লেখ নাই কেন? ক্লোম পিপাসাস্থানও তিন। এ পুরাতন কথা। বস্তুতঃ এটা কি, তাহা মীমাংসক মহাশয় দেখাইতে দিতে পারেন কি? শ্রীযুক্ত কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্তের মতে ক্লোম অর্থ ফুসফুসের দক্ষিণ অংশ। মীমাংসক মহাশয় তাহাই বলিবেন কি?

অস্থিসন্ধির স্থান নির্দ্দেশে টীকাকার 'ব্যাকুব" নাও হইতে পারেন। কিন্তু লিপিকার বা মুদ্রাকরের "ব্যাকুবি" ত চিরপ্রসিদ্ধ। সে কথা যাউক, পরন্তু মীমাংসক মহাশয় সুশ্রুতের যে স্থানটিকে উদাহরণ স্বরূপ মনে করিতেছেন, বস্তুতঃ তাহা উদাহরণ কি না নিঃসন্দেহে বলা যায় না। মোট সন্ধি সংখ্যা ২১০ তন্মধ্যে ১৬৯ টীকে উদাহরণ স্বরূপ প্রকাশ করিলে বাকী ৪১টী মাত্র থাকে। উদাহরণের এইরূপ রীতি কি? যেখানে উদাহৃত বস্তু বহু, সেখানে সামান্য মাত্র কয়েকটীর নাম বলিয়া প্রভৃতি বা ইত্যাদি দ্বারা বাক্য সমাপ্তি করা হয়। উদাহরণের এই নিয়ম। সুশ্রুতে আমরা বাক্যের উদাহরণ বিস্তর পাওয়া যাইবে। কেবল মাত্র সূত্রস্থানের নবম অধ্যায় পাঠ করিলে পাঠক এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

কিরূপে মূলগ্রন্থের অর্থলোপ করিতে হয়, তাহার উদাহরণ, মীমাংসক মহাশয় সুন্দরভাবে দিয়াছেন। মীমাংসক মহাশয় সুশ্রুতের "তেষামঙ্গুলিমণিবন্ধগুলফ" ইত্যাদি সংস্কৃত অংশ উদ্ধার করিয়া পরে "ইহার অর্থ এই যে অঙ্গুলী, মণিবন্ধ, গুলফ, জানু এবং কূর্পর প্রভৃতি কোর সন্ধির উদাহরণ স্থানীয়।" এবং "এইরূপ কক্ষা, বঙ্ক্ষণ, দন্ত প্রভৃতি উদূখল-সন্ধির উদাহরণ স্থানীয়।" ইত্যাদি বলিয়াছেন। প্রভৃতি শব্দটা মীমাংসকের নিজস্ব। মূলে প্রভৃতি শব্দ থাকিলে সব গোল চুকিয়া যাইত। বৈদ্যকশাস্ত্রানভিজ্ঞ পাঠকগণের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া নিজের মত স্থাপনের আয়াস। "শতংবদ" স্থলে এরূপ ধূলি নিক্ষেপের ব্যবস্থা সুন্দর হইতে পারে। কিন্তু "লিখ" স্থলটা বড় শক্ত। এই জন্যই না "শতং বদ মা লিখ"। পক্ষান্তরে

মীমাংসক মহাশয়ের ব্যাখ্যা যদি স্বীকার করিয়াই লওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি কি বলিতে দিবেন যে কোর সন্ধি ও উদূখল সন্ধি আর কোথা আছে ?

মীমাংসক মহাশয় আমার উপর একটী অযথা দোষারোপ করিয়াছেন। আমি কোথাও সুশ্রুতের ভুল ধরি নাই। আমার জ্ঞান অল্প। সুতরাং এরূপ আলোচনায় সন্দেহের অবকাশ যেখানে যাহা হইয়াছে তাহা বলিয়াছি। এরূপ আলোচনায় মীমাংসক মহাশয় সন্দিগ্ধ স্থলে তাঁহার নিজের "মনগড়া" ব্যাখ্যাকেই যদি শিষ্ট সম্মত মনে করেন এবং ইহাই যদি শাস্ত্রালোচনার সাধুপথ মনে করেন তবে আমি নাচার।

আর একটী "ঘরগড়া" ব্যাখ্যার নমুনা দেখাইতেছি। "তজ্জন্যই তিনি (সুশ্রুত ?) সন্ধির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে যদিও উদাহরণে সমস্ত গুলি সন্ধি দেখান হয় নাই তথাপি সন্ধির যে সকল নাম করা হইল, অনুক্ত সন্ধিগুলিও তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত হইবে।" মীমাংসক মহাশয় তাঁহার নিজের কথা সুশ্রুতের দোহাই দিয়া বলিতেছেন। সুশ্রুতে এমন কথা কোথাও নাই। মীমাংসক মহাশয় প্রথমে ইহা সুশ্রুতের বাক্য বলিয়া সামলাইতে না পারিয়া তৎপরক্ষণেই অন্য সুর ধরিলেন, যথা "এই অভিপ্রায়েই সুশ্রুত বলিতেছেন যে 'তেষাং নামভিরেবাকৃতয়ঃ প্রায়েণ ব্যাখ্যাতা'। ইহার অভিপ্রায় এই যে, যদিও এ স্থলে নাম উল্লেখ করিয়া সমস্ত সন্ধির আকৃতি বর্ণন করা হয় নাই, তথাপি সন্ধির নামের দ্বারাই অনুক্ত সন্ধিগুলি বুঝিয়া লইবে।" নিজের দোষ সামলাইতে গিয়া একটা কল্পিত ভ্রান্ত ব্যাপার সৃষ্টি করা কি মীমাংসকের কার্য্য। ইহার উপর আবার "অর্থাৎ" আছে ; যথা "অর্থাৎ সমস্ত সন্ধির আকৃতিই উল্লিখিত আট প্রকার সন্ধির অন্তর্গত।" ভুলের পরাকাষ্ঠা। এই সংস্কৃত টুকুর প্রকৃত অর্থ সুশ্রুত সন্ধির আটপ্রকার শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন নামও করিয়াছেন ; কিন্তু বিশেষ কোন লক্ষণ করেন নাই। এই জন্য বলিতেছেন "সেই সকল সন্ধিশ্রেণীর নাম দ্বারাই আকৃতি প্রায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে"। এইরূপ সমালোচনায় সত্য-গোপনের চেষ্টা বৃথা! সুশ্রুতের সূত্রস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে শস্ত্র-সমূহের আকৃতি বর্ণনার ঠিক এই পাঠটী আছে। যথা—

"তেষাং নামভিরেবাকৃতয়ঃ প্রায়েণ ব্যাখ্যাতাঃ।"

ইহার টীকায় ডল্বন কি বলিয়াছেন পাঠক শ্রবণ করুন—

"সংক্ষেপেণ শস্ত্রাকারং দর্শয়ন্নাহ,—তেষাং নামভিরিত্যাদি "তেষাং" শস্ত্রাণাং আকৃতয়ঃ লক্ষণানি নামভিরেব প্রায়েণ ব্যাখ্যাতাঃ।" এস্থলে ভানুমতীটীকাকার চরকচতুরানন শ্রীমৎ চক্রপাণিদত্ত কি বলিয়াছেন পাঠক মহাশয় তাহাও শ্রবণ করুন। "সংক্ষেপেণ শস্ত্রাকারং দর্শয়ন্নাহ তেষানাম ভিরিত্যাদি। নামভিরিত্যনুগতার্থৈর্নামভিঃ, তদ্‌যথা উৎপলপত্রাকৃত্যাদিনা উৎপল-পত্রমিত্যাদি নামার্থানুগমঃ।" ইহার উপর টীকা অনাবশ্যক।

প্রত্যক্ষজ্ঞান কেন মজ্জাগত হওয়া উচিত—"পাঠ লাগানর" কি দুর্দ্দশা তাহা প্রমাণ করিতে আমাকে হয়ত কষ্ট পাইতে হইত অথবা শাস্ত্রান্তরের বিচারপদ্ধতিকে উদাহরণ করিতে হইত,

যদি মীমাংসক মহাশয়ের প্রবন্ধ প্রকাশ না হইত। সুধী পাঠক এই মীমাংসা পাঠ করিয়াই তুষ্ট হইবেন। আমার বৃথা শ্রমের ভয় কাটিয়া গেল।

মীমাংসক মহাশয় বহুস্থলেই স্বীয় বাক্যের প্রমাণ জন্য "ডহ্বন প্রভৃতি টীকাকারগণ" "টীকা-কারগণ" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য কি? তিনি কি সুশ্রুতের শারীরস্থানে ডহ্বনের টীকা ব্যতীত অন্য কাহারও টীকা পাইয়াছেন? নাম করিতে ক্ষতি কি ছিল? এইরূপ প্রবৃত্তি সুধী সমাজে নিন্দনীয় নহে কি?

সামুদ্গ শ্রেণীতে গুদ ও ভগাস্থি সম্বন্ধে আমার যে সন্দেহ আছে এবং যে সন্দেহের পরিচয় অস্থিসন্ধির বিবরণে কটী কপাল ও পৃষ্ঠ-বংশ শব্দে দিয়াছি, তাহার বিবরণ স্পষ্ট করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছি। শ্রোণীর অস্থি-গণনা সম্বন্ধে সুশ্রুতের মত যথা—

"শ্রোণ্যাং পঞ্চ—

"তেষাং গুদভগনিতম্বেষু চত্বারি।
ত্রিকসংশ্রিতমেকম্।"

ইহাদের সন্ধিগণনা স্থলে সুশ্রুত বলিয়াছেন—

"ত্রয়ঃ কটীকপালেষু"

সন্ধির স্বরূপ নির্দ্দেশস্থলে বলিয়াছেন—

"অংসপীঠগুদভগনিতম্বেষু সামুদ্গাঃ॥"

পুনরায় কটী কপালের সন্ধির স্বরূপ বলিতেছেন—

"কটীকপালেষু তুন্নসেবনী"

মীমাংসক মহাশয় এখানে 'শিরঃকটীকপালেষু' করিয়া অর্থসঙ্গতি করিতে অভিলাষী। এ অর্থ মানিয়া লইলেও জটিলতা দূর হইল কই? সন্ধিগণনায় ত্রিকসন্ধির উল্লেখ নাই। সুতরাং সন্দেহের হাত হইতে নিস্তার না পাওয়া পর্য্যন্ত কোনরূপ কাটাকুটী করা সঙ্গত মনে করি না। "চণ্ডী কেটে মুণ্ডী" এ দেশের কথা। অপিচ এ পাঠ যদি কেবল সুশ্রুতেই পাইতাম; অন্যত্র ইহার উল্লেখ না থাকিত তাহা হইলে কোন কথা ছিল না। পরন্তু কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন সম্পাদিত বাগ্‌ভটের টীকায় অরুণদত্ত শ্লোকাকারে ইহারই অনুবাদ করিয়াছেন। যথা—

"সন্ধ্যায়ন্তে সন্ধয়োঽত্র চত্বারোঽঙ্গুলয়ঃ পদে।
চতসৃষঙ্গুলীষু স্যুঃ প্রত্যেকং ত্রয় এব তু।
দ্বাবঙ্গুষ্ঠে বংক্ষণেস্বাদেকো গুল্‌ফে তু জানুনি।
সক্‌থ্যেকস্মিন্ সপ্তদশ তাবন্তোঽপি দ্বিতীয়কে॥
ভুজয়োঃ সক্‌থিতুল্যানি যান্তরাধৌ স্থিমে মতাঃ।
ত্রয়ঃকটীকপালেষু বিংশত্রিশ্চতুরুত্তরা॥

পৃষ্ঠে তদ্বৎ পার্শ্বয়োশ্চ বক্ষস্যষ্টাবথোর্দ্ধতঃ।
শিরো ধরায়ামষ্ট স্যুঃ কণ্ঠনাড্যাং ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ ॥
হৃদয়ক্লোমযকৃতাং নাড়ীষষ্টাদশ স্মৃতাঃ।
দ্বাত্রিংশদ্দন্তমূলেষু চৈকৈকে ঘ্রাণকাকলে ॥
মূর্দ্ধ্নি চ দ্বৌ কর্ণশঙ্খে গণ্ডনেত্রে চ বর্ত্মনি।
হনুসন্ধৌ চ বিজ্ঞেয়ৌ দ্বৌ ভ্রুবোশ্চোপরি স্মৃতৌ॥
পঞ্চমূর্দ্ধকপালেষু চোর্দ্ধমেবং ত্র্যশীতিকা।
সন্ধয়স্ত্বষ্টধা জ্ঞেয়া মণিবন্ধেঽথ জানুনি ॥
গুল্ ফেঽঙ্গুলৌ কোরসংজ্ঞা দ্বিজমূলেষু বংক্ষণে।
কক্ষায়াং চোলূখলাখ্যা অংসপীঠে গুদে ভগে ॥
নিতম্বে চৈব সামুদ্গা গ্রীবায়াং পৃষ্ঠবংশকে।
প্রতরাঃ স্যু মূর্দ্ধকটীকপালেষু তু সীবনাঃ ॥
হনুভয়ে কাকতুণ্ডা কণ্ঠস্ত পন্নগস্তথা।
হৃদয়ক্লোমনেত্রাণাং নাড্যাং মণ্ডলনামকাঃ।
শ্রোত্রশৃঙ্গাটকাখ্যেষু শঙ্খাবর্ত্তা ইতি স্মৃতাঃ ॥"

পাঠক মহাশয় চিহ্নিত স্থল গুলি সুশ্রুতের পাঠ সহ মিলাইয়া দেখিবেন। যাঁহারা স্বেচ্ছাচার প্রণোদিত হইয়া শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মূলে ভুল করেন তাঁহাদের জন্যই "পাঠলাগান" কথাটা বলিয়াছি। মীমাংসক মহাশয় বলিয়াছেন "অর্থাৎ কটী কপালে, গুদাস্থি ও ভগাস্থি এই চারি খানা অস্থিতে তিন খানা সন্ধি আছে। চারিখানা অস্থিতে তিন খানা সন্ধিই হইয়া থাকে।" মীমাংসক মহাশয় নিতম্ব স্থানটাকে সরল রেখার শ্রেণী মনে করিয়াই এরূপ কথা বলিয়াছেন। যথা— — — — —এই চারিটী সরল রেখার তিনটী ফাঁক তিনটী সন্ধি। বস্তুতঃ তিনি যাহা মনে করিয়াছেন তাহা নহে। চারিটী অস্থি নিতম্বে শ্রেণীবদ্ধ নহে। উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছি জানু একটী সন্ধি। এখানে উরু, অষ্ঠী, ও জঙ্ঘার দুই খানা অস্থি সম্মিলিত হইয়াছে। এই জন্য ইহার বিশেষ সংজ্ঞা সংঘাত।

বন্ধু আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া "শঙ্খাবর্ত্ত" সন্ধি সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন। মীমাংসক মহাশয় কর্ণকে কর্ণপালি বুঝিয়া একটী ভ্রম করিয়াছেন। সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ১৬শ কর্ণব্যধবন্ধবিধি নামক অধ্যায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যদি তিনি এই প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহা হইলে কর্ণপালি ও কর্ণের পার্থক্য বুঝিতে এই ভ্রম হইত না। বোধ হয় এইটী তাহার প্রমাদ বশতঃ হইয়াছে। সে যাহা হউক কর্ণের তরুণাস্থির গঠন কতক শঙ্খাবর্ত্তবৎ বটে, কিন্তু শঙ্খকাস্থির ছিদ্রটী একটী সন্ধি নহে। তবে মীমাংসক মহাশয় যে, "স্নায়ুদ্বারা অস্থিদ্বয়ের সংযোগ হয় না" এইরূপ কথা বলিয়া আমার মত খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা

তাঁহার মৃতদেহ অদর্শনের ফল। যাঁহারা আধুনিক অঙ্গবিনিশ্চয় (Anatomy) শাস্ত্রে নিপুণ তাঁহার জানেন শঙ্খকাস্থির (Temporal bone) সহিত কর্ণের তরুণাস্থির সংযোগ কেবল স্নায়ু (Ligaments) দ্বারা হইয়াছে। মীমাংসককথিত' নিয়রেখ বাক্যটী যে নিতান্ত ভ্রান্ত তাহা আধুনিক অঙ্গবিনিশ্চয়শাস্ত্রে যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহারাই জ্ঞাত আছেন যে কতগুলি অস্থিসন্ধি Articulation) কেবল স্নায়ু (Ligaments) দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে।

উপসংহারে মীমাংসক বন্ধুবর কাব্যতীর্থ মহাশয়কে ধন্যবাদপূর্ব্বক একটী বিষয় নিবেদন করিতেছি। যে বিষয়ে তিনি আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন, সেই বিষয়ে তাঁহার মত যোগ্য ব্যক্তিকে পাইলে দেশ ধন্য হইবে। ইতি

শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন।
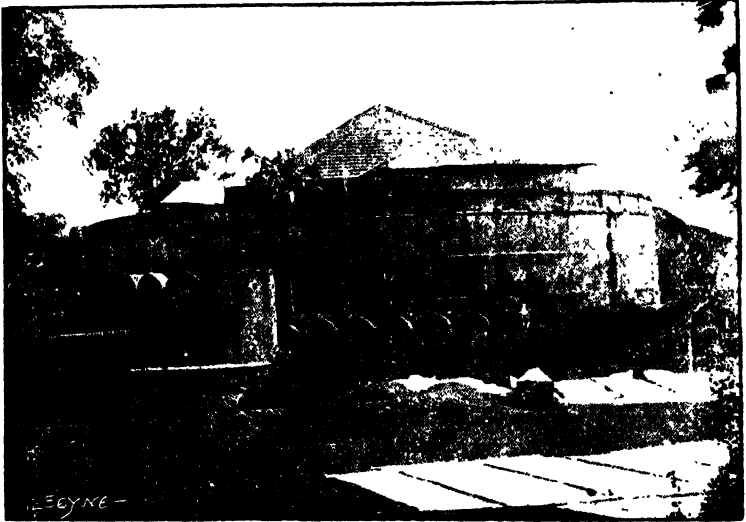
বিক্রমপুরের একটী পুরাতন দুর্গ।

বিক্রমপুরের একটি পুরাতন দুর্গ

বিক্রমপুরে অনেকস্থানে পুরাতন ইতিবৃত্ত-সংশ্লিষ্ট অনেক জীর্ণ অট্টালিকাদি বিদ্যমান আছে, তাহা পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের কৌতুহল উদ্দীপ্ত করিবে, সন্দেহ নাই। যে সকল সুন্দর মঠ, দেবমন্দির প্রভৃতি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরবের স্মৃতি মস্তকে লইয়া দণ্ডায়মান ছিল, তাহার কোনটী বা কালের কবলে, কোনটী বা পুরাকীর্ত্তি-সংহারিণী প্রচণ্ডপ্রবাহা পদ্মা কিম্বা অন্য কোন নদীর গ্রাসে পতিত হইয়া চিরকালের জন্য আমাদের স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। পূর্ব্বপুরুষগণের এই কীর্ত্তিস্তম্ভগুলির বিবরণ একত্র সঙ্কলিত হইয়া ইতিহাসের অক্ষয় পৃষ্ঠায় স্থাপিত না হইলে, আমাদের জাতীয় ইতিহাস অসম্পূর্ণ এবং অনেক পুরাতত্ত্ব অনুদ্ঘাটিত থাকিয়া যাইবে।

আমরা বিক্রমপুরস্থ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমান প্রতিষ্ঠিত একটী প্রাচীন দুর্গের চিত্রসম্বলিত ক্ষুদ্র বিবরণ উপস্থিত করিতেছি। দুর্গটী আয়তনে বৃহৎ না হইলেও ইতিহাসের অনেক তথ্য ইহার সঙ্গে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং ইতিহাসের হিসাবে ইহার মূল্য কম নহে।

দুর্গটী বিক্রমপুরের অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জ মহকুমার এক অতি প্রকাশ্য স্থানে অবস্থিত। সম্পূর্ণ দুর্গ এখন বিদ্যমান নাই, যাহা বর্ত্তমান আছে তাহাও প্রাচীরপরিবেষ্টিত একটী ক্ষুদ্র দুর্গের ন্যায়। পুরাতন দুর্গের ইহাই[১] বিদ্যমান আছে; অবশিষ্টাংশ নদীগর্ভে নিমজ্জিত অথবা ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। ইহার উত্তর ও পশ্চিমে অর্দ্ধ মাইল পর্য্যন্ত দুর্গের ও সৈন্যবাসের উপযুক্ত নাতিক্ষুদ্র কুঠুরী, অট্টালিকা ও প্রাচীরাদির অনেক ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, দুর্গের প্রসার এক সময়ে নিতান্ত কম ছিল না। যে সব ইতিহাসে ইহার উল্লেখ আছে তাহাতে ইহার বিস্তৃত বিবরণ নাই; সুতরাং ইহার সীমা ও পরিধি নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। দুর্গটী ইছামতী (বর্ত্তমান ধলেশ্বরী) নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। বুভুক্ষু নদী তীরবর্ত্তী প্রাচীরাবলী গর্ভভূত করিয়া সমগ্র দুর্গটীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল; কালক্রমে নদীতে চড়া পড়িয়া দুর্গের অবশিষ্টাংশ রক্ষা পাইয়াছে এবং নদী অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে সরিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে দুর্গের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের ভূমিভাগ বিশেষ ভাবে নিরীক্ষণ করিলে উহার গঠন নিতান্ত আধুনিক বলিয়াই বোধ হয়। এই সব স্থানের মৃত্তিকা বালুকাময় এবং বৃক্ষাদিও ততদুর প্রাচীন নয়।

বৃহৎ দুর্গের ভিত্তিভূমি গোলাকার[২] ছিল; ইহার ভিত্তিভূমির পশ্চিমাংশ সমচতুষ্কোণ

(১) চারি বৎসর অতীত হইল স্থানীয় ভূতপূর্ব্ব সবডিভিসনল অফিসার শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র সিংহ মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে এই অংশের জীর্ণ-সংস্কার হইয়াছে।

(২) See Hunter's Statistical Account of Dacca, P. 72.

এবং পূর্ব্বাংশ অসমান্তরাল চতুর্ভুজের ন্যায়। পশ্চিমাংশ হইতে পূর্ব্বাংশ অপেক্ষাকৃত উচ্চ এবং একটী প্রাচীর দ্বারা ইহা দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান দুর্গের সংস্থান এবং অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্টে অনুমিত হয়, ইহা দুর্গের মধ্যে দক্ষিণদিকে অবস্থিত ছিল।(৩) দুর্গের এই অংশ যে পরিখা পরিবেষ্টিত ছিল তাহা প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝিতে পারা যায়। ইহার পূর্ব্বদিকস্থ পরিখা একটী সুন্দর গভীর জলাশয়ে পরিণত হইয়াছে এবং এই জলাশয়ের মধ্য হইতে পূর্ব্বদিকের প্রাচীর উত্থিত হইয়াছে। ইহার চতুর্দ্দিক্ সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত; প্রাচীরগাত্রে কামান সজ্জিত করার ছিদ্র সকল বর্ত্তমান আছে। প্রাচীরাবলী মৃত্তিকা-নিম্নে প্রোথিত হওয়ায় উহার উচ্চতা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। ঐ দুর্গের চারিকোণে বৃত্তাকার চারিটী উচ্চতর প্রাচীর আছে; তাহাও প্রাচীরগাত্রের ন্যায় সচ্ছিদ্র। পূর্ব্বাংশে উত্তর-পূর্ব্বকোণেও ঐরূপ একটী গোলাকার প্রাচীর আছে; তাহা আয়তনে উক্ত চারিটী হইতে ছোট। পশ্চিমাংশের প্রাচীরাবলী উচ্চতায় স্থানে স্থানে ১২ ফিট্ হইবে; পূর্ব্বাংশে ইহার উচ্চতা কোথাও ৩ ফিট, কোথাও বা ৪ ফিটে পরিণত হইয়াছে। এই দুর্গে কোন স্থাপত্যবিদ্যার নিদর্শন নাই সত্য, কিন্তু ইহার গঠনপ্রণালী অতীব সুন্দর এবং দৃঢ়। আজও ইহার প্রাচীরাবলী বজ্র সদৃশ কঠিন। চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর ৩ ফিট্ পুরু এবং উপরিভাগ সমতল না হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্দ্ধবৃত্তাকারে সংবদ্ধ হইয়াছে। দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিবার একটী মাত্র তোরণদ্বার। এই দ্বারটী পশ্চিমাংশের উত্তরদিকস্থ প্রাচীরের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহা উচ্চে ১২ ফিট ও প্রস্থে ৯ ফিট এবং ইহার বেধ ৭ ফিট্।

দুর্গের মধ্যে পূর্ব্বাংশে ইষ্টকনির্ম্মিত একটী সুবৃহৎ "টিলা" (?) আছে। এই টিলা এক সময়ে খুব উচ্চ ছিল এবং ইহার উপর হইতে সৈন্যদল বিপক্ষীয় রণতরী সকল পর্য্যবেক্ষণ করিত। ইহাও ক্রমে মৃত্তিকানিম্নে প্রোথিত হইয়া যাইতেছে। আজও উচ্চে উহা ৪৫ ফিটের কম হইবে না এবং ইহার উপর হইতে নদী দৃষ্টিগোচর হয়। এই টিলার গঠনপ্রণালী অতি সুন্দর, ঐরূপ প্রায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার চতুর্দ্দিক্ নিখুঁত গোলাকার। ইহার উপরিভাগ (ছাঁদ) খিলানের উপর স্থাপিত। ভিতর পূর্ব্বে ফাঁপা ছিল, পরে উহা সর্পসমাকীর্ণ হইয়া বিপজ্জনক হওয়ায় মৃত্তিকা ও বালুকা দ্বারা পূর্ণ করা হইয়াছে। টিলার মধ্যে প্রবেশ করিবার একটী মাত্র দ্বার ছিল, তাহাও জীর্ণ সংস্কারের সময় একেবারে রুদ্ধ করা হইয়াছে। ঐ দ্বার হইতে তলদেশ পর্য্যন্ত যে সিঁড়ি ছিল, তাহা বংশখণ্ড সাহায্যে প্রমাণিত হইত। এই টিলাটীর আয়তন কত বড় হইবে, তাহা চিত্রদৃষ্টেই কতক বুঝিতে পারা যায়। ইহার ব্যাস ৩০ গজ। বর্ত্তমান দুর্গের পরিধি ৬০০ গজের কম নয়।

সম্ভবতঃ এই ক্ষুদ্র দুর্গমধ্যে যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র এবং ধন রক্ষিত হইত; সেজন্যই ইহাকে

(৩) বর্ত্তমান দুর্গের বহির্ভাগে কিছু উত্তরে একটী সুন্দর মসজিদ আছে। এই স্থানে নাকি পূর্ব্বে একটী পুরাতন মসজিদ ছিল এবং তাহা বৃহৎ দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থিত ছিল; পরে তাহা সংস্কৃত হইয়া বর্ত্তমান সুন্দর নূতন মসজিদে পরিণত হইয়াছে। লেখক।

দুর্গমধ্যে স্থাপন করিয়া ইহার রক্ষার নিমিত্ত নানাবিধ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। কিম্বদন্তী এইরূপ টিলার মধ্যে ধনাগার স্থাপিত ছিল। এই দুর্গের মধ্যভাগে পশ্চিমাংশে একটী জলাশয় আছে এবং সেই জলাশয় হইতে টিলার উপরিভাগ পর্য্যন্ত প্রশস্ত সিঁড়ি আছে। এই সোপানাবলীর বামপার্শ্বে নিম্নে একটী গোলাকার কুঠুরী দৃষ্ট হয়; লোকে বলে, উহাতে বারুদ রক্ষিত হইত। ইহাও জীর্ণসংস্কারের সময় রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

টিলার উপর হইতে দক্ষিণপূর্ব্বকোণে নিম্নাভিমুখে একটী সংকীর্ণ রাস্তা আছে। সম্ভবতঃ ইহা গুপ্তদ্বার রূপে ব্যবহৃত হইত। এই রাস্তার পার্শ্বভাগেই টিলার মধ্যে প্রবেশ করিবার দ্বার ছিল। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, যাহারা শত্রুগতিরোধ এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত এই বিপুল আয়োজন করিয়াছিল, তাহারা পলায়নের সুবন্দোবস্ত করিতেও ক্রুটী করে নাই। যে দুর্গ একদিন শত শত সৈন্যের ভীষণ হুঙ্কারে ও কলরবে এবং অগ্নিবর্ষী কামানের হৃদয়দ্রাবী শব্দে ও অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় শব্দায়মান ছিল, আজ তাহা শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালী ডেপুটীর বাঙ্গলা, তৎসমীপবর্ত্তী জেলখানা এবং জন কত পুলিশ প্রহরীর আবাসে পরিণত হইয়াছে। ডেপুটীর বাঙ্গলা টিলার উপর অবস্থিত। যখন মুন্সীগঞ্জে মহকুমা স্থাপিত হয় এবং তদুপযোগী স্থান পরিষ্কৃত করা হয়, তখন এই দুর্গ জঙ্গল-সমাকীর্ণ ছিল। আজ ইহা পরিষ্কৃত হইয়া সুরম্য প্রাসাদে পরিণত হইয়াছে।

দুর্গের চিত্র স্বতন্ত্র পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল। উহা দুর্গ মধ্যস্থিত জলাশয়ের পশ্চিম পার হইতে তোলা হয়। সুতরাং ইহাতে চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরাবলী সম্যক্ দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল জলাশয় হইতে উত্থিত সোপানাবলী, টিলা, তদুপরিস্থ বাঙ্গলা; দুর্গের মধ্যস্থ প্রাচীরের কিয়দংশ এবং নিম্নে সোপানাবলীর বামপার্শ্বের গোলাকার কুঠুরী মাত্র দেখা যায়।

দুর্গটী ১৬৬০ খৃঃ অব্দে মোগল সম্রাট্ অরঙ্গজেবের রাজত্ব সময়ে বাঙ্গালার সুবেদার মীরজুমলা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। টেলার সাহেব তাঁহার "Topography of Dacca"-তে এই দুর্গের উল্লেখ করিয়াছেন; ক্লে সাহেব কৃত "Principal Heads of the History & Statistics of the Dacca Division"এ ইহার যে ক্ষুদ্র বিবরণ আছে, তাহাতে ইহা "ইদ্রাকপুর কেল্লা" নামে বর্ণিত। তখন ঐ স্থানের নাম ইদ্রাকপুর ছিল এবং ঐ স্থানের নামানুসারে দুর্গের নামকরণ হইয়াছিল। "মুন্সীগঞ্জ" নাম খুব আধুনিক, ইহা সম্ভবতঃ স্থানীয় মুসলমান জমিদারের নাম হইতে উদ্ভূত। বর্ত্তমান সময়েও মুন্সীগঞ্জের এক অংশের নাম ইদ্রাকপুর। টেলার সাহেব ১৮৩০ খৃঃ অব্দে এই স্থানে দুর্গ পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তখনও দুর্গ নদীর তীরে অবস্থিত ছিল এবং নদী ঐ স্থান আক্রমণ করে নাই। সেই সময়ে তিনি ঐ স্থানে অনেক অট্টালিকা ও ঘাট ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, ইদ্রাকপুর মুসলমান রাজত্ব সময়ে পূর্ব্ব-বাঙ্গালার একটী প্রধান নগর ছিল এবং ঐ স্থান হইতে বিক্রমপুর-পরগণার জলকর, শুল্ক ইত্যাদি সংগৃহীত হইত। টেলার সাহেব এই দুর্গ সম্বন্ধে অতি সামান্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কি উদ্দেশ্যে এই দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা আলোচ্যের বিষয়। ইদ্রাকপুরের ভৌগোলিক সংস্থান পর্য্যালোচনা করিলে ইহা সহজেই উপলব্ধি হয় যে, বাঙ্গালার তদানীন্তন রাজধানী ঢাকা নগরীকে সুরক্ষিত করিবার জন্য ঐরূপ স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করা আবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ইদ্রাকপুর মেঘনা, ধলেশ্বরী ও লক্ষ্যা এই তিন নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। পূর্ব্ব-বাঙ্গালা নদী-বহুল স্থান; শত্রুগণের ঐ প্রদেশ আক্রমণ করিতে হইলে জলযুদ্ধ ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না এবং সাধারণতঃ ঐ প্রদেশে নৌযুদ্ধই সংঘটিত হইত। ইদ্রাকপুর যেরূপ স্থানে স্থাপিত, তাহাতে ইহাকে ঢাকার প্রবেশদ্বার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঢাকানগরী আক্রমণ করিতে হইলে ঐ স্থান অতিক্রম করিতে হইত এবং ঐ পথ ভিন্ন অন্য জলপথ ছিল না। সুতরাং ঐ স্থান সুরক্ষিত হইলে ঢাকা একরূপ শত্রু-আক্রমণ হইতে নিরাপদ হইবে সেই উদ্দেশ্যে এই দুর্গ ইছামতী নদীর দক্ষিণপারে স্থাপিত হয়। নদীর অপরপারে হাজিগঞ্জে এইরূপ অন্য একটি দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল; তাহারও ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই উভয় দুর্গ আফগান (পাঠান), আসামী, ফিরিঙ্গি ও মগ প্রভৃতি শত্রুগণের আক্রমণের প্রতিরোধ করিত।

ঢাকা নগরী সংরক্ষিত করা ব্যতীত এই দুর্গস্থাপনের অন্য এক মহত্তর উদ্দেশ্য ছিল। একদিকে পূর্ব্ববঙ্গবাসী যেমন আসামী ও আফগানের আক্রমণে বিপর্য্যস্ত, তেমনি মগ ও পর্ত্তুগীজ জলদস্যুর অত্যাচারেও উৎপীড়িত হইয়াছিল। নদীবহুল পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় এই ফিরিঙ্গি ও মগের প্রকোপ এত বাড়িয়া উঠে যে, ইহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত মুসলমান শাসন-কর্ত্তাদিগকে নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়, ইদ্রাকপুরে ও হাজিগঞ্জে দুর্গ-স্থাপন ইহার একতম উপায়। পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগকে মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচার হইতে উদ্ধার করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ঐতিহাসিকগণও—(রিয়াজ্ উস্-সালাতিন্ রচয়িতা মিরজা মহম্মদ কাজেম প্রভৃতি) লক্ষ্যা ও ইছামতীর সঙ্গমস্থলে মীরজুমলা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নৌদুর্গের (Naval fort) নির্দ্দেশ করিয়াছেন।*

মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুগণের অত্যাচারে সমগ্র বঙ্গভূমি সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের ঘৃণিত ও পশুতুল্য অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিলে আজও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। তৎকালে একমাত্র আরাকান প্রদেশই গোয়া, কোচিন, মালাক্কা প্রভৃতি স্থান হইতে নির্ব্বাসিত চরিত্রহীন ফিরিঙ্গিগণের আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। আরাকান-রাজ মোগলের আক্রমণ হইতে সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার নিমিত্ত ইহাদিগকে চাটগাঁও বন্দরে স্থাপন করেন এবং সেখানে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন। তখন চাটগাঁও "পোর্ট গ্রাণ্ডো" (Porto Grando) নামে অভিহিত হইত এবং উহা মগরাজের অধীনে ছিল। ফিরিঙ্গিগণ ঐ স্থানে বাস করিত এবং নানারূপ দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এই উদ্দেশ্যে তাহারা এত ঘৃণিত ও নিষ্ঠুর কার্য্য করিত যে তাহা শ্রবণ করিলে তাহাদিগকে সভ্য-জাতির

* See Taylor's Topography of Dacca,—p. 76 and Clay's Principal Heads of the History and Statistics of the Dacca Division, p. 35.

সন্তান বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না। ইহারা যে কেবল বঙ্গোপসাগরের উপকূলের আতঙ্ক-স্বরূপ হইয়াছিল তাহা নহে, ইহারা মগগণের সহিত মিলিত হইয়া উন্মুক্ত নৌকায় আরোহণ করিয়া পদ্মা, মেঘনা এবং তাহাদের শাখানদী ও খাড়ির মধ্যে ভ্রমণ করিয়া লোক-জনের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। তাহারা নদীতীরস্থ গ্রামে গিয়া গ্রাম জ্বালাইয়া দিত এবং স্ত্রীপুরুষ সকলকে ধরিয়া লইয়া যাইত। অক্ষম বৃদ্ধদিগকে অসহনীয় নির্য্যাতন করিয়া ছাড়িয়া দিত; কিন্তু যুবক ও প্রৌঢ়গণকে লইয়া দাসরূপে বিক্রয় করিত, অথবা তাহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া স্বীয় দলভুক্ত করিয়া লইত। হাট বসিবার দিনে, বিবাহ দিবসে বা অন্য কোন পর্ব্বোপলক্ষে যখনই লোক সমাগম হইত, তখন তাহারা অকস্মাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া সমবেত জনসঙ্ঘের উপর পতিত হইত এবং তাহাদিগকে হত্যা করিয়া অথবা বন্দী করিয়া লুণ্ঠনকার্য্য সমাধা করিত। ইহাদের অত্যাচারে গঙ্গা ও পদ্মার মোহনাস্থিত অনেক স্থান জনশূন্য হইয়া ব্যাঘ্র-ভল্লুকের আবাসরূপে পরিণত হইয়া যায়।+ আজও পূর্ব্ববঙ্গবাসী বিশেষতঃ ঢাকা অঞ্চলের লোক ফিরিঙ্গি ও মগের নাম শুনিলেই ভীত হইয়া উঠে। বর্ণিয়ার সাহেব ইহাদের অমানুষিক অত্যাচার-কাহিনী তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে বিবৃত করিয়াছেন, তাহা পড়িতে পড়িতে ক্রোধ ও ঘৃণায় শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। ফিরিঙ্গিরা জাতিতে খৃষ্টান হইলেও ইহাদের আচার-ব্যবহার বর্ব্বরের তুল্য ছিল। তখনকার ভ্রমণকারী বর্ণিয়ার সাহেবের উক্তি তাহার সমর্থন করিতেছে।

সুদক্ষ ও দূরদর্শী মীর জুম্‌লা আসামী ও কোচগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্ব্বে পূর্ব্ব-বাঙ্গালা মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচার* হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইছামতীর দুই পারে (ইদ্রাকপুর ও হাজিগঞ্জে) এই দুই দুর্গ স্থাপন করেন এবং তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য অতিরিক্ত সৈন্যও নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে পুনরায় "নাওয়ার মহল" গঠিত হইয়াছিল। উক্ত উভয় দুর্গেই একই প্রকারের দুইটী উচ্চ টিলা নির্ম্মিত হয়। এই টিলার উপর হইতে সৈন্যদল শত্রুর রণতরী সকল পর্য্যবেক্ষণ করিত এবং সর্ব্বদা স্বপক্ষীয় রণতরী সকল ঘাটে বাঁধা থাকিত। শত্রু দৃষ্টিগোচর হইলে সৈন্যদল রণতরী আরোহণ করিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিত। এইরূপে মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচার নিবারিত হয়। মীরজুম্‌লার শাসন সময়েই বাঙ্গালায় মোগল-শাসন সবিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করে এবং পূর্ব্ববঙ্গবাসী মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইয়া শান্তিসুখভোগে সমর্থ হয়।

ঐ দুর্গ সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। এই দুর্গ-বিষয়ে প্রচলিত কিম্বদন্তী এবং লোক-মতের সঙ্গে ঐতিহাসিক কোন সত্যের সামঞ্জস্য নাই। স্থানীয় লোকের কাহারও কাহারও বিশ্বাস, ইহা "মগের কেল্লা," কাহারও ধারণা ইহা পর্ত্তুগীজের স্থাপিত। শেষোক্ত

+ In Major Rennell's Bengal Atlas a considerable district marked as "Lands depopulated by the Maghs".

দল তাঁহাদের মত সমর্থন করিবার জন্য এই দুর্গ হইতে ১ ক্রোশ পশ্চিমোত্তরে স্থাপিত "ফিরিঙ্গি বাজার" গ্রাম নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন, "ফিরিঙ্গি-বাজারে পর্ত্তুগীজগণ বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত এই স্থানে দুর্গ স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু উভয়পক্ষের ধারণাই যে ভ্রমমূলক তাহা ঐতিহাসিক আলোচনা করিলে সম্যক্ উপলব্ধি হয়। প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাসে ফিরিঙ্গি-বাজারের নামোল্লেখ আছে।

নবাব মীরজুম্‌লা মুআয়েম খাঁর মৃত্যুর পর মগগণের শক্তি আবার বাড়িয়া উঠে। এই সময় নবাব সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার সুবেদার নিযুক্ত হন। তিনি ঢাকায় আসিয়া মগ ও পর্ত্তুগীজের সমূল-উচ্ছেদ করিবার সংকল্প করেন এবং বহুসংখ্যক রণতরী ও সৈন্যবল সহ হোসেন বেগকে চাটগাঁও প্রেরণ করেন। এই সময় পর্ত্তুগীজগণের কোন পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না; তাহারা মগদের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিত এবং আরাকান-রাজার অধীন ছিল। হোসেন বেগ পর্ত্তুগীজগণকে ভয়প্রদর্শন করেন এবং আরাকানরাজও তাহাদিগকে অবিশ্বাস করেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া ফিরিঙ্গিগণ হোসেন বেগের শরণাপন্ন হয় এবং কতক মোগলের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মগদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও সৈন্য দলভুক্ত হয়। (এই যুদ্ধে মগগণ পরাভূত হয় এবং চাটগাঁও মোগলের করায়ত্ত হইয়াছিল।) অবশিষ্ট সকলকে হোসেনবেগ ঢাকায় সায়েস্তা খাঁর নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাহাদিগকে "ফিরিঙ্গিবাজারে" স্থাপন করেন। তদবধি এই স্থানের নাম ফিরিঙ্গি-বাজার হইয়াছে। মোগল রাজত্বের সময় ফিরিঙ্গিবাজার একটী সমৃদ্ধিশালী জনপদে পরিণত হইয়াছিল। ঢাকানগরীর অবনতির সঙ্গে সঙ্গে এই স্থানেরও অবনতি এবং অধুনা ফিরিঙ্গিবাজার একটী গণ্ডগ্রামে পরিণত হইয়াছে। ষ্টুয়ার্ট সাহেব ও টেলার সাহেব এই স্থানের বিবরণ তাঁহাদের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এখনও ঐ স্থানে ফিরিঙ্গিদের বংশধরগণ বাস করে। ইহারা এখন ব্যবসা ছাড়িয়া লাঙ্গল ধরিয়াছে, এবং ইহাদের সঙ্গে বর্ত্তমান দেশীয় কৃষকের কোনই পার্থক্য

* মগ ও ফিরিঙ্গীর অত্যাচার সেই সময় কিরূপ ভীষণ ও বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তৎসাময়িক গ্রন্থাদিতেও তাহার আভাষ পাওয়া যায়। ইহারা যে সকলকে ধরিয়া লইয়া যাইত, তাহা কবিকণ্ঠহার প্রণীত সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা গ্রন্থের একটী শ্লোকে প্রমাণিত হয়। মগেরা বৈদ্যজাতীয় জনৈক ভদ্রলোকের একমাত্র পুত্রকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যায়, তাহাতে তাহার বংশ একেবারে বিলুপ্ত হয়। শ্লোকটি এই—

"মহেশসেনজামাতুর্গোপীনাথাৎ সুতো ভবেৎ।
চাটীগ্রামমগৌ নীতোবলাম্মঘচমূচরৈঃ॥"

অর্থাৎ "মহেশ সেনের জামাতা গোপীনাথের একমাত্র পুত্র ছিল, তাহাকে মগের বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যায়।" এই গ্রন্থ ১৫৭৫ শক (১৬৫৩ খৃঃ অব্দে) রচিত হইয়াছিল সুতরাং শ্লোকটী সেই সময়ের মগের অত্যাচারের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইহা শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন সঙ্কলিত কবিকণ্ঠহারের ৫৭ পৃষ্ঠায় আছে।

দৃষ্ট হয় না। সেখানে একটী গির্জ্জাঘর আছে, তথায় একজন রোমান কাথলিক পাদরী আসিয়া মধ্যে মধ্যে বাস করেন এবং ইহারা প্রতি রবিবারে গির্জ্জাঘরে গিয়া থাকে। কিন্তু মহামারী কিম্বা বসন্তের প্রকোপ হইলে ইহারা রক্ষাকালী ও শীতলা দেবীর আশ্রয় গ্রহণ করে। দুই বৎসর হইল মুন্সীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী দেওভোগ-নিবাসী এক জন ভদ্রলোক এই স্থানে মৃত্তিকা নিম্নে "দুই জোড়া কাঁটা চামচ" পাইয়াছিলেন। ইহাদের ঐতিহাসিক মূল্য আছে স্বীকার করিতে হইবে। এ ছাড়া আজও অনেক ভগ্ন ইমারত ও পুরাতন ইষ্টকাদি ইহার অতীত গৌরব ও কালের কঠোর শাসনের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

৺সুখবিন্দু সেনগুপ্ত *

---

* প্রবন্ধলেখক সাহিত্যপরিষদের একজন উদ্যোগী ছাত্রসভ্য ছিলেন। নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই প্রবন্ধটী আমাদের হস্তগত হইবার অল্পদিন পরেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। পত্রিকা-সম্পাদক।

ঢাকার গ্রাম্য শব্দসংগ্রহ

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সকল জেলার দেশজ শব্দ নিবদ্ধ একখানি অভিধানের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করিতেছেন, এরূপ একখানি অভিধান সঙ্কলন করা বহু সময়সাপেক্ষ। ইহা কাহারও ইচ্ছার ইঙ্গিতে বা অঙ্গুলি হেলনে সুসম্পন্ন হইতে পারে না। সেতুনির্ম্মাণে কাঠবিড়ালির সাহায্যের ন্যায়, ঢাকা জেলায় বিশেষতঃ মাণিকগঞ্জ অঞ্চলে প্রচলিত কতগুলি গ্রাম্যশব্দের তালিকা নিম্নে উপস্থিত করিলাম। বলা বাহুল্য, তালিকাভুক্ত অনেক শব্দ অন্যান্য জেলায়ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুসলমান-প্রভাব হেতু ঢাকার কথ্য ভাষায় অনেক মুসলমানী শব্দ আছে।

অ

অখন—এখন। অহু—বিস্ময়সূচক অব্যয়; ইতর-প্রয়োগ উদ্দে। অবুঝ—বুদ্ধিহীন, বিপক্ষের প্রতি মিতভাষীর কটুবাক্য। অয়্-অ—অবিশ্বাসসূচক অব্যয়; তুমি যাহা বল তাহা আমি কিছুমাত্র বিশ্বাস করি না, এতদর্থে ইতর-প্রয়োগ; হাঁ-হাঁ বা "হ-হ" হইতে উৎপত্তি কি? অলপ্-পাইয়া—অল্পায়ু, স্ত্রীলোকের ব্যবহৃত কটুবাক্য। অংখার—অহঙ্কার, জাঁক।

আ

আই আই—ছি ছি। আইজান—বন্ধ করা, যথা কপাট আইজাও। ঘুচান দেখ। আইড়া—যে সহজে তর্কে হার মানে না; কটুবাক্য বিশেষ; তুঃ * অবুঝ। আইয়ো—এয়ো, সধবা স্ত্রী, তদ্রূপ আইস স্থলে পশ্চিমবঙ্গে এসো। আইলসা—আগুন রাখিবার মৃৎপাত্র। আক্কল—কষ্ট, প্রতিশোধ; যথা, কেমন আক্কল। আখা—উনান, চুল্লী। আখুট—শিশুর আবদার। আগর্—দুরূহ, শক্ত। আঙ্গুট—আংটী, অঙ্গুরি। আচই, আচি—নারিকেলের মালা, নারিকেলের বহিরাবরণ দ্বারা নির্ম্মিত বাটি; মালই শব্দও ব্যবহৃত। আচানি শাল—আহারের পর আচমনের স্থল, আঁস্তাকুড়। আজা—মাতামহ। আজীমা—মাতামহী, তুঃ অন্যত্র প্রচলিত আই বা আই-মা। আঁজুলা—অঞ্জলি শব্দজ। আঠু—হাটু। আড়া, আড়গোঁড়া—বলিদানের হাড়িকাঠ। আধলা—আধ পয়সা। আপনে—আপনি। আবাগী—অভাগী, গাল বিশেষ। আবু—খোকা (কচিৎ), ময়মনসিংহে বিশেষ ব্যবহৃত। আমচুর—ফালি ফালি কাটা রৌদ্রে শুকান আম, আমসি। আম্বল—অম্বল, টক্। আলগুচ্ছে—আলগোচে, সম্যক্ স্পর্শ না করিয়া। আসা—আবহমান কাল প্রচলিত পারিবারিক আচার বা বিধি; যথা, আমাদের বাড়ীতে পাট কাপড় পরিয়া সাধ খাওয়া

---

* তুঃ—cf বা "তুলনা কর" কথার সঙ্কেতরূপে ব্যবহৃত হইল।

আস্য। আসন—আরোগ্য, ইতর প্রয়োগ। আস্তে—ধীরে, নিঃশব্দে; বেত্রপাণি গুরু-মহাশয় হাঁকেন "আস্তে!" আহাল—অবস্থা। আসলে—বাস্তবিক।

ই

ইচা মাছ—চিংড়ি। ইটা—ইষ্টক খণ্ড, ঢিল, ঢাকা দেখ। ইফিরা—এবার, তুঃ সেফিরা বা সেবার। ইলসা—ইলিস মৎস্য। ইসে—যাঁহাদের শব্দের প্রতি বিশেষ আধিপত্য নাই এমন লোকদের ব্যবহৃত শব্দসংযোজক অব্যয়; বিক্রমপুরে অসহনীয় ব্যবহার।

উ

উচা—উচ্চ, উচু। উকড়া—মুড়কি। উরুণ—মুড়ি। উরুস—ছারপোকা, তল্পকীট। উলু—উই, রুই, বল্মীক।

ঊ

ঊনা—কম, শূন্য, খালি। ঊরাৎ—ঊরুদেশ, জানুর উপরিভাগ।

এ ঐ

এউগা—একটা, অশিষ্ট-প্রয়োগ। ঐষ্টক্ষণ—অষ্টক্ষণ বা অষ্ট-প্রহর অর্থাৎ সর্ব্বদা, ইতর-প্রয়োগ।

ও

ওমা-ওমা—ঈষদুষ্ণ। ওয়াড়—বালিসের খোল। ওস্—হিম, ঠাণ্ডা। ওচা—অল্প জলে মাছ ধরিবার যন্ত্রবিশেষ।

ক

কচু—ইঁচড়, অপক্ক কাঁঠাল। কন্থে—কোথা হইতে, ইতর-প্রয়োগ। কনে—কোথায় কম্মা, কর্ম্মা—সাংসারিক কাজকর্ম্মনিপুণা বালিকা বা বধূ; যথা, বউটী-তো বেশ কম্মা। কল্লা—ঝগড়াটে মুখরা স্ত্রীলোক, যার গলা কল্ কল্ করে। কলস—কলসী, ঘড়া। কলি—কুঁড়ি, কোরক। কাইজা ক্যালাঙ্কার—অনর্থক ঝগড়া। কাইঠা—কচ্ছপ, কূর্ম্ম, কমঠ, দুরা। কাইড়া—নৌকার মাঝিদের বংশনির্ম্মিত তৈলাধার। কাইয়া, কাউয়া—কাক। কাইয়া লোখ্—কড়ে অঙ্গুল। কাইলা—মেঘযুক্ত আকাশ। কাকই—মাথার চিরুণী। কাচি—কাস্তে, শস্য-কর্ত্তনী। কানি, তেনা—ছিন্নবস্ত্র খণ্ড, নেকড়া। কাম—কর্ম্ম, কাজ। কামলা—মজুর। কারুরে—কাহাকেও। কাশ—কাশি। কাসন্দ—কাসুন্দি। ক্যা, ক্যান্—কেন, কিজন্য। ক্যাতকুতু—কুতুর কাতুর। কিরা-কাড়া—শপথ বা দিব্য-গ্রহণ, তুঃ মাথার কিরা। কিসের লাইগা—কিসের লাগি, কেন; ক্যা দেখ। কিষ্ট বাবু—কৃষ্ণবাবু। কুকী—খুকী, শিশুকন্যা। কুচুকৈরা—কুচক্রী, দুষ্ট; যথা কুচুকৈরা পোলাপান অর্থাৎ দুষ্ট ছেলে; স্ত্রীলোকের প্রয়োগ। কুটকুটা—অতিশয় ময়লা, কালা কুটকুটা কাপড়; তুঃ ঘুটঘুটা, ফুরফুরা ইত্যাদি। কুচকুচা—উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ। কুত্তা—কুকুর। কুশইল—ইক্ষু,

আক, গ্যাওারি। কেইছা—কেঁচো, মহীলতা। কেম্বে, ক্যাম্বায়—কেমনে, ইতর-প্রয়োগ। কৈতর—কবুতর, পায়রা। কৈলাম—কিন্তু; যথা, দেখ, সে কৈলাম যাইবো (যাবে) না। কৈলকত্তা—কলিকাতা। কোকা—খোকা, নস্ত দেখ। কোটা—আকুঁষি; আকর্ষণী। কোরাণি—নারিকেল কুরিবার দন্তবিশিষ্ট গোলাকৃতি যন্ত্র। কোল-বালিস—পাশ বালিস। ক্ষীরাই—স্থূল ও খর্ব্বাকার শশাবিশেষ।

খ

খড়ি—জ্বালানি তৃণকাষ্ঠাদি, লাকরি, কাঠি। খপ্পৎ করিয়া—হঠাৎ, আচম্বিত। খয়—খয়ের, খদির। খসখসা—অমসৃণ। খাইজ, খাউজ—চুলকানি। খাড়া—দাঁড়ান। খাড়া-কখাড়া—অতিশীঘ্র, তাড়াতাড়ি। খাড়ু—মল, পায়ের গহনা। খাদা—জমীর পরিমাণ, ষোল পাখীতে এক খাদা। খাপ—মলাট। খাপ্পা—কুপিত। খাবাসি—বাখারী, বংশোদ্ভব শলাকা। খাম—ঘরের খুঁটি, দারুস্তম্ভ। খামাখা—অনর্থক, মিছামিছি, অকারণ। খালি—কেবল, তুঃ মোটে। খানে—স্থানে, কোন্ খানে কোথায়; তুঃ এখানে, সেখানে। খ্যাড়, নাড়া—খড়, তৃণ। খিদা—ক্ষুধা। খুবরী দেওয়াল—কুলুঙ্গি। খেদান—তাড়াইয়া দেওয়া। খুইষ্টা—শৌচাশৌচ জ্ঞানবিহীন, খৃষ্টান বা খিষ্টান শব্দজ। খেরকি—জানালা।

গ

গতর—গাত্র, শরীর; গতর খাটা—শারীরিক শ্রম। গব গব—জলপতনের শব্দ। গলই, গলি—নৌকার দুই অন্তভাগ, আগাগলি ও পাছাগলি। গয়া—ফড়িং বিশেষ। গাঙ্গ—নদী, ইতরপ্রয়োগ, গঙ্গা শব্দজ। গাছা—প্রদীপ রাখিবার কাষ্ঠাধার। গিরু—গাঁইট, গ্রন্থি, গিরা। গুদারা—খেয়া ঘাট। গুইসাপ—গোসাপ। গোড়—গুঁড়ি; গাছের গোড়ে—গাছের মূলে, তুঃ আগা—গোড়া। গুরমুড়া—পায়ের গোড়ালি। গুড্ডি বা ঘুড্ডি—ঘুড়ি। গুয়া—সুপারি। গো—দের, বহুবচনান্ত ষষ্ঠী-বিভক্তি; আমাগো—আমাদের; কাগো—কাদের ইত্যাদি। গোদানি—উব্দী। গোসা—অভিমান; বালকবালিকার—অভিমান অর্থে প্রয়োগ। গোয়াল—গয়লা, গোয়ালা। গোহাইল বা গোয়াইল—গোশালা, গোয়াল।

ঘ

ঘণ্টা—রম্ভা বা কদলীর শব্দের স্থায় অশিষ্টপ্রয়োগ; যথা, তাঁহার কাছে কিছু প্রত্যাশা কর!—ঘণ্টা—কিছুই নাই—ঠন্ ঠন্। ঘশি—ঘুটে, শুষ্ক গোময়। ঘাও—ঘা, ক্ষত। ঘ্যাগ—গলগণ্ড। ঘিলু—মস্তিষ্ক, মগজ। ঘুচান—খোলা; যথা কে ভিতরে?—কপাট ঘুচা। ঘুটঘুটা—খুব আঁধার, যথা অন্ধকার ঘুটঘুটা।

চ

চকি, চৌকি—তক্তপোষ, খাট। চঙ্গ—মই। চলা—জ্বালানি কাষ্ঠখণ্ড, চেলা।

চাকা—লোষ্ট্র, ঢিল। চাকু—ছুরি। চাঙ্—মাচা। চারি—হাতের বা পায়ের নখ; লোখ্ দেখ। চান্দরা -দোচালা ঘরের দুই অন্তঃস্থ ত্রিভুজাকৃতি স্থান, যথা চান্দরার বেড়া। চ্যাগা -দলিত হইয়া চেপ্টা। চিকা—ছুঁচা। চিপি—ফাঁক, যথা কবাটের চিবিতে (ফাঁকে) কাইয়া লোখে (কড়ে আঙ্গুল) চেঙ্গী লাগছে (চাপা পড়েছে)। চীখৈর—চীৎকার, চেঁচান। চীলা কুঠুরি—দালানের ছাদে উঠিবার সিঁড়ির উপর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। চুকা—ট'ক, অম্ল। চুকি দেওয়া—উাক, গোপনে থাকিয়া দৃষ্টি করা। চেঙ্গড়া—বালক। চেংরাপানা—ছেলেমি। চোট্টা—প্রবঞ্চক। চেঙ্গি—চাপা, চিবি দেখ। চোকলা, চোচা—ফলের খোসা। চোখা—সূক্ষ্ম, যথা, তাহার নাক চোখা, "বোচা" না। চেল্লা—বিছা, বৃশ্চিক। চোখ উদান—চোখ উঠা।

ছ

ছচি—অশুচি, অশুদ্ধ; যথা, আমারে ছুঁইস না, আমি ছচি কর্‌ছি। ছঞ্চা—ঘরের চালের অধোপ্রান্ত। ছন—উলুখড়। ছাও—ছানা, শাবক। ছাইলা, ছাওয়াল, পোলা—ছেলে, পুত্র। ছাওয়াল-পান—ছেলেপিলে। ছাতি—ছাতা, ছত্র। ছানা—বোরা, গুণ। ছিম—শিম, আনাজ বিশেষ। ছিয়া-বিয়া—বিশৃঙ্খল। ছেমড়া—ছোকরা, বালক তুচ্ছার্থে। ছেপ—নিষ্ঠীবন, থুথু। ছেবলা—অল্পবুদ্ধি ও বহুভাষী লোক, নিন্দার্থে। ছোচা—লোভী, পেটুক। ছোটকালে—বাল্যকালে, ছেলে বেলা। ছোৎ করিয়া—শীঘ্র। ছোবা—ছোবড়া। ছৈদ—ছুঁল। ছাড়-দেওয়াল—চারিদিকে ঘেরা পাঁচীল। ছ্যামায়—কাছে, সামনে।

জ

জালা—বৃহৎ মৃণ্ময় জলাধার, ঢাকাই জালা দেখিবার জিনিস। জালি—কচি, যথা জালি পাতা। জালালি কৈতর—কৃষ্ণবর্ণ পারাবত। জিগাইলে—জিজ্ঞাসা করিলে। জুনি পোক—জোনাকি পোকা। জেঠি—জেঠাই। জো—তুক-তাক্, ঔষধ দ্বারা বশীকরণ, পানের সাথে অষুদ দিয়া জো (জয়?) করেছে। জোকার—হুলুধ্বনি বা উলু, জয়কর শব্দজ। জুইত—সুবিধা।

ঝ

ঝাইল—বেত্রপেটিকা বা পেটেরা, এখন ট্রাঙ্কের আমল। ঝাকা—চাঙ্গাড়ি। ঝারী—গাড়ু, ভৃঙ্গার। ঝিনই—ঝিনুক। এখন দুগ্ধপোষ্যদের জন্য চামচ হইয়াছে। ঝাওয়া, ঝামা—বেশী দগ্ধ ইষ্টক। ঝোমন—তন্দ্রা, ঘুম পাওয়া। ঝড়ি—ঝড়।

ট

টাগা—ঘুনসি, বাইটা, শব্দও ব্যবহৃত। টাবলা—অনর্থক বহুভাষী বাচাল, ছেবলা দেখ। টালা দেওয়া—বৃক্ষারোহী বালকের মস্তকে পাখীর চঞ্চুপ্রহার, ছানা রক্ষার জন্য। টুকটুকা—লালরঙ্গ, ছোট জিনিস উপলক্ষে; বড় হইলে ড্যাগডুগা। টেঙ্গুড়ে—এক পায়ে হাঁটা। টুরি—ক্ষুদ্র ডালা ডালা, দেখ। টালকা—ঠাণ্ডা, শীতল।

ঠ

ঠাটা—বাজ, বজ্র। ঠাই ঠ্যান্—কাছে, ঠেঁয়ে, যথা বাপের ঠাঁই চাও, আমার ঠ্যান্ নাই। ঠেটা—প্রবঞ্চক, যে খেলায় দুষ্টামি করে। ঠেটাপানি—ঠেটামি, বজ্জাতি। ঠোকর—গালে ঠোনা মারা, স্ত্রীলোকের ব্যবহার।

ড

ডখি—মৃণ্ময়পাত্রবিশেষ, মালসা। ডা, ডি—টা, টি, কোন্‌ডা, কোন্‌ডি ইত্যাদি স্থলে ব্যবহার। ডাটা—বৃন্ত, বোঁটা। ডাব-ছোলা—ছোট দা, নারিকেল ভাঙ্গিতে ও উহার শাঁস সংগ্রহে ব্যবহৃত। ডালা—বংশনির্ম্মিত পাত্র, মুড়ি মুড়কি ভোজনের জন্য ; চুপড়ী। ডর—ভয়। ডুগডুগা বা ডগডগা—বেশীলাল, টুকটুকা দেখ। ডৈল—গঠন। ডোয়া—গৃহের ভিত্তি। ডোল ধান—ধান, চাল প্রভৃতি শস্য রাখিবার বৃহৎ আধার।

ঢ

ঢলঢল—কাতর, যথা খিদায় (ক্ষুধায়) ঢলঢল করিয়া ফিরে (বেড়ায়) ; বিষে ঢলিয়া পড়া। ঢাহা—ঢাকা, ইতর-প্রয়োগ। ঢুম—ঢোল, শিশুদের-প্রয়োগ।

ত

তথিৎ—অনুসন্ধান, তদ্বির। তগো—তোদের। তর—তোর। তয়কা—তাকিয়া। তা—অনির্দ্দিষ্ট বিষয়সমূহের সর্ব্বনাম ; যথা সকল তা ঠিক রাখ। তালাস—খোজ, অনুসন্ধান। তাইল্লাইগা—তাই লাগি, সেইজন্য। তামুক—তামাক। ত্যানা, তেনা—নেকড়া, ছিন্ন-বস্ত্র খণ্ড, কানি। ত্যানে—তা-হ'লে, তাহা হইলে। ত্যান্দর—দুষ্ট। তিকিচ্ছা—চিকিৎসা। তুলতুলা—খুব নরম (তুলার ন্যায়)। তু—কুকুরকে আহ্বান সঙ্কেত। তেড়িবেড়ি—বক্র-ভাব, অসারল্য। তৈলাচোরা—তেলা-পোকা, আরসুলা।

থ

থনে, থিকা—হইতে, থেকে, চেয়ে, চাইতে, অপেক্ষা। কোহান্ থনে—কোত্থেকে, ইতর-প্রয়োগ। থাপড়—চাপড়, চড়, থাবড়া। থাপা—থাবা, থাবড়া দিয়া কাড়িয়া লওয়া। থোওন—রাখন, স্থাপন। থোড়—মোচা, কদলীফুল। থোৎমা—চিবুক, দাড়ি, থুতি। থ্যাতা—চেপ্টা।

দ

দফনা—অমুক, ফলনা দেখ। দলামোচড়া—কোন জিনিস (কাপড় কাগজ ইত্যাদি) হস্তের মুষ্টিতে লইয়া নিষ্পেষণ করা। দাও—দা, কাটারি। দানা—স্ত্রীলোকের কণ্ঠাভরণ, মালা ; এখন হার ব্যবহার। দিকশিক বা স্তাক স্তাক—মানসিক প্রফুল্লতার অভাব। দুত্তোরিনা—ঐ ভাব ; যেমন দুত্তোরিনা! বড় দিকশিক লাগে—কিছু ভাল লাগে না—বাই চলে ইথান থিকা। দিশা বিশা—ভাল বন্দোবস্ত বা শৃঙ্খলা করা। দুয়ার—দ্বার, ঝাপ, যথা দুয়ারটা দেও অর্থাৎ কপাট বন্ধ কর ; অন্যার্থ উঠান, আঙ্গিনা। দুর্ম্মশা—দুর্ম্মতি, দুষ্ট অপচয়কারী বালকের প্রতি

অভিভাবিকার কটু বাক্য। দুঃখু পাই! —উঃ লাগে! (চিমটী কাটিলে)। দৈলা—পিটালি নির্ম্মিত পুলী, পিষ্টকবিশেষ।

ধ

ধন্না—কড়িকাঠের উপর চালের অবলম্বন স্বরূপ খর্ব্ব বংশদণ্ড। ধারা—চেটাই, মাদুর বিশেষ। ধুরু।—অবিশ্বাসসূচক অব্যয়, যথা ধুরু। তাও কি হয়; "দূর হ" কথা হইতে। ধুৎ—ঐ। ধামা—বেতের চাঙ্গাড়ী, টুকরি।

ন

নণ্ড—খোকা। না করা—অস্বীকার বা মানা করা; যথা, সে "না করে" যাইবার (যাইতে) পারিবে না; তিনি আমারে যাইবার "না করেন"। নয়া—নতুন, নূতন। নাড়া—বীচালি, শুষ্কতৃণ। নাইড়া মুড়া—চুলহীন ন্যাড়া মুণ্ড। নাড়ি—কাপড়ের পাড়। নাহাক—বৃথা, মিছামিছি। নি—তো, কি; সে ভাল আছে নি? তুমি নি ইহা করিতে পারিবে? নালদাঁড়া—মেরুদণ্ড, পিঠের শিরদাঁড়া। নে—দূর ভবিষ্যৎবোধক অব্যয়; যথা, আচ্ছা, করিবনে বা করুমনে অর্থাৎ করিব যখন সুবিধা পাই। নছল্লা—ন্যাকামি। নালিতা—পাট।

প

পলান—লুকাইয়া থাকা, পলায়ন শব্দজ। পলো—বিড়াল প্রভৃতি হইতে দুগ্ধাদি রক্ষার নিমিত্ত বংশনির্ম্মিত আবরণবিশেষ। পাও—পা। পাছ-দুয়ার—খিড়্‌কি। পান বানা—পান সাজা। পাটা-পুতা—শিলনোড়া। পাতিল—মালসা। পাতুরি—মাছের তরকারি। পাখি—জমীর পরিমাণ বিশেষ। পাটখড়ি—পাটকাঠি, প্যাকাটি। পালান—বাগিচা, উদ্যান। পান খাউনি—চুণের সঙ্কেত নাম; মেয়েলি শাস্ত্রানুসারে চুণ বিনামূল্যে বা ধারে আনিতে নাই; সুতরাং প্রতিবেশীর নিকট হইতে চাহিয়া লইতে গেলে "পান খাউনি" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। পারা—পদ দলন, পা দিয়া মাড়ান; পদাঙ্ক, যথা লক্ষীর পারা। পাঁচড়, পাঁচড়া—খোস। প্যাক্—পঙ্ক কাদা। পালা পানসারা—দাঁড়ি-পাল্লা। পোক—পোকা। পোলা—ছেলে, পুত্র, ছাওয়াল দেখ। পোলা-পান—ছেলেপিলে।

ফ

ফলনা, দফনা—অমুক। ফাল—লাফ, লম্ফ। ফালা—ছিন্ন, বিদীর্ণ, ছেঁড়া; কাপড় খানার মধ্যে মস্ত এক ফালা। ফাসা—ফাঁক। ফিরা—বার, যথা, ইফিরা এবার, সেফিরা সেবার। ফিরন্—বেড়ান, চলা ফিরা। ফুটা—ছিদ্র, ছ্যাঁদা। ফুর ফুরা—খুব ধলা। ফেকন—ছুঁড়ে ফেলা, নিক্ষেপ। ফেউর—শিয়াল। ফৈর—পাখীর পালক। ফোট—ফোঁড়া। ফট্টি, ফুটানি—জাঁক, গর্ব্ব। ফাৎরা—কলা গাছের ছোবড়া।

ব

বইল, বউল—মুকুল। বরলা—বালা, হাতের গহনা। বল্লা, বরলা—বোলতা।

বন্ধ—বন্ধ, যথা স্কুল বন্ধ। বরই—কুল (ফল)। বাউলী—বেড়ী (রন্ধন কার্য্যের)। বাইত—বমি। বাথি—অর্দ্ধপক্ক ফলের প্রতি প্রযুক্ত। বাগুণ, বাইগণ—বেগুণ। বারুণ—ঝাঁটা, সম্মার্জ্জনী। বাড়ি দেওয়া—লাঠি প্রভৃতির আঘাত। বাজি—ফুটি (ফল)। বাদ—মনোমালিন্য। বানান—গড়া, তয়ের করা। বাইটা—মাজার ঘুনসি, টাগা। বাহারের—বাহার যুক্ত, বেশ সুন্দর। বাইল পড়া—ধন্না দেওয়া। বিলাই—বিড়াল। বিলাত যাওয়া—নাপিতদের ক্ষৌরকার্য্যে বাহির হওয়া। বিষ করা—বেদনা অনুভব; আমার পেট বিষ করে। বীচি—বীজ। বিহান—প্রাতঃকাল। বুড্‌ডুরে!—খেলায় বিজিতের প্রতি জেতার বিদ্রূপ অভিব্যক্তি। বেজী—নকুল, নেউল। বেবাক—সমুদয়। বেকা-কোকা—বেশী বক্র। বেজকন্যা—বৈদ্য-কন্যা; দ স্থলে জ, ধ স্থলে ঝ চির নিয়ম; তুঃ অদ্য আজ, মধ্য মাঝ। বোচা—খাঁদা নাক। বোলে—নাকি; যথা, সে বোলে আজই ঢাকা যাইবো (যাবে)।

ভ

ভাইস্তা—ভাইপো, ভ্রাতৃজ, ভাতিজা। ভাজ পাওয়া—টের পাওয়া। ভাদাইল—কলাগাছের মধ্যস্থ সারাংশ, আনাজ বিশেষ। ভেঙ্গি, ভেদান, ভেংচি—মুখবিকৃত, ভেউচনা। ভোগা দেওয়া—ছলনা করা, মিথ্যা ব্যবহার। ভাও—দর।

ম

মচ্ছপ—মহোৎসব, ভোজ। মজগুড়—মাগুর মাছ। মটুক—মুকুট, টোপর। মরিচ—লঙ্কা। মর্ত্ত. মর্ত্তন—বাস্তবিক, ঠিক বলছি ইত্যর্থে প্রয়োগ; যথা আমারে ৫৲টা টাকা এখন দেও, আমি মর্ত্ত কাইল বিহানে ফিরত দিমু। মস্তরাম—খুব বড়। মাইচা—চেয়ার, কেদার। মাইজাশাল—ঘরের মধ্যস্থল। মাইখানী—মধ্যাহ্নে অন্নভোজনের পূর্ব্বে চাকর বাকর ও মজুরদের 'জলপান' মুড়ি, চিনি ইত্যাদি। অনুমান হয় পূর্ব্বে কৃষকেরা মধ্যাহ্নে ঐরূপ আহার করিত, পরে ক্ষেত্র হইতে অপরাহ্ণে বা সায়ংকালে আসিয়া অন্নভোজন করিত। মাইয়া—মেয়ে। মাচি—মাচা, মঞ্চ। মাছ মারা—মাচ ধরা। মাজা—কোমর। মাঠা—ঘোল, তক্র। মাকর—মাকড়শা। মালই—নারিকেলের মালা। মিস্ত্রি—মুটে, কুলী, (ঢাকা সহরে ব্যবহৃত); যাহারা মেহনত বা পরিশ্রম করে এই অর্থে বোধ হয়। মুজা—মোজা। মোছ—গোঁপ। মোটে—কেবল, সবে মাত্র। মোটেই—একেবারেই, সে মোটেই যায় নাই। মুচুমুম—বেবাক, সমুদয়, সব। মেরকুষ্টি—অতি দুর্ব্বল।

য

যুয়ান—যুবক, যুবাপুরুষ। যাতা লাগা—চাপা পাওয়া। যানি—যেন; সে কোথায় যানি গিছে।

র

রচনা—পূজার নৈবেদ্য, নাড়ু, মুড়কি, মিষ্টান্ন প্রভৃতি যাহা ঘরে তয়ের করিতে হয়।

রাইঙ্গ—মৃত্তিকাপাত্র বিশেষ, হাঁড়ি। রাম—তামাকের গুড়, অন্য নাম লোচা, নালি। রাঁধুন ঘর—রান্নাঘর, রন্ধন-গৃহ। রাংতা—ডাকের সাজ। রে—কে, কর্ম্মকারকের বিভক্তি, তাহারে আমারে ইত্যাদি।

ল

লটকা—বর্ষাকালে জাত এক প্রকার ক্ষুদ্র বন্য ফল। লগি—নৌকা-চালনার দীর্ঘ বংশদণ্ড। লগে—সঙ্গে, সাথে; লগ্ন শব্দজ। লাইগা—লাগি, জন্য; তগো লাইগা—তোদের জন্য। লাগুর—সাক্ষাৎ; যদি দিনের লাগুর পাই—যদি আমার সুদিন হয়। লাগে—উচিত কর্ত্তব্য ইত্যর্থে; তোমার ইহা কারণ লাগে (করা উচিত, করিতে হয়)। লাথ্থি—লাথি। ল্যাঠা—মুস্কিল, শক্ত। লেমু—লেবু। লোথ্—আঙ্গুল; নখ, অন্য নাম চাপ্নি। লোড়—দৌড় দেওয়া।

শ

শলা—বড় ঝাঁটা, প্রাঙ্গণসম্মার্জ্জনী। শরীল—শরীর। শাস্ত্রের কথা—উপকথা, রূপকথা। শুলাক—ছিদ্র। শুধাশুধি—মিছামিছি, খামকা, বৃথা।

স

সপ—মাদুর। সবরী আম—পেয়ারা। সর্ত্তা—গুবাকাদি ছেদনার্থ যাঁতি। সাজি (সজ্জা শব্দজ) ছোট ডালা, ফুল বা তরকারি রাখিবার জন্য; "ফুলের সাজি", "বাজারের সাজি" চুপড়ী বিশেষ। সাত্তীব—কড়ি কাঠ। সামলান—লুকাইয়া রাখন। সামাতি—ঘরের চালে সামতি দেওয়া, তলা হইতে একজন মজুর কর্ত্তৃক চালের উপর উপবিষ্ট অন্য মজুরকে বন্ধন রজ্জু চাল ভেদ করিয়া প্রদান। সা-দরজা—সদর দ্বার বা সিংহদ্বার; সা-রাজা সুতরাং শ্রেষ্ঠদ্বার। সিদা—অতিথি সৎকার নিমিত্ত চাল, ডাল প্রভৃতি উপকরণ সমষ্টি। সোড়া মাছ—শীতকালের শুষ্ক মাছ। সিংটাল—হিংসা, "সিংহে বর্ণবিপর্য্যয়ঃ"। সুল্পি—সড়কি, বর্ষা।

হ

হ—হাঁ। হল্লিয়া রে!—খেলায় বিজিতের প্রতি জেতার বিদ্রূপ অভিব্যক্তি, তুঃ বুড্ডুরে। হাউস—সাধ। হাস—হাসি। হাবোল—বাসাবাড়ী। হাড্ডি—হাড়। হাচুন—ঝাঁটা, বারুণ। হাবাইতা—লোভী, পেটুক, ছোঁচা। হেচি—হাচি। হোগলা—মাদুরবিশেষ, চেটাই।

শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়।

সাঁওতালী গান

হিন্দুজাতি ও সাঁওতাল জাতি একই বঙ্গজননীর সন্তান। সাঁওতাল জাতি তাহাদের বুদ্ধিমান-হিন্দু ভাইদিগকে অতিশয় সম্মানের চক্ষে দেখে এবং উহাদিগকে আদর্শ করিয়া সতত আপনাদিগের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু হিন্দু-ভাইগণ তাহাদিগের এই অবোধ, অথচ সরল, নিরীহ ও সবল শ্রমপটু ভাইদিগের প্রতি একবার ফিরিয়া চাহিয়াও দেখেন না। কাজে কাজেই ইহাদিগকে মিশনরীগণের আশ্রয় লইতে হইতেছে। মানভূম সম্বন্ধে অনেক পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ আলোচনা হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি মহোদয়গণের মত পণ্ডিতবর্গ এই মানভূমের প্রত্নতত্ত্ব, পুরাতন রাজবংশ ও শিলালিপি প্রভৃতি লইয়া বিস্তর পরিশ্রম এবং গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু এই মানভূমে সজীব অনার্য্যজাতিগণ রহিয়াছে; যাহাদের ভাষা, উপকথা, আচার-ব্যবহার ও গান বোধ হয় ভগ্ন শিলালিপি প্রভৃতি অপেক্ষা অতীতের রহস্য অধিকতর উদ্ঘাটিত করিতে সমর্থ। বঙ্গ-সাহিত্যে এই অনার্য্য-জাতিগণকে লইয়া বিশেষ আলোচনা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ইহারা চিরদিনই তাহাদের হিন্দু-ভ্রাতৃদিগের প্রতি মুখ চাহিয়া রহিয়াছে। কিন্তু হিন্দু-ভ্রাতৃগণ ইহাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাকাইয়া ইহাদের অবজ্ঞা-প্রদর্শন ব্যতীত সুখে দুঃখে কখনও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন এরূপ মনে হয় না।

সাঁওতাল জাতির গান তাহাদের জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ। ইহারা পরিশ্রমশীল, কর্ম্ম করিতে করিতে শ্রমভার লাঘবের জন্য গান করিয়া থাকে, বিশ্রামের সময় সঙ্গীত উপভোগ করাই ইহাদের একটি প্রধান আনন্দ। বিবাহ এবং উৎসবাদির সময় দলবদ্ধ হইয়া বাজনার সহিত নৃত্য করিয়া গান করাই ইহাদের প্রধান স্ফূর্ত্তি।

যদি ইহারা কোনও ঘটনা দেখে এবং যাহা ইহাদিগের নিকট আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয় ইহারা তখন সেই বিষয়টি লইয়া গান বাঁধিতে চেষ্টা করে। নমুনা-স্বরূপ গান নীচে দেওয়া গেল। এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে, সাঁওতালী কথা অনেক স্থলে বাঙ্গালা ভাষায় ঠিক লেখা যায় না; কারণ সাঁওতালী কথার উচ্চারণ অনেক স্থলে বাঙ্গালা অর্থাৎ সংস্কৃত বর্ণমালায় প্রকাশ করা যায় না। মিশনরীগণ সাঁওতালীভাষা লিখিবার জন্য একরূপ ইংরাজী রোমান বর্ণমালা সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাতে কতকগুলি নূতন বর্ণও সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। যাহা হউক অধিকাংশ এই নূতন বর্ণমালার সাহায্য না লইয়াও সাঁওতালী উচ্চারণের ধারা বাঙ্গালা অক্ষরে বুঝান যায়। তবে একটি অক্ষরের দরকার। এইটি পার্শী 'আয়েন' অক্ষরের স্বরূপ অর্থাৎ Guttural অ। এইটি আমরা লুপ্ত অকার দিয়া প্রকাশ করিব। যেমন পার্শী—'মালুম' এই কথাটির উচ্চারণ আমাদের কৃত বর্ণমালায় 'মহলুম' এইরূপভাবে প্রকাশিত হইবে।

নিম্নলিখিত সাঁওতালী গানটি বোধ হয় কোনও অতীত ঘটনার বর্ণনা।

চেতান দিসুম্‌রে ঝুরিকরা লতান দিসুম্‌তে ঝুরিকরা
কিন্ আড়্‌গই সড়ক সড়ক্‌তে।
তালি সাকামতে কিম পহল্লি উলি ডেরই তিকিম কলম
রাম রাম কিন পড়াহে।

অর্থ—পশ্চিমের দিক্ হ'তে এক জোড়া ছোকরা পূর্ব্বের দিকে চলে গেল রাস্তায় রাস্তায়।
তালপাতের বই আমপাতায় শিরের কলম রাম রাম ক'রে পড়ছে।

সাঁওতালী কবিগণের ভাষায় কথায় সংখ্যা অতি কম ছিল। সাঁওতালী জীবনের ঘটনার বৈচিত্র্য তদধিক কম। কিন্তু বোধ হয় কতকগুলি গানে সাঁওতাল কবিগণ তাহাদের দৈনিক জীবনের সামান্ত ঘটনা লইয়া গভীরতর ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

অত্‌ললো সেরমাসিতুম, সিতুম কান্দে মনেওয়া—
সিতুম কান্দে মনেওয়া। হররিগি চাটানি
হররিগি বাড়ি উমুল উমুলান পে মানেওয়া—
উমুলান পে মানেওয়া।

অর্থ—জমীটি গরম, উপরে রৌদ্র রৌদ্র লাগছে রৌদ্র লাগছে।
রাস্তায় পাথর আছে রাস্তায় বড় গাছের ছাওয়া আছে।
জুড়ায়ে লও মনুষ্যেরা, জুড়ায়ে লও মনুষ্যেরা।

এই সংসারে দুঃখ কষ্ট এবং পরিশ্রমের পর পরিণামে শান্তি আছে, পণ্ডিতগণ ও দার্শনিকবৃন্দ মনুষ্যগণকে ইহাই বুঝাইয়া শান্তি প্রদান করিতে চেষ্টা করেন। সাঁওতালগণও যখন দ্বিপ্রহর রৌদ্রে গরম পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া কাঠ কাটে, তখন এই গান লইয়া তাহাদের মনকে ঐরূপ প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে।

নীচের গানটি কোনও বিরহ কাতর সাঁওতাল যাহার স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে তাহারই গান।

ওড়াং আয়ে মা ইঞা আপা।
রাচা রেমা আতো হও।
ওকা রেবা মেদা ইঞ যদা।
ইঞ রেয়া দায়া বাড়ে সেনাতাম খান্।
রেঞেঃ কইড় মেদা যদ্ মে।

অর্থ—ঘরেতে মা বাপ্।
আঙ্গনাতে তো গাঁয়ের লোক।
কোথায় চোখের জল আমি মুছে দি।
আমার জন্ত দয়া তোমার আছে ত।
ঘুরে দেখে চোখের জল মুছে দে।

এই গ্রামে সরল প্রাণ সাঁওতাল তাহার মনকে প্রবোধ দিতেছে যে, যদিও তাহার স্ত্রী-বিরহ দুঃখে বুক ফাটিয়া আসিতেছে, তথাপি তাহার মা বাপ রহিয়াছে, গাঁয়ের লোক রহিয়াছে, যাহারা তাহার স্ত্রী অপেক্ষা কম অন্তরঙ্গ নহে। ইহারা যদি তাহাকে আপনার ভাবিয়া জল মুছাইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার হৃদয়ের বেদনা লঘু হইয়া যাইবে। যদি ব্যক্তিগত দুঃখ কষ্ট ঘুচাইবার একটা প্রধান উপায় বিশ্বজনীন দুঃখ কষ্টে আপনাকে মিলাইয়া দেওয়া। সাঁওতাল তাহাদের সরল প্রাণে যে এই সত্যের উপলব্ধি করিয়াছে, তাহা আজকাল্‌কার সভ্য-জগতের অতি অল্প জীবই অনুভব করিতে পারে।

সাঁওতালী গানের কোন কোন স্থানে দুই এক লাইন খাঁটি বাঙ্গালা থাকে। নিম্নলিখিত গানটি উহার উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে। এই গানটি ছেলে ঘুমপাড়ান গান।

চেতাঙ্‌ দিসম্‌ ক্ষণ হেয় একালা কয়লার যুগী
মাসে মাবাঙ কহ কয়দে ইমাই মে
কোলে আছে সোনের বঁধু কয়দে ইমাইমে।

অর্থ—উপর থেকে আসছে ভিক্ষুক যোগী
দিয়েদে বড় বধু ভিক্ষা দিয়ে দে
কোলে আছে সোনার খোকা ভিক্ষা দিয়ে দে।

আর একটী গান দেওয়া হইল। ইহার দুই লাইন সাঁওতালী এবং দুই লাইন বাঙ্গালা। যথা—

অত্‌মা লো লোকান্‌	ডাঞান লোহকান্‌।
সেরমা সেতুন কান্‌	হবমঞ লোহকান্‌।
মনে কর হে ছাতা ধর।	মুচীকে বল হে পায়ে জুতা।
অর্থ—জমী গরম আছে	পাদুটি জলে্‌ছ আমার
উপরে রৌদ্র আছে	শরীরটি জলছে
ছাতা ধরতে মন কর	মুচীকে পায়ের জুতা
তৈয়ারী করিতে বল।	

নিম্নলিখিত গানটিতে সূর্য্য-গ্রহণ কেন হয় তাহা বুঝাইবার চেষ্টা আছে।—

মারাঙ্‌ বুরুরে দুসেৎ বেরইলে কানায়
হারা লতার লতার তে
মানেওয়া হড়কো বেরইলে কানায়
মানাওয়া মায়া জালাতে
চাদবঙা জনম্‌ জনমে হইড়ি এনায়।

অর্থ—বড় পাহাড়ে দুসেৎ লোকেরা ছিল
মানুষ পাহাড়ের নীচের জমীতে ছিল

ছিল লোকেরা এক সঙ্গে ঘর করে
ছিল পরস্পরের মায়ার বাঁধনে।
ভগবান্ সূর্য্য জন্মে জন্মে ঋণ শোধ করিতে পারিতেছেন না।

গানের মর্ম্মটি সাঁওতালদের এই বিশ্বাসটি জানিলে বুঝা যায়। সাঁওতালদের ধান এবং ধানের চাষ ছিল না। ভগবান্ সূর্য্য সাঁওতালদের মঙ্গলের জন্য দোসাৎ জাতির নিকট হইতে এক মুঠা ধান ধার করিয়া সাঁওতালদের প্রদান করেন। ভগবান্ সূর্য্যের এই ধার সুদে সুদে বাড়িয়া যাইতেছে, শোধ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। সেই জন্য দোসাৎ জাতির কর্ত্তা কখনও কখনও সূর্য্যদেবকে ধারের জন্য পীড়ন করেন এবং তাঁহার তেজ কাড়িয়া লয়েন। সেই জন্য সূর্য্য-গ্রহণ হইল।

রামায়ণের ঘটনা লইয়া সাঁওতালদের অনেক গান প্রচলিত আছে। উদাহরণ স্বরূপ দুই একটি নীচে দেওয়া গেল।—

সীতা কারণতে লংকা গাড়
লএনো জরি জারা ওরে
ওঁনাতেড়ং তবোয়তেড়ং
হাড়ুম্ চাদ লএ না রে

অর্থ—সীতার কারণে লঙ্কাগড় জ্ব'লে গিয়ে ছিল
ওই কারণে সেই কারণে হনুমানও জ্ব'লে গিয়েছিল।

আর একটি গান দেওয়া গেল। যথা—

উরিন বীরতে বামে লক্ষণকে বল এনা
কইকি ইঙ্গাত কাপাট অলকেদা
রামে লক্ষণ কি বনবাসিন

অর্থ—অরণ্য বনেতে রাম লক্ষ্মণ চলে গেল
কৈকেয়ী কপাটে লিখে মেরে রেখে ছিল
'রাম লক্ষ্মণের বনবাস'।

শ্রীসরসীলাল সরকার।

কালকেতুর চৌতিশা

(শ্রীচাঁদদাস রচিত)

ইহার দুইখানি প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে। এক খানার বয়স ৬৮, এবং অপরখানার ৫১ বৎসর। প্রথমোক্তটির লেখকের রামচন্দ্র কেরাণী; ইহার নিবাস—'কধুরখীল' গ্রামে। ইনি বহুতর বারমাস ও চৌতিশা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। ২য় প্রতিলিপি লেখকের নিবাস—চট্টগ্রাম—'করণ-খাইন' গ্রামে। রচয়িতার কিন্তু কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় নাই। দুইখানি প্রতিলিপির মধ্যে অবশ্য পাঠ-পার্থক্য আছে। পাদ-টীকায় ২য় পুঁথি হইতে পাঠান্তর সন্নিবিষ্ট করিয়া দিলাম। অনাবশ্যক বোধে কেবল একটীমাত্র শব্দের বিভিন্নতা সর্ব্বত্র প্রদর্শন করিলাম না। কিম্ভূত কিমাকার ধারণ করে বলিয়া অনুচিত হইলেও, অনেকস্থলে বর্ণাশুদ্ধি শোধন করিয়া দিয়াছি। বলা বাহুল্য, সমস্ত চৌতিশারই রচনা-পদ্ধতি অতি অদ্ভুত ও হাস্যকর। এই একটিতেই যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে। ইতি। *

নমঃ গণেশায়।

কান্দে কালকেতু বীরে, কষ্ট পাইআ কলেবরে, কর্কশ বন্ধন কারাগারে।
কৃপা কর রাজা পদে, কঙ্কনের অপরাধে, (১) কলিঙ্গে কাটিবো কালি মোরে ॥১
খলের নাহিক ভ্রম, খুদ্র রিপু নরাধম, খিছটিআ বন্দি কৈল মোরে। (২)
খাটে বসি মহারাজে, খলের পাঠিলা কাজে, খাপ দিআ বন্দি কৈল মোরে ॥২
গোধারূপে পন্থ যুড়ি, গড়াইআ আছিলেন গৌরী, জ্ঞান না ছিল মোর মনে।
গলে দিয়া গুণ কাসি, গাণ্ডিবে বান্ধিলুম আসি, গৃহে দিলাম গৃহিনীর স্থানে ॥
ঘরিণী ফুলরা রামা, ঘিরিআ ধরিল তোমা, ঘিছটিল কাটিতে তত্‌কাল।
ঘরের সেবক জ্ঞানে, ঘাইট না লইলা মনে, ঘুচাইতে পশুর জঞ্জাল ॥৪
উগ্রচণ্ডা নারায়ণী, উমে কালী কাত্যায়নী, উপজিলা গোধারূপ ধরি।
উপমা দিবারে নারি (৩) উনমত্ত বয়স ধরি, উপর্জিলা অম্বিকা সুন্দরী ॥
চাতুরি দেখিআ তোর, চপল চঞ্চল(৪) মোর, চুকাইআ কৈলা মোর ঠাই।
চাহিআ(৫) রহিলু গৃহে, চমকি উঠিল দেহে, চন্দ্রবদনী চণ্ডিকাই(৬) ॥৬

---

* ৮ম বর্ষের "পরিষৎ-পত্রিকার' ৩য় সংখ্যায় মল্লিখিত 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' শীর্ষক প্রবন্ধে একবার এই চৌতিশার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গিয়াছিল। (১৩শ পুঁথির বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

(১) 'অপবাদে'—২য় পুথি। (২) 'খেজাইল নৃপতির ভয়ে।—ঐ।

(৩) 'বলিতে'—২য় পুঃ। (৪) 'চরিত্র'—ঐ। (৫) চাহিতে চলিলুম গৃহে'—ঐ।

ছাড়িআ কৈলাশ দেশ, ছিন্ন ভিন্ন করি ভেস, ছোট ঘরে কৈলা অধিষ্ঠান।
ছমরে পাইলু ভএ, ছিদ্র পাইআ মহাশএ, ছল করি লইবো মোর প্রাণ ॥৭
জানিআ জঞ্জাল বড়, যুগল করিআ কর, জিজ্ঞাসিলু জননী বোলিআ।
জগত জননী আই, যুক্তি কৈলা মোর ঠাই, জয় দুর্গা নাম হরজায়া ॥৮
ঝটা কাজে নারায়ণি, ঝঙ্কারিআ বাম পাণি, ঝিলি মিলি করেতে কঙ্কন (৮)।
ঝাটে দিলা মোর তরে, ঝাটে লইলু ইন্দু শিরে (১০), ঝগড়া হইল তেকারণ ॥৯
ঞিঅম-কারিণি মাএ, ঞিস্তারিতে রাজা পাএ, নৃপে বদি (১১) করে হুরাহুরি।

ঞিশ্চিন্তে আছিল আমি, ঞিবিয়ে পালিলা তুমি,

ঞিগর (নিগড়) বন্ধন কেনে মোরে(১২) ॥১০

টামন দেশের লোক, টুকেক নাহিক শোক, টানিআ বান্ধিল হাত পাও।
টল মল করে প্রাণ, টুটিল সকল জ্ঞান, টল মল (১৩) করে সর্ব্ব গাও ॥১১
ঠাঠ দেখি চতুর্ ভিত, ঠেলা দিলে (১৪) অনুচিত, ঠাকুরাণি সঙ্কটনাশিনি।
ঠেকিআ বিপক্ষগণ, ঠারাঠারি অনুক্ষণ, ঠগে করে উপহাস্য বাণী ॥১২
ডম্বুরুধারিণি গৌরি, ডাঙ্গ ডাবুস ধরি, ডর হোতে কর পরিত্রাণ।
ডানে বামে দিআ হানা (১৬), ডগমগ করে সেনা, ডলিআ সবের লএ প্রাণ ॥১৩
ঢঙ্গ মতি নৃপদলে, ঢাক শক্তি তোরআলে, ঢাকি রহিছে কারাগারে।
ঢোল করে নিশিপতি, ঢাক ঢোল বাহে অতি, ঢেসা দিআ বলি দিবো মোরে ॥১৪
আন নাহি আন মতি, আন জনে করে ক্ষিতি (১৭) আন জনে কেনে কর মান(১৮)
আনহ খাবর অসি, আনন্দ বিস্তার বসি, আনন্দে রুধির কর পান ॥১৫
তুমি ব্রহ্মা হরিহর, তুমি স্বর্গ ধরাধর, (১৯) তব পদ ভাবে তিন লোকে।
তরাইতে পশুগণ, তোমার হইল মন, তুষ্ট হৈআ বর দিলা মোকে ॥১৬
থর্য্যদা করিআ ঘটে, (২০) স্থিতি কৈলুম গুজরাটে, স্থানান্তর হোতে আনি প্রজা।
স্থাবর কাটিলু হেলে, স্থিতি কৈলু সর্ব্ব বলে, থানা দিআ মুঞি হৈলুম রাজা ॥১৭
দোলা ঘোড়া করি বর, দিলা দেবি বহুতর, দোহাই মান এ সর্ব্বলোকে!
দুন্দুমি বাজনা বাজে, দশ দিগে পাইকে সাজে, দুঃখহীন নাহি রোগ শোক ॥১৮
ধরাই ধবল ছত্র, ধীর মুখে শুনি শাস্ত্র, ধর্ম্ম প্রশংসা ব্রতকথা।
ধনের নাহিক ক্লেশ, ধার্ম্মিক সকল দেশ, ধর্ম্মপুত্র সম প্রজা দাতা ॥১৯

(৬) 'চণ্ডী আই'—ঐ। (৭) 'ছলের নাহিক ভয়'—ঐ। (৮) 'রতন'—২য় পুঃ।
(৯) 'করে'—ঐ। (১০) 'ঝটকি লইলুম শিরে'—(১১) 'কেনে'—ঐ (১৫) 'ঠমকে—২য় পুঃ।
(১৬) 'থানা'—ঐ (১৭) 'আনের না লইছি খিতি'—ঐ (১৮) 'আনে কেনে করে অপমান—ঐ
(১৯) 'তুআ'—ঐ। (২০) 'থৈর্য্য (ধৈর্য্য ?) করিলুম ঘটে'—২য় পুঃ।

নিত্যকিএ নিত্য করে, নগরে পতাকা উড়ে, নআনে দেখিতে সুললিত।
নাহি মোর কোন ভএ, নিত্তি থাকি নিজালএ, নাম মোর নারায়ণীর সুত॥
পরম কতুক রঙ্গ, পুত্র তুল্য প্রজা সঙ্গে, পঙ্কজচরণে মাত্র আশ।
পতিতপাবনী তুমি, পতিত পাতকী আমি, পলকে করিলা সর্ব্বনাশ॥২১
কান্দে বন্দি কৈলা মোরে, ফুকরিআ ডাকম্ তোরে, ফিরিআ বারেক কর দৃষ্টি।
ফণীরূপে ধর খিতি, ফুট বাসে (ভাষে ?) করম স্তুতি, ফল দেঅ দূর কর রিষ্টি২১॥২২
বহিআ শর্ব্বরী জাএ, বেদনা না সএ (সয়) গাএ; বদনে ঢালিআ দেঅ পানি।
বিম্ন হৈবে রাঙ্গা পাএ, বদনে প্রাণি জাএ, বেদে বোলে বিপদনাশিনী॥২৩
ভবানী ভাবিআ২২ গৌরি, ভদ্রকালী মাহেশ্বরি, ভবের বনিতা সর্ব্বজয়া২৩।
ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধরি, ভস্ম কর অথ ঐরি (অরি), ভয় হেতু ভাবম্ অভয়া॥২৪
মৈষাসুর আদি করি, মহাকালী রূপ ধরি২৪, মোরে রক্ষা (রক্ষ ?) মঙ্গলচণ্ডিকা।
মহিমা অনন্ত গুণে, মোরে দয়া নাহি কেনে, মাহেশ্বরি২৫ রুদ্রাণি অম্বিকা॥২৫
যঅস্তি বিজয়া জয়া, যগতের মহামায়া, যানিআ ধরিছম্ তুআ পাএ।
যোড় হস্তে বোলম্ তোরে, যশ দেও সেবকেরে, যন্ত্রণা দিবারে না যুআএ২৬॥২৬
রক্তবীর্য্য সংহারিলা, রুধির সকল পিলা, রণ মধ্যে রাখিলা খেআতি।
রোপনা করিআ চণ্ডী, রক্ষা কৈলা বিম্নখণ্ডি, রাজা পাদ কর ২৭ অভ্যাঅতি॥২৭
লম্পটে পাইল রাজ,২৮ লইল সকল কাজ,২৯ লণ্ড ভণ্ড কৈল প্রজাগণ।
লাঘব হইছে৩০ অতি, লক্ষ্মীমাতা সরস্বতী, লীলাএ মোরে করহ মোচন॥২৮
বারাহিণি বৈষ্ণবানি, বজ্রদণ্ড সনাতনি, বজ্র হস্ত দিআ রাখ মোরে।
বিমানে করিআ ভর, বিপক্ষ বিনাশ কর, বিপত্তিতে ডাকম্ তোমারে৩১॥২৯
শাবিত্রী গায়ত্রী মেধা, শক্তিরূপা স্বাহা স্বধা, শক্তিহস্তে অসুরঘাতিনি।
শঙ্খ চক্র গদা লৈআ, সর্ব্ব শত্রু সংহারিআ, সেবকেরে রক্ষ সনাতনি॥৩০
ষক্র সান সুরগণে, ষেবা করে এক মনে, ষক্কর-ঘরিণি দশভুজা।
ষঙ্কটমোচন জানি, ষানন্দিত হৈআ পুনি, ষহস্র-লোচনে করে পূজা॥৩২
সিবানি সারদা ষষ্টি, সকল তোমার সৃষ্টি, স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ভুবন।
সুম্ভ নিশুম্ভ বলি, সংহারিলা শিব শূলি, সারঙ্গে পূজিল দেবগণ॥৩২

---

(২১) 'ফল দেঅ দূর হউক রিষ্টি'—২য় পুঃ।
(২২) 'ভবানী'—২য় পুঃ। (২৩) 'হরজায়া'—ঐ।
(২৪) মহিষাসুরমর্দ্দিনী। মহাকালী কাত্যায়নী—ঐ।
(২৫) 'মোরে রক্ষা (রক্ষ)'—ঐ। 'যুগাএ'—ঐ। (২৬) 'মাগম্'—ঐ।
(২৭) 'কার্য্য'—২য় পু (২৮) 'লুটিলা সকল রাজ'—ঐ (২৯) 'করিলা'—ঐ।
(৩০) 'বিপত্তি ডাকম তোরে'—ঐ (৩১) 'হুহুঙ্কারে দিআ হানা'—২য় পুঃ।

হস্ত জোড়ে করয় স্তুতি, ভরিষ হইআ মতি, হিত কর হরের ঘরিনি।
হুহুঙ্কার মারি হানা,৩১ হত কর নৃপ সেনা, হিমগিরি রাজার নন্দিনি ॥৩৩
ক্ষেমঙ্করি খর্গধরি, ৩২ ক্ষয় কৈলা ৩৩ জথ অরি, ক্ষেম দোষ অভয়া পার্ব্বতি।
ক্ষেণে ক্ষেণে প্রণামিআ, ক্ষিতিতলে লোটাইআ, শ্রীচান্দ দাসের কাকুতি ॥৩৪

"ইতি কালকেতুর চৌতিশা সমাপ্তং। ১১৯৭ মঘি।"*

শ্রীআবদুল করিম।

---

(৩২) 'রূপ ধরি'—ঐ। (৩৩) 'কর'—ঐ।

* ইতি কালকেতুর চৌতিসা লিক্ষতে সোণএ অএরসে চ
মাআদিষ্টঃ মামা চ লেখীতং ভবা জদি যুদ্ধমযুদ্ধক
তার এত, সাধু পণ্ডিত, কৃষ্ণ কৃষ্ণতি কৃষ্ণেতি জো মাং
স্মরতি নিত্য জনং ভিন্না জথা * * ইতি কাল-
কেতুর চৌতিসা সামপত্ত লেখক শ্রীউমাচরণ গোহ দাস দার্থ।" ৪র্থ পুঁথি। ইহা সন ১২১৩ মঘির লেখা।

কার্য্য-বিবরণী

অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় কাশ্মীর হইতে সংগৃহীত দুইটি জীবাশ্ম প্রদর্শন করেন।

৬। অতঃপর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় "বিক্রমপুরে প্রাপ্ত অবলোকিতেশ্বরমূর্ত্তি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। (এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।) শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয়ের শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। (এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।)

৭। অতঃপর সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, পেশোয়ারের নিকটে বুদ্ধদেবের যে অস্থি পাওয়া গিয়াছে, সে সম্বন্ধে প্রকাশ যে গবর্ণমেণ্ট চীন, জাপান, সিংহল প্রভৃতি স্থানে এই বুদ্ধাস্থি বিতরণ করিবেন। ইহাতে পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করেন যে, যদি সমস্ত ভারতবাসী গবর্ণমেণ্টের এইরূপ অভীপ্সিত কার্য্যের প্রতিবাদ করেন, তাহা হইলে হয়ত গবর্ণমেণ্ট এই প্রতিবাদে কর্ণপাত করিতে পারেন। এ বিষয়ে পরিষদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য একটি পরামর্শ-সভা আহূত হইয়াছিল। সেই সভাতে স্থির হইয়াছে যে যাহাতে বুদ্ধাস্থি ভারতে সংরক্ষিত হয়, সেইজন্য (ক) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদনপত্র প্রেরণ করা হইবে ও (খ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নেতৃত্বে একটি সাধারণ সভা আহূত হইবে। সম্পাদক মহাশয় আরও জানাইলেন যে, এক সপ্তাহ মধ্যে এই সভা আহূত হইবে।

সম্পাদক মহাশয় আরও জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার আবিষ্কৃত অবলোকিতেশ্বর দেবের মূর্ত্তি পরিষদে উপহার দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং এই মূর্ত্তি পরিষদে রক্ষিত হইবে। এই দানের জন্য যোগেন্দ্রবাবু পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। এই প্রসঙ্গে ব্যোমকেশ বাবু জানাইলেন যে কেন্‌সিংটন মিউজিয়ামের কর্ত্তৃপক্ষগণ ২৫০৲ টাকা মূল্য দিয়া এই মূর্ত্তি ক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু যোগেন্দ্রবাবু কোনও মূল্য গ্রহণ না করিয়া এই মূর্ত্তি পরিষদে উপহার দিতেছেন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় বলিলেন যে এই মূর্ত্তি কোথায় ও কি প্রকারে পাওয়া গিয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ যোগেন্দ্র বাবুর মুদ্রিত প্রবন্ধে থাকা বাঞ্ছনীয়।

৮। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন।

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—২৪শে আশ্বিন, ১০ই অক্টোবর ১৯০৯, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

উপস্থিত সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল্, (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্, এ,
রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
" যাদবচন্দ্র মিত্র
" কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী
" বরদাপ্রসাদ বসু
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক
" পশুপতিনাথ ঘোষ
" তারকনাথ বিশ্বাস
" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
" কৃষ্ণকিশোর গুপ্ত
" কমলকৃষ্ণ গুপ্ত
" শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত
" গৌরহরি সেন
" অম্বিকাপ্রসাদ মিত্র
" সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ
" ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
" বনমালী দত্ত
" অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি, এ,
" চুনিলাল রক্ষিত
" প্রবোধচন্দ্র গুপ্ত
" হৃষীকেশ মিত্র
" কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
" পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু
" নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
" রামকমল সিংহ
" বিনোদবিহারী গুপ্ত
" সুরেশচন্দ্র কুণ্ডু বি,এ

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, (সম্পাদক)
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, } সহঃ সম্পাদক।
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্, এ, }

২। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন ঃ—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস Acct, Scottish Churches Collegiate School.
শ্রীললিতমোহন দে	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	মিঃ যোগেশচন্দ্র কাস্তগীর বি, এল্, এড্‌ভোকেট, রেঙ্গুণ।
”	”	শ্রীদীনেশচন্দ্র মুন্সী বি, এল্, এড্‌ভোকেট, রেঙ্গুণ।
”	”	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার বি, এল্, এড্‌ভোকেট, রেঙ্গুণ।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্. এ, অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।
”	”	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন এম্, এ, বি, এল্, অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।
”	”	শ্রীনেপালচন্দ্র রায় বি, এ, অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।
শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ এম, এ, অধ্যাপক, মেদিনীপুর কলেজ।
”	”	শ্রীসত্যচরণ কর, একাউণ্ট্যাণ্ট্, পুলিস অফিস, মেদিনীপুর।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীদামোদর ভকতচাঁদ সা, তৃতীয় সহকারী সা ট্রেণিং কলেজ, রাজকোট।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীবারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এম্. বি, ৮৮ নং বেচুচাটুয্যের ষ্ট্রীট্।
শ্রীজিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, রামপুরহাট
”	”	শ্রীহরিতারণ বন্দোপাধ্যায় এল্, এম্, এস্ রামপুরহাট।
”	”	শ্রীজ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বি, এল্, রামপুরহাট।
”	”	শ্রীশ্যামলানন্দ মুখোপাধ্যায়, উকিল, রামপুরহাট।
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন	”	শ্রীসতীশচন্দ্র সেন, বি, এল্, সরকারী উকিল চট্টগ্রাম।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন বি, এল, উকিল, চট্টগ্রাম।
"	"	শ্রীঅন্নদাচরণ দত্ত, এম্, এ, বি, এল্, উকিল, চট্টগ্রাম।
"	"	শ্রীনরেন্দ্রলাল দাস, বি, এল্, উকিল, চট্টগ্রাম।
"	"	শ্রীমহিমচন্দ্র দাস বি, এল, উকিল, চট্টগ্রাম।
"	"	শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন বি, এল, উকিল চট্টগ্রাম।
"	"	শ্রীদীনেশচন্দ্র রায়, জমীদার, চট্টগ্রাম।
"	"	শ্রীযামিনীকান্ত সেন, বি, এল্, জমিদার, চট্টগ্রাম।
"	"	শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত, এম্, বি, চট্টগ্রাম।
"	"	শ্রীমোক্ষদারঞ্জন রায়, জমীদার, নোয়াপাড়া চট্টগ্রাম।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীবিজয়চন্দ্র পুরকায়েত, বেহার, পাটনা।
"	"	শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঐ
		ছাত্র-সভ্য।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীলালমোহন সোম ১নং বলদেপাড়া রোড কলিকাতা।
"	"	শ্রীসমতুলচন্দ্র সেনগুপ্ত ১২০ নং লোয়ার সার্কুলার রোড।
"	"	শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন চৌধুরী ৬৩নং হ্যারিসন রোড।
"	"	শ্রীপ্রমথনাথ বিশ্বাস ৩০।৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট
"	"	শ্রীবিজয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৭৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	"	শ্রীশরৎলাল বিশ্বাস

৪। তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল :—

শ্রীদৌলত আহম্মদ এম, এম্, দাহার ১০। মুকুর,
শ্রীসারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল্, ১১। উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্ত,
১২। বিদ্যাপতির পদাবলী,
শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু ১৩। শকুন্তলা, ১৪। সীতার বনবাস, ১৫। 88. Irving's Rip Van Winkle & The Legend of Sleepy Hollo.

অতঃপর শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত শ্রীকিরণকুমার সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রাপ্ত শিলিট (Scheelite) নামক খনিজ পদার্থ প্রদর্শন করেন। এই খনিজ পদার্থ নাগপুর জেলাতে পাওয়া গিয়াছিল, এবং ভারতবর্ষে এই খনিজ পদার্থ ইতিপূর্ব্বে আর কেহ প্রাপ্ত হন নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "মধ্যমরাজ দেবের তাম্রশাসন" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে শৈলোদ্ভব-বংশীয় মধ্যমরাজ কর্ত্তৃক কংগোদ বিভাগস্থ কটক জেলাতে কতিপয় ব্রাহ্মণকে ভূমিদান বিষয়ক তিনখানি তাম্রশাসনের উল্লেখ আছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত "বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই সংস্কৃত মহাকাব্য ভারতে লুপ্ত হইয়াছিল। প্রবন্ধলেখক তিব্বত রাজ্যের রাজধানী লহাসা নগর হইতে উদ্ধার করিয়া পণ্ডিত কুঞ্জবিহারী ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের সাহায্যে ইহার বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

অতঃপর ৺রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুতে সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করা হয়। এই প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় বলেন যে, পরলোকগত প্রাণশঙ্কর বাবু নানাপ্রকার দেশ-হিতকর কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন ও কিছুকাল তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যরূপে পরিষদের কার্য্যে অনেক পরিমাণে সহায়তা করিয়াছিলেন।

অতঃপর মুসলমান সমাজের পক্ষ হইতে মিঃ এ, রসুল কর্ত্তৃক প্রেরিত নিম্নলিখিত পত্রখানি সভাপতি মহাশয় পাঠ করেন :—

14. Royd Street.
Calcutta the 13th September 1909.

Dear Sir,

I beg to state that at a public meeting of the Mussalmans, held in Calcutta on the 27th June last, a committee was formed to examine dramas & other publications offensive to the Mahomedans and take steps that such publications & the staging of such dramas are prevented & then

on the 4th July a meeting of the committee was held to discuss how to proceed in the matter and the following is one of resolutions adopted at the meeting:—

"That this committee do approach the recognised leaders of the Hindu community with a view to solicit their co-operation in the promotion of the objects of the committee.

To give effect to the above resolution, I, as President of the said committee, approach you, in the hope that you will readily come forward to co-operate in this matter and bring about better feelings between Hindus and Mussalmans, by trying to remove all causes that have unfortunately created a tension between them over this affair. I am dirceted by the committee to request you to exercise your influence over Bengali authors and managers or proprietors of theatres in this connection and I think this can be done by holding a meeting of prominent Hindu and Mahomedan leaders and others directly or indirectly interested in the matter.

Awaiting the favour of an early reply,

I remain,
Yours faithfully.
(Sd.) A. Rasul.
President of the committee.

এই পত্র সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলেন যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের মধ্যে অসদ্ভাব হওয়া উভয় সমাজের পক্ষেই অমঙ্গলজনক; সুতরাং এই পত্রানুযায়ী সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে একটি সঙ্কল্প করা উচিত বলিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি স্থির করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় জানাইলেন যে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনে এইরূপ এক প্রস্তাব করা হইয়াছিল। তৎপরে অনেক আলোচনার পর সর্ব্বসম্মতি ক্রমে নিম্নলিখিত সঙ্কল্প গৃহীত হইল:—

"ভারতবর্ষীয় হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষভাব উৎপন্ন হয় বা এতদুভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি-বন্ধনের ব্যাঘাত ঘটে, এমন কোন পুস্তক বা সন্দর্ভ ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করিয়া যাহাতে রচিত না হয়, তৎসম্বন্ধে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বঙ্গভাষার লেখকগণকে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন।

"যদি ঐ প্রকার জাতিগত বিদ্বেষপূর্ণ এবং প্রোক্ত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতিবন্ধনের ব্যাঘাতক কোনও নাটকাদি থাকে, তাহা হইলে, তাহা যাহাতে সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত না হয়, তজ্জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণকে সানুনয়ে অনুরোধ করিতেছেন।"

তৎপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, বরোদাতে সাহিত্য-সম্মিলন হইতেছে এবং সেই সম্মিলনে পরিষদের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি-প্রেরণের জন্য নিমন্ত্রণপত্র আসিয়াছে। যাঁহারা পরিষদের পক্ষ হইতে বরোদাতে যাইতে প্রস্তুত আছেন, তাঁহারা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক সম্পাদক মহাশয়কে স্বীয় অভিলাষ জানাইবেন।

তৎপর সভাপতি মহাশয় ৺রাজা রামমোহন রায়, ৺রাজনারায়ণ বসু ও ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়গণের চিত্রের উন্মোচন করিয়া বলেন যে ইহার মধ্যে ৺বটব্যাল মহোদয় "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ" নামকরণ করিয়াছিলেন।

তৎপরে সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর ৺ রাজনারায়ণ বাবুর ও ৺ বটব্যাল মহাশয়ের পুত্রগণ তাঁহাদের পিতৃদেবের চিত্র পরিষৎকে দান করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহারা সকলেই পরিষদের ধন্যবাদের পাত্র। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই ধন্যবাদের প্রস্তাব গৃহীত হইল। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়
সহঃ সম্পাদক।	সভাপতি।

৭ম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২৭শে অগ্রহায়ণ রবিবার অপরাহ্ণ ৫টা।

উপস্থিত সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এম্ এ, বি, এল্ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্, এ, বি, এল্
" অক্ষয়কুমার বড়াল
" বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি,এল্
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
" লোকনাথ চক্রবর্ত্তী
" শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
" যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
" দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্, এ

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রমোহন রায়
" চিন্তাহরণ ঘটক,
" ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
" ভূপেন্দ্রনাথ বসু
" হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়
" শৈলেন্দ্রনাথ বসু
" কনকেন্দ্রনাথ বসু
" অমূল্যচরণ চট্টোপাধ্যায়
" ডাক্তার পশুপতিনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র, এম্, এ
„ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়, বি, এ
„ চারুচন্দ্র বসু
„ সুরেশচন্দ্র সরকার
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত
„ বিনোদবিহারী গুপ্ত
„ তরণীমোহন চন্দ্র
„ যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি, এল্
„ প্রসাদদাস গোস্বামী
„ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এম্, এ
„ আনন্দমোহন সাহা
„ নরেন্দ্রনাথ বসু
„ নরসিদনজী
„ মণীন্দ্রনাথ মিত্র
„ যতীন্দ্রনাথ সেন
„ ললিতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
„ কিরণচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্,এ, বি এস্ সি,
„ সুধীরকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী
„ নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার,এম্,এ বি,এল্
„ অমৃতগোপাল বসু
„ রামকমল সিংহ
„ বিজয়কৃষ্ণ রায়
„ রাজকুমার চন্দ্র
„ মহেন্দ্রনাথ বসু
„ যোগেশচন্দ্র মিত্র
„ শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
„ সুরেশচন্দ্র বসু
„ সুরেন্দ্রমোহন সিংহ
„ নলিনীমোহন সিংহ
„ পান্নালাল বড়াল
„ অনন্তলাল বসু
„ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ
„ সতীশচন্দ্র বর্ম্মণ
„ নবকৃষ্ণ ঘোষ

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্, এ (সম্পাদক)
„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, এম্, এ
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
} সহঃ-সম্পাদক।

২। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এম্, এ বি,এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৩। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীভবতারণ সরকার বি, এ ৯।২ হরিতকীবাগান লেন।
শ্রীললিতমোহন দে	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য Auditor's office Burmah, Rangoon.
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী		রায় পূর্ণচন্দ্র মৌলিক বাহাদুর এম্, এ, বিএল্, ডেপটী ম্যাজিষ্ট্রেট, জাজপুর, কটক

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২ জগন্নাথ সুরের লেন।
”	”	শ্রীপশুপতিনাথ শর্ম্মা, ৪ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
শ্রীললিতমোহন দে	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীঅরুণচন্দ্র পাল, ৬নং ৩১ সংখ্যক ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
শ্রীমণিমোহন সেন	শ্রীনিখিলনাথ রায়	শ্রীরাখালরাজ রায় বি এ, দ্বিতীয় শিক্ষক, নিউস্কুল, বর্দ্ধমান।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী, রায়গ্রাম, যশোহর।
”	”	শ্রীগোপালেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, কলম, রাজসাহী
অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ১৬নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন।
”	”	শ্রীনরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১০নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন।
শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীঅজিতকুমার সেনগুপ্ত ৪নং জগদীশনাথ রায়ের লেন।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়	শ্রীশরচ্চন্দ্র সিংহ Supdt., . Kandi Raj-Estate. কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
”	”	শ্রীমনোহর গুপ্ত এম্, এ, Sub-Dy Kandi. Murshidabad.
”	”	শ্রীসতীন্দ্রমোহন রায়, ৩।১ গৌড়ীবেড়ে লেন।
শ্রীহরিশচন্দ্র ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীধীরাজকৃষ্ণ মিত্র ১৮নং ঘোষের লেন।
শ্রীমণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	”	শ্রীকালীনাথ ভাদুড়ী Acct., Dt. Engineer's, office Bhagalpur.
		শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জমীদার, খলিফাবাগ, ভাগলপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীমণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বসু, এম্‌এ, বি,এল, উকিল, ভাগলপুর।
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উকিল, মশকচক, ভাগলপুর।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীমণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম্‌এ বি, এল্‌ উকিল, ভাগলপুর।
শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২০নং বিডনষ্ট্রীট্‌।
শ্রীঅখিলকুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্রদাস গুপ্ত	শ্রীহরেন্দ্রকুমার ঘোষ বি, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, চট্টগ্রাম
"	"	শ্রীরমণীরঞ্জন দত্ত বি, এ, General Manager, Court of. Wards, Chittagong.
"	"	শ্রীধূর্জ্জটীকুমার দত্ত, কানুনগো, চট্টগ্রাম।
শ্রীকেদারনাথ মজুমদার	"	শ্রীহেরম্বচন্দ্র চৌধুরী, জমীদার, হেমনগর।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়, ৭নং ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন।
শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল	"	শ্রীরাজচন্দ্র চন্দ্র, এম্‌,এ এটর্ণী, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীশশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, এটর্ণী। জেলিয়াটোলা লেন।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার, বি এল্‌, ভবানীপুর।
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র দেব ৬৯।৪ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার ১৮নং রসারোড।
"	"	শ্রীকেশবলাল গুপ্ত, এম্‌. এ, বি, এল্‌, উকিল, পুলিসকোর্ট
শ্রীকেদারনাথ দাশগুপ্ত	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, জমীদার ৫৩নং সুকিয়া ষ্ট্রীট

প্রস্তাবক	সমর্থক	ছাত্র-সভ্য
শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীশরৎচন্দ্র ভাদুড়ী সূত্রগড়, শান্তিপুর, নদীয়া
"	"	শ্রীদ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, Head Master, Municipal School শান্তিপুর, নদীয়া।
"	"	শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্ Head Master, H. E. School, বাঘনাপাড়া, বর্দ্ধমান।
শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	"	পণ্ডিত শ্রীকানাইয়ালাল শর্ম্মা গোপালাচার্য্য, ২২০ হ্যারিসন রোড।
শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল	"	শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সরকার, জমীদার, তামোর বিষহরা, রাজশাহী।
	"	শ্রীগণেশচন্দ্র নন্দী Collecting Supdt. Gumaniganj Kachari, Bhawaniganj, Rungpur.
"	"	শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সরকার ঘোড়ামারা রাজশাহী।
শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীহেমচন্দ্রদাশগুপ্ত	শ্রীনরসিদনজী ৪৮নং এজরা ষ্ট্রীট।
শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীআশুতোষ সাহা বি, এল্, চোরবাগান।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীগোষ্ঠবিহারী কুণ্ডু প্রামাণিক ১৭নং গোবিন্দচন্দ্র সেনের লেন।
"	"	শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, বাঘডাঙ্গা, জেমো, মুর্শিদাবাদ।
"	"	কুমার শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় জেমো, মুর্শিদাবাদ।
"	"	রাজা শ্রীভুবনমোহন রায় রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম।
"	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীবিধুভূষণ গোস্বামী এম্, এ, অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ।
"	"	শ্রীহেমনাথ সেন, ২২নং মতিঘোষের লেন হাবড়া।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমন্ত কুমার কর শান্তিনিকেতন, মুলাজোড়, শ্যামনগর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	ছাত্র সভ্য
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীপুলিনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৭নং প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রোড।
,,	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীগোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ পল্লীবাসী কার্য্যালয়, কালনা।

৪। তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহার পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল :—

১। শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি — বিবিধ মাসিক পত্র (১১০০ সংখ্যা)

২। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী — ৭৫। বর্ণৌষধি দর্পণ ২য় ভাগ

৩। শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

৭৬। The New Testament. E. B, N. D. Church Dispensation.

৭৭। কুসুম-মালিকা (যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত)

৭৮। ৺মনোহারিলাল সেনের স্বর্গারোহণে অশ্রুধারা

৭৯। বিমাতৃক (রাজেশ্বর সাধু খাঁ প্রণীত)।

৮০। বঙ্গীয় সমালোচক (বাউল ফকির চাঁদ বাবাজী বিরচিত)

৮১। সাতনারী (অঘোরনাথ কুমার প্রকাশক)

৮২। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাবলী (রামচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত)

৮৩। হাতেম তাই (বর্দ্ধমান রাজবাটী)

৪। শ্রীপ্রসাদচন্দ্র ঘোষ — ৮৪। ভারতের শেষবীর নাটক (স্বরচিত)

৫। ব্রাহ্মট্রাষ্ট সোসাইটী — ৮৫। Keshab Chandra Sen on British Rule in India, Reprinted from New Dispensation July 1881.

৬। শ্রীদুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী রায়-সাহেব — ৮৬। স্থপতি-বিজ্ঞান (স্বরচিত)

৭। ডাঃ অম্বিকাচরণ মজুমদার — ৮৭। চিকিৎসক (স্বরচিত)

৮। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি, এস, সি, পি, এচ্, ডি, — ৮৮। বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার ২য় খণ্ড (স্বরচিত)

৮৯। A history of the Hindu Chemistry Vol 1-IV (স্বরচিত)

৯। শ্রীআনন্দনাথ রায় — ৯০। ফরিদপুরের ইতিহাস—পরিষৎ-গ্রন্থাবলী

১০। সতীশচন্দ্র ঘোষ — ৯১। চাকমা জাতির ইতিহাস ঐ

১১। Librarian. Govt. Oriental — ৯২। A descriptive Catalogue of the Manuscript Library, Madras. Sanskrit Library.

১২। শ্রীসুমনস হরিলাল ধ্রুব — ৯৩। প্রবাস-পুষ্পাঞ্জলি (এস্, ধ্রুব লিখিত)

১৩। শ্রীহরকুমার সরকার — ৯৪। ইতিহাসমালা (W. Carey প্রণীত, ১৮১২ সালে মুদ্রিত)

১৪। ৺সুখবিন্দু সেনগুপ্ত — ৯৫। প্রেমলহরী
৯৬। দূতী-বিলাস

১৫। শ্রীরজনীকান্ত মুখোপাধ্যায় — ৯৭। চিকিৎসা-প্রণালী
৯৮। ঔষধ সারসংগ্রহ

১৬। শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — ৯৯। শৈশব-লহরী
১০০। মধুমতী

১৭। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত — ১০১। বিক্রমপুরের ইতিহাস—পরিষৎ-গ্রন্থাবলী

১৮। শ্রীনরেন্দ্রনাথ দে — ১০২। অভিনয় প্রণালী ও প্রথার
১০৩। হাসিকান্না

১৮। শ্রীযুক্ত নন্দলাল ঘোষাল—১০৪। Diary of an Austrian Secretary of Legation at the Court of the Czar Peter the Great, Vols 1—II. ১০৫। Alexandri Magni ১০৬। Juvenal's Satires ১০৭। The Eight books of Medicines of A. C. Celsus. Vol II. ১০৮। The Indian Evidence Act. 1891. ১০৯। The Arian Witness (খণ্ডিত) ১১০। The Prayer Book. ১১১। Archæological Remains in Kachh (খণ্ডিত)। ১১২। Report on the Vernacular news-papers and periodicals published in the N. W. P. during 1872. ১১৩। Indian Epic Poetry, Oxford Lectures by Monier Williams. ১১৪। Taylor's Law of Evidence, Vols. I & II. ১১৫। The Pentatouch on the Book of Joshua Colenzo. ১১৬। Anglo-French Dictionary. ১১৭। Geography. ১১৮। Scriptures ১১৯। Bible Hand-book. ১২০। Words of Places. ১২১। Dramas of Southey. ১২২। Latin-English Dictionary. ১২৩। Josephus' Works. ১২৪। Lyra Germanica (Christian life.) ১২৫। Question and Answer for Matriculation etc. ১২৬। Papers relating to the Uncovenented Service Examination in Madras. ১২৭। Discourse of Dante (Latin). ১২৮। The Regulations of the Bengal Code. ১২৯। A Code of Civil Procedure in Burmese. ১৩০। Davidson's Precedents of Forms in Conveying. ১৩১। Greek Accidents (Arnold). ১৩২। Lectures on the Law of Evidence. ১৩৩। Austin's Jurisprudence. ১৩৪। Hebrew and English Lexicon. ১৩৫। General and Civil Circular of Judicial Commissioner of Lower British Burmah. ১৩৬। Chreslomathie (a French book). ১৩৭। Indian Penal Code (in Burmese). ১৩৮। French Grammar (Eton). ১৩৯। Question for Law Stu-

dents. ১৪০। Law of Evidence (Sturkee) ১৪১। Liviticus (Greek), ১৪২। A Guide to the Exam. at the College of Fort Williams. ১৪৩। Several Law Pamphlets. ১৪৪। Trinunus. ১৪৫। A treatise on French Conjugation. ১৪৬। Spanish Grammar. ১৪৭। History of the Greek Dramas. ১৪৮। A Grammar of the Greek Language. ১৪৯। English and Tamil Dictionary. ১৫০। Appendix to the Eton Greek Grammar. ১৫১। Matriculation Greek paper. ১৫২। Method of Acquiring Languages. ১৫৩। Grammar of the Hansa Language ১৫৪। Psalms & Proverbs in Burmese. ১৫৫। Austin's Jurisprudence, Vols. I & II. ১৫৬। Chronological Table of Greek and Roman History. ১৫৭। The Chinese Repository (magazine). ১৫৮। Gradus-ad-Parnassume (French). ১৫৯। Tamil Minor Poets. ১৬০। Indian Antiquary 1888 (Feb. March. June.) ১৬১। The Alps, Switzerland, Savoy & Lombardy. ১৬২। The Pentatouch and Book of Joshua Colenzo, pt. V. ১৬৩। Prose Works of Henry Ware. ১৬৪। A Synopsis of Criticism on old Testament ১৬৫। The Exm. Directory. ১৬৬। Nineveh. ১৬৭। Literature History of the Veda. ১৬৮। A New and Complete Grammar of the Burmese Language. ১৬৯। General Summary of the History of Burmah. ১৭০। Report on the Administration of British Burmah. ১৭১। Post-Office in British Burmah. ১৭২। Euripides' Tragedy. ১৭৩। Arnold's Greek Prose Composition pt. I-II. ১৭৪। Æschylus' Works. ১৭৫। A Gazetteer of the Province of Oudh, (A to G খণ্ডিত). ১৭৬। Life and Writings of Sallust. ১৭৭। A Geneological and Heraldic Dictionary of the Landed Gentry of Great Britain and Ireland by J. Burke Vol. I and II. ১৭৮। Latin Hexameters (Bland). ১৭৯। History of the Conquest of Mexico Vols. I-II & III. ১৮০। Eclogœ Ovidienæ (Arnold) ১৮১। English and Tamil grammatical vocabulary. ১৮২। Judson's Burmese-English Dictionary. ১৮৩। Euripides' Tragedy (Greek) Vol. II. ১৮৪। Greek and Latin Lexicon. ১৮৫। Memoirs of Kemble and History of the Stage Vol. I and II. ১৮৬। Hebrew and Chaldic Lexicon. ১৮৭। Petrifactions and their Teachings. ১৮৮। Arnold's Latin Prose Composition pt, I and II. ১৮৯। A Latin Grammar (Madviz) ১৯০। Roman Antiquity (Alexander Adam) ১৯১। English and Hebrew Vocabulary. ১৯২। Selection from the Edinburgh Review I. III. V. ১৯৩। A Dutch School Grammar (in Dutch) ১৯৪। Persian Works. ১৯৫। Burmese Works. ১৯৬। Dr. Digtees. ১৯৭। Materials from French Prose Composition. ১৯৮। Atlas.

৫। অতঃপর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কান্দী-নিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় কর্ত্তৃক সাহিত্য-পরিষদের জন্য সংগৃহীত তিনটী ধাতুমূর্ত্তি প্রদর্শন করেন। এই তিনটি মূর্ত্তি মধ্যে দুইটি মূর্ত্তি Indian Museum বা British Museumএ নাই। এই মূর্ত্তিগুলি সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেনের সময়ের। এই মূর্ত্তিত্রয়ের একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি ও একটী বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি ও বিষ্ণুমূর্ত্তির মাঝামাঝি কোন মূর্ত্তি এবং তৃতীয় মূর্ত্তিটী কাহার তাহা এখনও ঠিক করিয়া বলা যায় না। তৎপরে রাখাল বাবু মিসেস্ জোন্স (Mrs. Jones) কর্ত্তৃক প্রেরিত প্রস্তর মূর্ত্তি ও বুদ্ধগয়ায় তাঁহার নিজ সংগৃহীত কতকগুলি মৃণ্ময় ছাঁচের প্রতিমা (Seal) প্রদর্শন করেন। গরিব তীর্থযাত্রিগণ এইরূপ seal ব্যবহার করিত। অতঃপর পরিষদের পুথি-সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় কর্ত্তৃক প্রেরিত চৈতন্যদেবের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি এবং সম্রাট্ শাহ আলমের সময়ের তাম্রমুদ্রা ও অপর কতকগুলি মুদ্রা রাখাল বাবু প্রদর্শন করেন।

ফরিদপুর হইতে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ ঘটক মহাশয়ের প্রেরিত একটী কামান শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হয়।

এই প্রদর্শন-প্রসঙ্গে সম্পাদক মহাশয় জানান যে, রাখাল বাবু কর্ত্তৃক প্রদর্শিত মুদ্রাগুলি তিনি নিজে উপহার প্রদান করিয়াছেন ও মিসেস্ জোন্স্ অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বিহার অঞ্চল হইতে বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলি পরিষদে প্রেরণ করিয়াছেন। রাখাল বাবু ও মিসেস্ জোন্স্এর ধন্যবাদের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৬। অতঃপর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল রচিত 'যশোরযুদ্ধ' নামক কবিতা শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় পাঠ করেন। প্রতাপাদিত্য ও মোগলদের যুদ্ধ উপলক্ষ্য করিয়া এই পদ্য লিখিত হইয়াছে।

৭। অতঃপর শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এল্, এম্, আর, এ, এস্, মহাশয় 'বাঙ্গালা ভাষায় দ্রাবিড়ী উপাদান' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। (সমগ্র প্রবন্ধ পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।) এই প্রবন্ধে বিজয়বাবু বলেন যে আর্য্যনিবাসের পূর্ব্বে বঙ্গে যে সকল দ্রাবিড় জাতির বাস ছিল, তাহাদের ভাষার অনেক শব্দ এবং প্রত্যয়াদি বাঙ্গালায় ব্যবহৃত আছে। যে মাগধী প্রাকৃতের ক্রমবিকাশ বা পরিবর্ত্তনে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, সেই প্রাকৃত হইতে ওড়িয়া ভাষারও জন্ম। বাঙ্গালার এবং ওড়িয়ার প্রাচীন ব্যাকরণ বিশ্লেষণ করিলে মূলতঃ এই দুইটী ভাষা যে এক ছিল, তাহাও যেন ধরিতে পারা যায়। বাঙ্গালা ভাষায় যে সমস্ত 'দেশী' শব্দ আছে, তাহাদের মধ্যেও অনেকগুলি তেলেগু, ওড়াও, তামিল, কোল, মুণ্ডা প্রভৃতি জাতির ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে ;—

জাতি	শব্দ	অর্থ	দেশী বাঙ্গালা শব্দ	অর্থ
তেলেগু	আকালি	ক্ষুধার আতিশয্য	আকাল	দুর্ভিক্ষ
তামিল	ইতুবাক্কিতু	বাজ	ঠাটা (পূর্ব্ব)	বাজ

জাতি	শব্দ	অর্থ	দেশী বাঙ্গালা শব্দ	অর্থ
ওড়াও	কোকা, কোকি,	ছেলে, মেয়ে	খোকা, খুকি (পশ্চিমবঙ্গ)	ছেলে
			(পূর্ব্ববঙ্গ)	মেয়ে
তেলেগু ও তামিল	চাপা,	চপ	সপ মাদুর,	সপ
তামিল	পিল্লৈ	ছেলে	পোলা (পূর্ব্ববঙ্গ)	ছেলেপিলে
তেলেগু	পিলল্ল	ছেলে		
ওড়িয়া	পিলা	ছেলে		
তামিল	মোটা	গাঁটারি	মোট	গাঁটরি

বিজয়বাবু আরও বলেন যে, এমন অনেক দেশী শব্দ আছে, যেগুলি এখন ওড়িয়ায় যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যেও ঠিক সেই অর্থে ব্যবহৃত হইত এবং ইহাদের কতকগুলি শব্দ এখনও বঙ্গের নানাস্থানে তদর্থে ব্যবহৃত আছে, অনেকগুলি শব্দ যেগুলি ভদ্রমহলে উচ্চারিত হয় না অথচ ভাষায় যাহাদের ব্যবহার আছে, তাহাদের উৎপত্তি আর্য্যভাষামূলক নহে, কিন্তু অনার্য্যভাষামূলক। প্রাচীন বাঙ্গালার ব্যাকরণ ও প্রাচীন উড়িষ্যার ব্যাকরণ মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। তামিল ভাষার প্রভাবও বাঙ্গালা ও উড়িয়া ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত বিষয় ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করিয়া বিজয়বাবু বলেন যে, এক প্রাকৃত ভাষায় যাহারা কথা কহিত, তাহারা যদি বহুদিন একস্থানে থাকিয়া পরে বঙ্গে এবং উড়িষ্যায় গিয়া স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে, বঙ্গের কোন্ প্রান্তের ভাষাতে এখনও শব্দের ও ব্যাকরণের প্রাচীন আকার অধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে, তাহা দেখিয়া কোন্ দিক্ বা কোন্ স্থানে আর্য্যজাতির আদিম উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল, সেই প্রশ্নের মীমাংসা করা যাইতে পারে।

৮। অতঃপর সম্পাদক মহাশয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুতে সমস্ত পৃথিবীই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। দত্ত মহাশয় পরিষদের অন্যতম স্থাপয়িতা এবং অনেকদিন সভাপতিরূপে পরিষদের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। দত্ত মহাশয়ের জন্য একটী বিশেষ সভার অধিবেশন হইবে। দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি পরিষদের পক্ষ হইতে সহানুভূতিসূচক পত্র দত্ত মহাশয়ের শোকক্লিষ্ট পরিবারবর্গের নিকট প্রেরণ করেন। সেই পত্রের উত্তরে মিষ্টার অজয়চন্দ্র যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাও সম্পাদক মহাশয় পাঠ করেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুতে পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলেন যে, প্রাণকৃষ্ণ দত্তের সমস্ত জীবন নিষ্কাম ধর্ম্মের একটী উজ্জ্বল উদাহরণ। অতঃপর

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও সম্পাদক মহাশয় ছাত্রসভ্য সুখবিন্দু সেনগুপ্ত বি এ মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করেন।

এই তিনটী প্রস্তাবের প্রত্যেকটি সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া গ্রহণ করেন।

৯। অতঃপর শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি, এল, মহাশয় নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী 'বল্লাল ঢিপি' নামক একটী স্তূপের ও বল্লাল দীঘির উল্লেখ করিয়া এই স্তূপ ও দীঘি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করার জন্য সাহিত্য-পরিষৎকে অনুরোধ করেন।

এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইলে পর স্থির হয় যে, পরিষদের কার্য্য নির্ব্বাহক-সমিতি যজ্ঞেশ্বর বাবুর প্রস্তাব সম্বন্ধে যথোপযুক্ত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন যে, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের লিখিত কবিতার ন্যায় কবিতা গত দশ বৎসরের মধ্যে দৃষ্টি-গোচর হয় নাই।

১১। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সহঃ সম্পাদক	সভাপতি।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন।

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।

সময়—২৫শে পৌষ রবিবার অপরাহ্ণ ৫টা।

উপস্থিত

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ; বি, এল্—(সভাপতি)।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্,এ বি,এল	শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিশ্বাস
রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী	,, রামেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ বিএল্	মৌলবি ওয়াহেদ হোসেন বিএল্
,, বরদাচরণ মিত্র এম্ এ, সি এস্	,, অনুকুলচন্দ্র বসু
,, বীরেশ্বর পাঁড়ে	মহম্মদ শ্রীযুক্ত মোজাম্মেল হক
,, ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী এল্ এম্ এস্	শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার বসু বি এ
,, চারুচন্দ্র বসু	শ্রীযুক্ত চিন্তামণি সান্যাল
,, খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্এ	ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী
„ যাদবচন্দ্র মিত্র
„ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন
শ্রীযুক্ত অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বিএ
„ যোগেন্দ্রনাথ মিত্র
„ মণিমোহন সেন
„ অমরনাথ শর্ম্মা
„ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ সতীন্দ্রমোহন রায়
„ নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
„ সতীশচন্দ্র বসু
„ পূর্ণচন্দ্র দত্ত
„ বিনোদেশ্বর দাস গুপ্ত বিএ
„ নরেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
„ হৃষীকেশ মিত্র
„ আবদুল ওয়াহেদ
„ হামেদুল হক্
„ পশুপতিনাথ ঘোষ
„ হেমচন্দ্র ঘোষ
„ রামকমল সিংহ
„ পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু
„ বিনোদবিহারী গুপ্ত
„ সতীন্দ্রসেবক নন্দী
„ খগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
„ অমৃতগোপাল বসু
„ দ্বারকানাথ দাস
„ নন্দলাল সিংহ এম্‌এ, বিএল্
„ বেণীমাধব ঘোষাল

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্,এ (সম্পাদক)
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ } সহঃ-সম্পাদক
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহঃ-সম্পাদক

২। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্‌এ, বি এল ; মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৩। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীমহেশচন্দ্র সরকার	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীসতীশচন্দ্র দে এম্, এ অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর কলেজ।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীভবানীচরণ সেন কালীতলা, দিনাজপুর।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র মিত্র এম্,এ ১ নং লাল ওস্তাগরের লেন।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীশচন্দ্র মিত্র এম্‌এ, বিএল্, ৪৮।১ বীডন রো।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীপিয়ারীলাল হালদার এম্,এ বি,এল্, ১।৩ গৌর লাহার ষ্ট্রীট
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	সিদ্ধেশ্বর বাৎস্যবেদার্থী বেলুন, পাণ্ডুয়া।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	শ্রীগঙ্গাচরণ দাস গুপ্ত এম্,এ, ময়মনসিংহ।
শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনরসীজন জী, এজরা ষ্ট্রীট।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীপুরুষোত্তম সিংহ বি,এ, ৬৮।৬ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।
মহারাজা শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী	কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়	মহারাজকুমার শ্রীগোপাললাল রায় ১১ নং চৌরঙ্গী লেন।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি,এ, বি, এল ; ৩ রায়ের লেন।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মুস্তফী দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট, বাগবাজার।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীকুঞ্জবিহারী মণ্ডল ডি, এল, এম্, এস্ ; ৫৬ বেণ্টিক ষ্ট্রীট।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	কবিরাজ শ্রীঅমূল্যচন্দ্র বৈদ্যরত্ন ১৫ সেণ্ট্ জেম্স্ লেন।

ছাত্র-সভ্য

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
কবিরাজ শ্রীদুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীঅবনীকান্ত উপাধ্যায় কাব্যব্যাকরণতীর্থ
,,	,,	শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র ভঞ্জ
,,	,,	শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন ব্যাকরণতীর্থ
		শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীরামকমল সিংহ	মুন্সি মহাম্মদ মোজাম্মেল হক ২।১ ক্রীক রো।
,,	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরী বি,এ, ৫৬।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি,এ, ৪১ মির্জাপুর ষ্ট্রীট।

৪। তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহার প্রাপ্ত পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইল :—

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী নন্দী ২০১। শিখ দৃশ্যকাব্য (স্বরচিত)

শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ ঘোষ ২০২। Maharsi Swami Dayananda Saraswati, ২০৩। গুরুকুল বিদ্যালয় সম্বন্ধে নিবেদন, ২০৪। বেদবিষয়ে ইংরাজীমতের প্রতিবাদ—শশধর তর্কচূড়ামণি প্রণীত—২০৫। Sankhya-Yoga Karma-Yoga by Swami Atmananda.

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত ২০৬। কাব্যকণা (স্বরচিত)

মৌলবি শ্রীযুক্ত মোজাম্মেল হক ২০৭। জাতীয় মঙ্গল ঐ

শ্রীযুক্ত দৌলত আহম্মদ এম্ এম্ দাহার—

২০৮। The stair-case of improvement (স্বরচিত) ২০৯। রাজউৎসব ২১০। বঙ্গভিখারী, ২১১। হর্ষাষ্টক।

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্,এ ২১২। রাজনারায়ণ বসুর আত্মজীবনী।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর সি, আই, ই

২১৩। ভ্রান্তিবিনোদ ২১৪। ভক্তির জয়, ২১৫। নিশীথ চিন্তা, ২১৬। প্রভাত চিন্তা, ২১৭। নিভৃতচিন্তা।

শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল চৌধুরী ২১৮। মণিপুরের ইতিহাস (স্বরচিত)

শ্রীমতী সরোজিনী দেবী ২১৯। আদর্শ জীবনী ঐ

শ্রীযুক্ত শশধর রায় ২২০। ভাষা—আদিরস এবং পরবশতা ঐ

Mr. Jules Bloch Castes-et-Diabates-En-Tamul (স্বরচিত)

শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ২২২। খোকা-খুকির-খেলা (স্বরচিত)
২২৩। মা বা আহুতি ঐ

পুঁথি

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ বি,এ, মনসামঙ্গল (ক্ষেমানন্দ) ২। বিরাটপর্ব্ব (কাশীরাম দাস)
দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ—১। বঙ্গীয় শব্দাভিধান (১২৪৫ সাল)

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ মহাশয় ইস্‌পোলা নামক স্থানে প্রাপ্ত বৌদ্ধস্তূপের মধ্যস্থ স্বর্ণনির্ম্মিত ভস্মাধার ও পেশোয়ারে নবাবিষ্কৃত কণিষ্কস্তূপে প্রাপ্ত স্ফাটিক ভস্মাধারের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া জানাইলেন যে, গত বৎসর পেশোয়ারের নিকট যে ভস্মাধার পাওয়া গিয়াছে তাহাতে চারিটি খরোষ্ঠী লিপি আছে। কিন্তু তাহার তিনটি মাত্র স্পষ্টরূপে পাঠ করা গিয়াছে। এই তিনটি ভস্মাধারে কাহার ভস্ম রক্ষিত হইল এ সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নাই। চতুর্থ খোদিত লিপির যতটুকুর অস্তিত্ব আছে তাহা হইতে বুঝা যায় যে তাহাতে বুদ্ধের কিম্বা বুদ্ধের অস্থি সম্বন্ধে কোনও কথা নাই। ভগবান্ গৌতম বুদ্ধের অস্থি

যদি এই ভস্মাধারে রক্ষিত হইত, তাহা হইলে খোদিত লিপিতে নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ থাকিত। খোদিত লিপিতে বুদ্ধাস্থি সম্বন্ধে কোনও কথা না থাকায় প্রমাণ হইতেছে যে পেশোয়ারে আবিষ্কৃত অস্থি গৌতম বুদ্ধের নহে। বুদ্ধের মৃত্যুর ১২।১৩ শত বৎসর পরে হিউয়েনসং ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে গৌতম বুদ্ধ সম্বন্ধে এতদূর বিস্মৃতি ঘটিয়াছিল যে তিনি কতকাল পূর্ব্বে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন, তাহা কেহই স্থির বলিতে পারিত না। সুতরাং কেবল একজনের উক্তির উপর বিশ্বাস করিয়া বুদ্ধাস্থি রূপ গুরুতর ব্যাপারের মীমাংসা হওয়া উচিত নহে। ইস্‌পোলা স্তূপের ভস্মাধারের ন্যায় শত শত ভস্মাধার গান্ধার দেশে নিত্য আবিস্কৃত হইতেছে, কিন্তু কোনটিতে কাহার অস্থি আছে, তাহা একেবারেই বলা যায় না।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে ডাক্তার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস মহাশয় "বাঙ্গালা ভাষায় স্ত্রী সর্ব্বনামের প্রয়োজনীয়তা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে উঠিয়া বলিলেন,—'আমি' ও 'তুমি' এই উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের সর্ব্বনামের লিঙ্গভেদ না করিলে চলে বলিয়াই কোন ভাষাতেই নাই। পারসী ও হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় লিঙ্গভেদে ক্রিয়ার রূপ-ভেদ হয় বলিয়া, সেই সকল স্থলে "আমি" ও "তুমি"র উদ্দেশ্য-পদের লিঙ্গ সহজেই বুঝা যায় কিন্তু 'আমি' 'তুমি' ভিন্ন অন্য সর্ব্বনামে অর্থাৎ তৃতীয় বা প্রথম পুরুষের সর্ব্বনামের লিঙ্গ-ভেদ না করিলে, অনেক সময়ে কাজ আটকায়; এই জন্য অধিকাংশ ভাষায় প্রথম পুরুষের দ্বিবিধ বা ত্রিবিধ লিঙ্গভেদ আছে। বাঙ্গালা ভাষায় লিঙ্গভেদে ক্রিয়ার রূপ ভেদও হয় না বা প্রথম পুরুষের সর্ব্বনামের লিঙ্গভেদও নাই। এজন্য ভাষায় অনেক স্থলে অর্থবোধের জটিলতা ঘটে, বিশেষতঃ আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থাদিতে বড়ই সঙ্কট উপস্থিত হয়। আমার গ্রন্থাদিতে এই সঙ্কট মোচনের জন্য অনেক বিচার বিতর্ক করিয়া প্রথম পুরুষের লিঙ্গভেদে শব্দভেদ করিতে হইয়াছে। আমি নূতন কিছু করি নাই, ভাষায় যাহা চলিত আছে, ব্যবহারে যাহাকে অল্প সংখ্যায় পাইয়াছি, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। এই রূপে পুংলিঙ্গে তিনি —সে রাখিয়াছি, স্ত্রীলিঙ্গে সা—তস্যা লইয়াছি। বাঙ্গালা প্রথম পুরুষের কর্ত্তাকারকে "তিনি" 'সে'-র স্ত্রীলিঙ্গে সংস্কৃত "সা" শব্দটি লইয়াছি, এইটি প্রথম গ্রহণ কিন্তু ঋণ নহে, অপহরণ নহে। যে সংস্কৃতের শব্দভাণ্ডার হইতে আমাদের মাতৃভাষার অধিকাংশ শব্দ লওয়া হইয়াছে, ইহা সেই সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারেই প্রাপ্ত। তস্যা শব্দটি পুরাতন দলীল দস্তাবেজ ও ভট্টাচার্য্য লিখিত প্রাচীন বাঙ্গালায় পাইয়াছি। সম্প্রতি বঙ্গবাসী পত্রিকায় রাণী ভবানীর যে পত্রের প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যেও এই সংস্কৃত শব্দটিই বাঙ্গালায় প্রথম পুরুষের সর্ব্বনামের স্ত্রীত্ব প্রকাশার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে আমার অন্যান্য যে সকল যুক্তি আছে, তাহা আমার প্রবন্ধে আমি বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছি, তাহা পড়িয়া শুনাইতে গেলে আপনাদের বিরক্তিকর হইবে। প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে, আপনারা আমার প্রস্তাবের সারবত্তা, পোষণার্থ যুক্তি এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উদ্ভাবিত উপায়গুলি লইয়া আলোচনা করিতে পারিবেন। এ সম্বন্ধে আমি ডাঃ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ও শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছি; তাঁহারাও সঙ্কটের স্থলগুলি বিচার করিয়া প্রতিকার যে আবশ্যক, তাহা স্বীকার করিয়াছেন। আমি যাহা ভাল বুঝিয়াছি, তাহা আমার গ্রন্থে চালাইয়াছি, হোমিওপ্যাথির ছাত্রেরা তাহা পড়িতেছে এবং তাহা দ্বারা তাহাদের এবং তাহাদের শিক্ষকদিগের কাজ বেশ চলিয়া যাইতেছে। এক্ষণে আপনাদের নিকট সাহিত্য পরিষদের নিকট বাঙ্গালা সাহিত্যের বিচক্ষণ লেখকদিগের এ বিষয় উপস্থাপনের উদ্দেশ্য এই যে, আপনারাও আমার মত এ বিষয়টা লইয়া আলোচনা করুন, চিন্তা করুন এবং কর্ত্তব্য অবধারণ করুন। প্রতিকারের জন্য আমি যে নকল শব্দ লইয়াছি, ভাল বোধ হয় সেইগুলিই রাখুন নতুবা উপযুক্ত শব্দ-নির্ব্বাচন করিয়া দিন, আমিও তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। এ সম্বন্ধে একদিনে কাজ হইবে না, এ সম্বন্ধে বিচার-বিতর্কের জন্য সময় আবশ্যক, আপনারা এ বিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া কাজে অগ্রসর হউন, এই আমার প্রস্তাব।

তৎপরে উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় জানাইলেন যে তাঁহার প্রবন্ধ কিছু দীর্ঘ—পড়িতে সময় অধিক লাগিবে। সভাপতি মহাশয় এজন্য প্রস্তাব করিলেন যে উহা অন্য অধিবেশনে পাঠের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হইবে। এই প্রস্তাবে বিদ্যারত্ন মহাশয় সম্মত হইলে, তাঁহার প্রবন্ধপাঠ এ অধিবেশনে স্থগিত রহিল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার "বিক্রমপুরে সৌরপ্রভাব" প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধ ১৩১৬ সালের ফাল্গুন মাসের 'সুপ্রভাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। যোগেন্দ্র বাবু প্রবন্ধে স্থূলতঃ দেখাইয়াছেন যে, যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে বৈদিক কাল হইতেই ভারতে সূর্য্যোপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল। পুরাণবর্ণিত শাম্বোপাখ্যান হইতেও তাহাই সূচিত হয়। ক্রমশঃ সূর্য্য-পূজা ও সূর্য্য-প্রতিমা বাঙ্গলা দেশেও ছড়াইয়া পড়ে, শেষে পদ্মা, মেঘনাদ চর ও বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামেও যে এককালে অসংখ্য সূর্য্য-প্রতিমা মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এখন ও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই স্থলে বক্তা মূলচর গ্রামে প্রাপ্ত এক সূর্য্য- প্রতিমার ফটোগ্রাফ দেখাইয়া বলেন এরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু সূর্য্য-প্রতিমা এখনও গ্রাম্যদেবতারূপে নানা নামে বিক্রমপুরের নানা গ্রামে পূজিত হইতেছেন। অতঃপর তিনি বিক্রমপুরে সূর্য্যপূজার এখন কি অবস্থা, সূর্য্যব্রতের নিয়মাদি বিবৃত করিয়া এবং আনুসঙ্গিক বাঙ্গলার আরও দু এক স্থানের সূর্য্যপূজার কথা উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করেন। সূর্য্যোপাসনায় যে রোগ মুক্ত হয়, শাম্ব যে কুষ্ঠ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, রামায়ণে যে শত্রুবধার্থ রামের আদিত্য-হৃদয় স্তব পাঠের ব্যবস্থা দেখা যায় এবং সূর্য্যবরে দ্রৌপদীর অক্ষয় অন্নপাত্র লাভ হইয়াছিল, চিন্তাদেবী সূর্য্যবরে স্বরূপ লুকাইয়া কুরূপের আবরণে সতীত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, যোগেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধে এ সকল কথাও আছে।

ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী সূর্য্যরশ্মি দ্বারা ব্রণপীড়া আরোগ্যের কথায় বলিলেন, এক্স্-রের সাহায্যে কর্কট (Cancer) রোগ আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে।

পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বলিলেন, প্রবন্ধ বেশ মনোরম, ভাষা প্রাঞ্জল এবং বিষয়টি বিশদ ভাবে লিখিত হইয়াছে। কেবল বিক্রমপুর নহে, পূর্ব্ব বঙ্গের বহুস্থানে সূর্য্যপূজা, সূর্য্যব্রত আছে। খুঁজিলে সূর্য্যমূর্ত্তিও পাওয়া যায়। মগ ব্রাহ্মণেরাই আদি সূর্য্যপূজক নহে, তাহাদের অনেক আগে আর্য্যেরা সূর্য্যপূজা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

চাকমা-জাতির ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন, চট্টগ্রামের পাহাড়ীদের মধ্যে ঠিক সূর্য্যপূজা নাই। চাকমা জাতি "বৃহৎ তারা" নামে এক জ্যোতির্ম্ময় তারকার পূজা করে। তাহাদের সেটি তারাই—সূর্য্য নহে। এই তারা-দেবতাই তাহাদের ধনধান্যের দেবতা। চট্টগ্রামের অধিবাসী মগদিগের মধ্যে সূর্য্যপূজা নাই। হিন্দু রমণীরা মাঘী শুক্ল রবিবারে কোন প্রসিদ্ধ স্থানে রবি-ব্রতের জন্য জড় হয়—স্থানটিকে সূর্য্যখোলা বলে। জ্যৈষ্ঠ-পুরা ও ফতেয়াবাদের সূর্য্যমেলা বিশেষ প্রসিদ্ধ। নিঃস্ব লোকেরাও ঘৃতদীপাদি দ্বারা পূজা করে।

কবিরাজ দুর্গানারায়ণ শাস্ত্রী বলিলেন, সূর্য্যের পূজা প্রতিমা দ্বারা কতকাল প্রচলিত হইয়াছে, তাহা যোগেন্দ্র বাবু বা বিদ্যারত্ন মহাশয় আমাদের বলিয়া দিলেন না। তাহা না জানিলে সূর্য্য পতিমা মগদিগের আনীত কি না বলা যায় না। চন্দ্রশেখর বাবুর প্রবন্ধ-সম্বন্ধে মীমাংসা বাঞ্ছনীয়। এজন্য বিশেষজ্ঞদিগের একটা সভা হওয়া আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বলিলেন, আউটশাহী গ্রামে ৭।৮ হাত উচ্চ সূর্য্যমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছে। ৫০।৬০ জন লোক ও পুষ্করিণীর গর্ভ হইতে ইহা উঠাইতে পারে নাই। বিক্রমপুরে এত সূর্য্যমূর্ত্তি কি করিয়া আসিল? ইহা অনুসন্ধান-যোগ্য।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, চন্দ্রশেখর বাবুর চেষ্টা প্রশংসনীয়, তবে তাঁহার প্রস্তাবের মীমাংসা শীঘ্র হইবার নহে, দশ বছরেও হইবে কি না সন্দেহ। বুঝিতে পারিতেছি, স্ত্রী সর্ব্বনামের প্রয়োজন ডাক্তার বাবুর যতটা হইয়াছে, সাধারণের হয়ত ততটা হইবে না। শব্দের আকার, শব্দের সংখ্যা, এমন কি, বাক্যের বিস্তৃতিও কমাইয়া দেওয়াই ভাষার একটা লক্ষ্য। অনেক ভাষায় স্ত্রী সর্ব্বনাম আছে বটে, আবার অনেক ভাষায় নাই। অনেক ভাষার সংস্কার হইয়াছে, সাতটা কারকের বিভক্তি এখন অনেকেই কমাইয়া দিয়াছে, অনেক ভাষা দ্বিবচন ত্যাগ করিয়াছে, বাঙ্গলাতে স্বভাবতঃ এগুলা নাই, এখন স্ত্রী-সর্ব্বনাম বাড়ান উচিত কি না, বাড়াইতে পারা যাইবে কি না, তাহা বিবেচ্য। এসম্বন্ধে পরিষদের কি কর্ত্তব্য তাহা কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে ঠিক করা যাইবে। যোগেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধের ভাষার ও রচনার পারিপাট্যের প্রশংসা করিতে হয়। সূর্য্য পূজা বহুকালের। বেদেও আছে আর যে দেশে বেদ নাই, সে দেশেও আছে। বাঙ্গালার সূর্য্য-পূজা ধার করা নহে, বেদের উপদেশ হইতেই সূর্য্য-পূজা বাঙ্গালায় চলিয়াছে। সূর্য্য-প্রতিমার উৎপত্তি সম্বন্ধে গবেষণা আবশ্যক, তাহার পর অন্য কথার মীমাংসা হইতে পারিবে। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন
সহঃ সম্পাদক।	সভাপতি।

নবম মাসিক অধিবেশন

স্থান,—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।

সময়,—২৮শে মাঘ, ৯ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার অপরাহ্ণ ৫টা।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন।

উপস্থিত—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম্ এ।
,, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।
,, বীরেশ্বর পাঁড়ে।
,, উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন।
,, অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।
কবিরাজ যোগেন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাভূষণ এম্ এ।
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন।
,, বিরিঞ্চিমোহন সেন।
,, অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি,এ
,, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ
,, চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ বি, এল্।
,, মন্মথমোহন বসু বি, এ।
,, গোষ্ঠবিহারী কুণ্ডু প্রামাণিক।
,, রামপদ সিংহ।
,, করুণাচন্দ্র মজুমদার।
,, যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র।
,, পুলিনবিহারী দত্ত।
,, গৌরহরি সেন।
,, হেমন্তকুমার কর।
,, গৌরগোপাল সেন।
,, তারাপ্রসন্ন সেন।
,, ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।
,, মাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার।
,, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ।
,, অমৃতগোপাল বসু।
,, তারকনাথ বিশ্বাস।
,, বরদাপ্রসন্ন মিত্র।
,, যোগেশচন্দ্র মিত্র।
,, নগেন্দ্রনাথ সেন (খুলনা)
,, সত্যেন্দ্রনাথ সেন।
,, যাদবচন্দ্র মিত্র।
,, হৃষীকেশ মিত্র।
,, অম্বিকাচরণ মিত্র।
,, আশুতোষ সিংহ।
,, নিশিকান্ত সেন।
,, ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
,, শ্রীশচন্দ্র বসু।
,, ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, করুণাকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।
,, সুরেশচন্দ্র কুণ্ডু।
,, খগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু।
,, বাণীনাথ নন্দী।
,, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
ডাক্তার শ্রীযুক্ত বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়
,, সুরেশচন্দ্র সরকার।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (সম্পাদক)

,, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত। } (সহঃ সম্পাদক)
ব্যোমকেশ মুস্তফী

১। সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে রঙ্গপুরের পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২। অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৩। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, ১৫।২ সীতানাথ রোড।
	„	শ্রীসত্যচরণ বসু এম্, এ, ৩।১ ঈশ্বর ঠাকুরের লেন।
	„	শ্রীবেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায় এমারেল্ প্রিণ্টিং ওয়ার্ক, সিমলা ষ্ট্রীট।
	„	শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র এম্ এ ২৩ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট্।
	„	শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এটর্ণি, ৫নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
	„	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত ষ্টারথিয়েটার।
	„	শ্রীবিদ্যুৎপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার, প্রাসাদ, পাথুরেঘাটা।
	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্, এ, ১৬৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীগোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্এ, বিএল, ১৬নং হরিশচন্দ্রের লেন ভবানীপুর।
শ্রীহেমন্তকুমার রায়	„	শ্রীসচ্চিদানন্দ লাহিড়ী ৫নং নীলমাধব সেনের লেন।
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু	„	শ্রীবিশ্বেশ্বর প্রসাদ ঘোষ ৪৭নং বীডন ষ্ট্রীট।
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	„	শ্রীদেবব্রত বিদ্যারত্ন এম্, এ, ১৩নং ঘোষের লেন

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীসতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ৯নং ভীমঘোষের লেন।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসতীশচন্দ্র রায় Private Secy, Moharaj-Kumar Gopal Lal Ray. ১১ নং চৌরঙ্গী লেন।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	ডাক্তার প্রিয়নাথ নন্দী ১১নং আপার সার্কুলার রোড।
শ্রীহেমেন্দ্রমোহন বসু	„	শ্রীযামিনীমোহন মিত্র এম্ এ, Personal Assistant to the Registrar, Co-operative Credit Society. Bengal Writers Bdg. Calcutta.
শ্রীসত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়		শ্রীজীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ বঙ্গবাসী কলেজ ৪১নং হ্যারিসন রোড।
		শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি,এ ৬৪নং বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
		শ্রীনীহারচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৭৩।১নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব	শ্রীসুবলকৃষ্ণ বসু ১২নং নীলমণি মিত্রের লেন।
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসারদাচরণ মিত্র	শ্রীসতীশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৫নং বেনেটোলা লেন।
শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব	শ্রীজীবনকৃষ্ণ বসু ১২।১ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট।
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীউমেশচন্দ্র বসু ২৮।২ অখিল মিস্ত্রীর লেন।
„	„	শ্রীরেবতীমোহন সেন ২৮।২ অখিল মিস্ত্রীর লেন।
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন, এম্ এ,বি, এল্ অধ্যক্ষ হেতমপুর কলেজ।
„	„	শ্রীসন্তোষচন্দ্র গুপ্ত, এম্. এ, সব্ ডেপুটী, সিউড়ী বীরভূম।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্রদাশ গুপ্ত	শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন, বি এল, Extra Asst. Commr. Naogaon.
শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীনারায়ণদাস মজুমদার, এল্‌, এম্‌ এস্‌, নশীপুর মুর্শিদাবাদ।
শ্রীসত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীঅবনীনাথ ভট্টাচার্য্য, এম্‌, এ, ১০৬।৯ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র বসু, ৬৩ বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীশিশিরকুমার দত্ত, ৫৬ বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীরাধারমণ সিংহ, ৫৬ বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
	„	শ্রীহরিপদ মৈত্র, বি, এ, ২৯।১১ মদন মিত্রের লেন।
শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	„	শ্রীদিগেন্দ্রনাথ সেন, সাক্রাইল, টাঙ্গাইল।
শ্রীপ্রমথনাথ নন্দী	„	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এল্‌, এম্‌, এস্‌, Junior Medical officer.Haddo, Port Blair.
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	„	শ্রীনীলমণি চক্রবর্ত্তী, এম্‌, এ, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ।
„	„	শ্রীপশুপতিনাথ মিত্র, এম্‌, বি,
শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরেবতীমোহন দাশগুপ্ত, এম, এ, Hd. Asst. Municipal Dept. E.B.& Assam Secretariat. Shillong.
„	„	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন, Teacher. Govt. High School. do.
„	„	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, Laban Lodge, Shillong.
„	„	শ্রীকামিনীমোহন সেন, Laban Lodge, Shillong.
„		শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্‌, এ, E. B. & Assam Secretariat Financial Dept, camp-Office Dacca.

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীহেমচন্দ্র সেন, E. B & Assam Secretariat General Dept. Shillong.
শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহরিনাথ ঘোষ, ক্যাম্বেল হাঁসপাতাল।
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীসত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, কোন্নগর।
শ্রীললিতমোহন দে	„	শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, Sub-Divisional Officer P. W. D. Construction Division No. 2. Rangoon.
শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী	শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষাল কশবা ঢাকুরিয়া ২৪ পরগণা।
	„	শ্রীঅমূল্যচন্দ্র বৈদ্যরত্ন ১৫ সেণ্টজেমস্ লেন।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীতারাপ্রসন্ন সেন গুপ্ত বি, এ, ৭নং মধুসূদন গুপ্তের লেন।
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘটক বিএ ৫৭নং হ্যারিসন রোড।
		ছাত্র সভ্য—
„	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীঅতুলচন্দ্র দাশগুপ্ত তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী, সংস্কৃত কলেজ।

অতঃপর নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকগুলির জন্য উপহারদাতৃদিগকে কৃতজ্ঞতা জানান হইল ;—

উপহার-দাতা	উপহৃত পুস্তকাদি।
১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	২২৪। রাঙ্গা পা দুখানি (রসিক লাল দে)
	২২৫। কলাপ ব্যাকরণ সন্ধিবৃত্তি—নবীনচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ
	২২৬। ” ” চতুষ্টয় বৃত্তি ” ”
	২২৭। পুষ্পাঞ্জলি—রসিকলাল দে
২। শ্রীযুক্ত শশধর রায়	২২৮। উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—১ম ভাগ
৩। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন	২২৯। বিবিধ ধর্ম্মসঙ্গীত (সঙ্কলিত)
৪। শ্রীদৌলত আহম্মদ	২৩০। নববোধ (স্বরচিত)

উপহার-দাতা		উপহৃত পুস্তকাদি
৫। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বি এস্‌সি ; এফ্‌ জি, এস্ ; এম্, আর্, এ, এস্ ;—		
	২৩১।	Hindu Civilisation under British Rule Vol. 1
	২৩২।	" " " 2
	২৩৩।	" " " 3
	২৩৪।	Essays, lectures on the Industrial Development of India & of the Indian subjects.
	২৩৫।	Note on the geology and mineral resources of Mayurbhanj.
	২৩৬।	" " of the Rajpipla State.
	২৩৭।	" " of. Narnaul District (Patiala State)
	২৩৮।	" " of Sikkim.
	২৩৯।	Notes on the Geology of a part of the Tenassarim valley with special reference to the Tendaw Kamanying coalfield
	২৪০।	Report on the Umrileng coal beds, Assam.
	২৪১।	Note on granite in the Districts of Tavoy and Margui.
	২৪২।	The Darjeeling coal between the Lisu and Ramthi rivers, explored during Season 1889-90.
	২৪৩।	Memoirs of the Geological Survey of India Vol XX1, part 1.
৬। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ এম্ ডি	২৪৪।	Life of Dr. Mahendralal Sarkar
৭। " সৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি,এ	২৪৫।	শেফালি
৮। " পুলিন বিহারী দত্ত	২৪৬।	কাব্যকণা
		পুঁথি।
৯। শ্রীযুক্ত কামিনী নাথ রায়	১।	চৈতন্য ভাগবত (সম্পূর্ণ)
	২।	চৈতন্যদেবের হস্তাক্ষরের ফটো

অতঃপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, গত বুধবারে বঙ্গের অদ্বিতীয় পণ্ডিত, সর্ব্বদেশমান্য বিদ্বান্ মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। বঙ্গভাষার উন্নতি ও পুষ্টি সাধনের নিমিত্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্ম। যিনি মাতৃভাষার পুষ্টির জন্য, সৌষ্ঠববর্দ্ধনের জন্য অন্য ভাষার রত্নগুলি অনুবাদ করিয়া মাতৃভাষায় আনিয়া দেন, তিনি মহামনা মহাপুরুষ। পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের ফেলোশিপের বক্তৃতামালা বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত দর্শন-শাস্ত্রের জ্ঞান-প্রচারে যেরূপ সাহায্য করিয়াছে, বঙ্গসাহিত্যকে যেরূপ পুষ্ট করিয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। গত বুধবারে সেই চন্দ্রকান্ত সমস্ত দেশ কাঁদাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার ন্যায় রত্নকে যথার্থই চন্দ্রকান্তমণি স্বরূপ পণ্ডিত-

বর চন্দ্রকান্তকে ময়মনসিংহের নিভৃত প্রদেশ হইতে সন্ধান করিয়া আনিয়া সংস্কৃত কলেজে স্থাপন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত চন্দ্রকান্তের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সেকালের গভীর জ্ঞানবিশিষ্ট পণ্ডিত সমাজের শেষ উজ্জ্বল-রত্ন অন্তর্হিত হইল। আরও দুঃখের বিষয় অতি অল্প দিনের মধ্যে ময়মনসিংহ তাহার দুইটি উজ্জ্বলমণি চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্ত সদৃশ পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত ও মহারাজ সূর্য্যকান্তকে হারাইল! আমি প্রস্তাব করিতেছি পরিষদের পক্ষ হইতে গভীর শোক ও সমবেদনা তাঁহার পুত্রগণকে জানান হইবে।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন আমাদের অদ্যকার বিজ্ঞাপন পত্রে এই সংবাদ বিজ্ঞাপিত নাই, তাহার কারণ পত্র ছাপা হইয়া যাইবার পর এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। পরিষদের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট স্নেহ এবং শ্রদ্ধা ছিল। পরিষদের এই মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় তিনি পীড়িত ছিলেন, তথাপি ইহার প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধাবশতঃ তিনি গাড়ী ভাড়া করিয়া আসিয়া উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন এবং স্বরচিত শ্লোকে ইহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। পরিষৎ তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতকে বিশিষ্ট সভ্যের পদ দিয়া তাঁহার মান-মর্য্যাদা কিছুই বাড়াইতে পারে নাই, কিন্তু নিজের গৌরব যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছিল। তিনি কয়েকবার পরিষদের সহকারী সভাপতিও হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের স্মৃতিরক্ষার্থ একটা কিছু করা আবশ্যক। আমি ইতিমধ্যেই একটু চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাঁহার স্বদেশী এবং আমাদের সকলেরই সুপরিচিত ও শ্রদ্ধার্হ হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি, এল, গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, সেরপুরের জমিদার এবং বিজ্ঞান-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি, এ, বি এস সি, ময়মনসিংহের প্রধান জমিদার মহারাজকুমার শশিকান্ত আচার্য্য বাহাদুর, শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী ও হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়গণকে লইয়া এ বিষয়ে কর্ত্তব্য অবধারণ করিবার জন্য একটি সমিতি গঠিত করিয়াছি। ইহার কার্য্যপ্রণালী পরে স্থির হইবে। এক্ষণে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া অনুরোধ যে এই শোক প্রস্তাব আমরা সকলে দণ্ডায়মান হইয়া গ্রহণ করি।

রামেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবমত সভাস্থ সমস্ত লোক দণ্ডায়মান হইয়া পণ্ডিতবরের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিলে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় ৺পিয়ারীচাঁদ মিত্র (টেক চাঁদ ঠাকুরের) তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া উহার প্রতিষ্ঠাকল্পে বলিলেন, পিয়ারীচাঁদ আমাদের বাল্যকালেই আমাদের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন, কেবল আমাদের বাল্যকালেই বা কেন, বঙ্গভাষার বাল্যকালেই তিনি সর্ব্ব-পরিচিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার রচনাগুলি সর্ব্বজন বিদিত ও সর্ব্বত্র প্রশংসিত। এক সময়ে 'টেক চাঁদী' ভাষা 'আলালী' ভাষার উপর মহা আক্রমণ চলিয়াছিল, বটে কিন্তু কালে সেই অনাড়ম্বর, সরল, সহজ রচনা প্রণালীই দেশগ্রাহ্য ও দেশ-ব্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা যেমন পিয়ারীচাঁদের কৃতিত্বের পরিচায়ক, তেমনি ভাগ্যেরও পরিচায়ক। তাঁহার ন্যায় সাহিত্যিকের ছবি এই সাহিত্য-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ইহারও গৌরব বৃদ্ধি হইল।

এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় জানাইলেন, ছবিখানি মৃত মহাত্মার অন্যতম পৌত্র নাগপুরের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন। তিনি উপস্থিত নাই কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ ও আত্মীয়বর্গ আজ এখানে উপস্থিত আছেন। আমি তাঁহাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলিলেন, কেবল এই ছবিখানিই নহে, আমরা উঁহাদের নিকট হইতে মৃত মহাত্মার ইংরাজী ও বাঙ্গালা হস্তাক্ষরও দুইটি প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি পাইয়াছি। ইহাও আমাদের চিত্রশালায় অতি মূল্যবান বস্তুরূপে রক্ষিত হইবে। আরও একটি দ্রব্য যাহা উহঁাদেরই বদান্যতায় আমরা পাইয়াছি, তাহার দ্বিবিধ মূল্য এবং পরিষদের পরম আদরের। এখানি সমাচার চন্দ্রিকার সম্পাদক ৺ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রকাশিত হরিতালাক্ত কাগজে মুদ্রিত শ্রীমদ্ভাগবত। এই গ্রন্থখানিই একখানি দুর্লভ পদার্থ, সুতরাং ইহা সংগৃহীত হওয়াতে পরিষৎ পুস্তকালয়ের গৌরব বর্দ্ধিত হইল এবং এই পুথিখানি স্বর্গীয় পিয়ারী চাঁদের অতিমাত্র প্রিয় ও সর্ব্বদা পাঠের বস্তু ছিল বলিয়া তাঁহার স্মৃতির একটি নিদর্শন স্বরূপ ইহার আরও আদরের কারণ রহিয়াছে। আমি প্রস্তাব করি, এই সকল দানের জন্য দাতৃদিগকে যথারীতি কৃতজ্ঞতা জানান হইবে। এই উপলক্ষে ব্যোমকেশ বাবুর লিখিত প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্‌এ মহাশয় কুমার-সম্ভবের "হরযোগভঙ্গ" দৃশ্য অবলম্বনে অঙ্কিত একখানি রঞ্জিত লিথোগ্রাফ ছবি উপহার দিয়া বলিলেন,—৪০ বৎসর পূর্ব্বে এই ছবি ও ইহার জোড়া মদন-ভস্মের ছবি একখানি ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাইয়াছিলেন। বিষবৃক্ষের ৪৪শ পরিচ্ছেদে (স্তিমিত-প্রদীপে) সূর্য্যমুখীর শয়নকক্ষের বর্ণনায় যে সকল ছবির বর্ণনা আছে, তাহার মধ্যে "একখানি কুমারসম্ভব হইতে নীত" বলিয়া বঙ্কিম বাবু যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার আদর্শ ছবি এই খানি। এইখানি অবশেষে বঙ্কিম বাবু তাঁহার "ক্ষণভিন্ন সৌহৃদ" আমার পিতা ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়কে উপহার দিয়াছিলেন। ছবিখানির বঙ্গসাহিত্যে প্রথম উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে উল্লেখ আছে বলিয়া এবং এদেশীয় লিথোগ্রাফ ছবির একখানি প্রাচীন নিদর্শন বলিয়া পরিষৎ-চিত্রশালায় রক্ষিত হইবার উপযুক্ত মনে করিয়াই অদ্য পরিষদে আনিয়াছি। ইহার যুগ্মক মদনভস্মের ছবিখানির অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু পাই নাই। অতঃপর ললিতবাবু বিষবৃক্ষ হইতে বঙ্কিম বাবুর বর্ণনা পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় জানাইলেন,—গত রাসপূর্ণিমার দিন পূর্ণিমা-মিলনের সভায় ললিত বাবু এই ছবিখানি দানের কথা আমায় বলেন। উহার যুগ্মকখানি আমারও দেখা ছিল, সুতরাং উহা পাওয়া যাইবে না শুনিয়া আমি উহার অনুসন্ধান করিতেছিলাম। আপনাদের ক্ষোভের কারণ নাই,—ছবিযুগ্মকও একের অভাবে 'জোড়ভাঙ্গা' হইয়া থাকিবে না। শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহার বাড়ীর প্রাচীন চিত্রাবলীর

মধ্য হইতে এই 'মদনভস্ম' ছবিখানি পরিষৎকে দান করিয়াছেন। (উভয় ছবিই প্রদর্শিত হইল)।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্,এ মহাশয় প্রাচীনকালের পটুয়ার হাতের আঁকা কৃষ্ণকালী ও দুর্গার দুইখানি ছবি এবং অভ্রর উপরে আঁকা উষ্ট্রারোহী কোন হিন্দুস্থানী রাজা বা বণিকের মূর্ত্তির ছবি উপস্থাপিত করিয়া জানাইলেন, এই প্রাচীন ছবিগুলি জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্,এ মহাশয় পরিষদে উপহার প্রদান করিয়াছেন। আমি প্রস্তাব করি ললিত বাবু, গোপেন্দ্র বাবু এবং মণীন্দ্র বাবুকে এই সকল উপহারের জন্য কৃতজ্ঞতা জানান হইবে।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় "সংস্কৃত ভাষাই সমস্ত আর্য্য-ভাষার আদি জননী" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ 'উপাসনা' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। প্রবন্ধের সারাংশ এই,—দেবগণ যখন তাঁহাদের পিতৃভূমি, দেবভূমি, আদি স্বর্গপ্রদেশ (আধুনিক মঙ্গোলিয়া) হইতে নির্গত হইয়া পূর্ব্বে চীন ও পূর্ব্ব-উপদ্বীপে পশ্চিমে অন্তরীক্ষ অর্থাৎ আফগানিস্থানে, পারস্যদেশে, উত্তরে (উত্তরকুরু সাইবিরিয়া) ও দক্ষিণে ভারতবর্ষে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের সকলেরই একভাষা ছিল। সেই ভাষা অসংযত ছিল, তাহার ব্যাকরণ ছিল না। অন্যান্য দেবতার অনুরোধে ইন্দ্র প্রথমে তাহার ব্যাকরণ করিয়া তাহাকে সংস্কৃত করেন। যে দেবতারা প্রথমে ভারতে বাস করেন,—তাঁহারা এদেশে আসিয়া আপনাদিগকে আর্য্য (Lord) নামে অভিহিত করেন। ভারতবর্ষ হইতে এই আর্য্যগণ আবার পশ্চিমদিকে তুরস্ক, আরব, তাতার, পারস্য, ইউরোপ ও আফ্রিকায় গমন করেন। এইরূপে আর্য্যগণ যখন নানা দেশে অভিযান করেন, তখন তাঁহাদের এই সাধারণ ভাষা সংস্কৃতেই তাঁহারা কথোপকথন করিতেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহা কোথাও অবিকৃত কোথাও বা বিকৃতভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। কালে যখন চীন, জাপান, প্রভৃতি পূর্ব্বদেশে, গ্রীস, ইতালি, ফ্রান্স, পারস্য, আরব, তুরক, প্রভৃতি পশ্চিম দেশে আর্য্য-বাস বর্দ্ধিত হইতে লাগিল তখন সেই সমস্ত দেশেই আর্য্যগণের নীত আদিম সংস্কৃত ভাষাই দেশকাল-ভেদে বিকৃত হইয়া নানা দেশ-ভাষা উৎপাদন করিয়াছিল। পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ যে সমস্ত ভাষাকে আর্য্যভাষা ও সেমিটীক ভাষা এই দুই পরস্পর বিপরীত রীতির শ্রেণীতে বিভাগ করেন, তাহা ঠিক নহে। সকল ভাষারই আদি জননী সংস্কৃত। অতঃপর বক্তা তাঁহার মত সমর্থন ও ব্যাখ্যার জন্য কতকগুলি ইংরাজী, কতকগুলি আরবী, কতকগুলি গ্রীক, কতকগুলি ল্যাটিন, কতকগুলি হিব্রু, কতকগুলি জাপানী ভাষার শব্দ লইয়া আলোচনা করেন এবং বর্ণব্যত্যয়বিধির সাহায্যে ঐ সকল শব্দের মূলই যে সংস্কৃত শব্দ ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়া বলেন যে, ইহার আলোচনা অল্প সময়ে হইবার নহে। বিকার বহুবিধ প্রকারে বহুকালে হইয়াছে, বহু চেষ্টায় সে সকল বিকার খুঁজিয়া বাহির করিলে তবে এ প্রস্তাবের সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারে। আমি বিভিন্ন ভাষা হইতে

মোটামুটি কতকগুলি শব্দ ও তাহার মূল সংস্কৃত শব্দের তালিকা উল্লেখ মাত্র করিলাম। বর্ণব্যত্যয়বিধির নিয়মাদি ধরিয়া প্রত্যেক শব্দের বিকার সাধনার ইতিহাস আলোচনা সভায় দাঁড়াইয়া হইবারও নহে। এ সকল কথার মূলে যে সত্য আছে, তাহা পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিজ্ঞাপিত করাই আমার উদ্দেশ্য। তাঁহারা পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্বান্বেষীদিগের সিদ্ধান্ত দ্বারা বিপথে নীত না হন, ইহাই আমার অনুরোধ। নিজেরা সকলে পড়ুন, দেখুন, চিন্তা আলোচনা করুন, শব্দবিশ্লেষণ করুন, বর্ণব্যত্যয়বিধির নিয়মাদি আবিষ্কার করুন, দেখিবেন এই সংস্কৃত সকল ভাষার আদি জননী। এ সকল কথা আমার কল্পনাপ্রসূত নহে। এ সকল জগতের আদি-গ্রন্থ বেদে সুস্পষ্ট উল্লিখিত আছে। তবে কোথাও কোথাও অর্থ-বোধের জন্য শঙ্কর, সায়ণ, দুর্গাদাস, মহীধর, যাস্ক প্রভৃতির অর্থের অনুসরণ করিলে চলিবে না। তাঁহারা প্রাচীন কালের ব্যক্তি, তাঁহারা ঋষি-কল্প ব্যক্তি, তাঁহাদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভক্তি রাখিতে হইবে বলিয়া তাঁহাদের ব্যাখ্যা যে সর্ব্বত্র অভ্রান্ত এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া লইলে চলিবে না অথচ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তাহাদের ব্যাখ্যার অপ-ব্যাখ্যা বা বিকৃত ব্যাখ্যা করিতে হইবে এরূপ অনুরোধ আমি করি না। এই ব্যাকরণ, এই অভিধানের সাহায্যেই ব্যাখ্যা করিয়া লইতে হইবে, তবে কেবল যুক্তিকে প্রধানরূপে অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে। এই বলিয়া বক্তা ঋগাদি বেদ হইতে বহু মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া এবং তাহার পরিপোষণার্থ অন্যান্য শাস্ত্র-বচন উদ্ধৃত করিয়া স্বমত প্রতিপাদনে চেষ্টা করিলেন।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় বক্তাকে তাঁহার গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধের জন্য প্রশংসা করিয়া, তাঁহার সাধুচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা ও তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়া প্রস্তাব করিলেন, প্রবন্ধটি পরিষৎ পত্রিকায় বিশুদ্ধরূপে প্রকাশ করা উচিত। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয় কবিরত্ন মহাশয়ের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন, এ সকল প্রবন্ধ স্থির-ধীরভাবে পাঠ করিতে না পারিলে এ প্রবন্ধে কিছু বলা যায় না, করাও যায় না। আমার বহু প্রবন্ধে এই সকল বিষয়ে অনেক কথার আলোচনা বহু পূর্ব্বেই আমি করিয়াছি। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

তৎপরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম্,এ মহাশয় বক্তার ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সারগর্ভ আলোচনার জন্য প্রশংসা করিয়া বলিলেন, এই গুরুতর বিষয়ে অল্পবয়স্ক শ্রোতৃবর্গের আগ্রহ না থাকিলেও প্রবীণ ব্যক্তিরা সুতৃপ্ত হইয়াছেন। তবে সমস্ত বিষয়েই যে বক্তার সিদ্ধান্তের সঙ্গে সকলে একমত হইতে পারিয়াছেন, তাহা নহে,—তাহা হইতেও পারে না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাই যে সমস্ত অভ্রান্ত সত্য, তাহা আমরা স্বীকার করি না। তাঁহাদের মতে পাণিনি ২০০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। আমরা এ কথা স্বীকার করি না। বক্তা যে তাঁহার প্রবন্ধে সংস্কৃত ভাষার পূর্ব্বে একটা অসংস্কৃত ভাষা থাকার কথা বলিয়াছেন, পাণিনিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'চিদ্‌ময়ং ও চিন্ময়ং' এই দুই শব্দের মধ্যে পাণিনি প্রথমটিকে ভাষা ও পরেরটিকে শুদ্ধ শব্দ

বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার 'ত্রিম্বক' শব্দ ছান্দসি অর্থাৎ ছান্দস রচনায় দেখা যায় ; কিন্তু পাণিনি বিশুদ্ধ 'ত্র্যম্বক' শব্দই ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন। আর্য্য-ভাষার কথায় একটা কথা বলিতে হয়,—আমরা আর্য্য না অনার্য্য ইহাই এখন বিচার্য্য দাঁড়াইয়াছে। আর্য্য ও অনার্য্যের নির্ব্বাচন এখন গণ্ডাস্থি ভালাস্থি ও করোটীর গঠনের উপর নির্ভর করে। জর্ম্মণিতে পুরাকালে সাতটি মানবমণ্ডলী ছিল, তাহাদের গঠন-ভেদ ছিল। ইহাদের মধ্যে পাঁচটি মণ্ডলের বংশধরের বর্ত্তমানতা প্রমাণিত হইয়াছে, অপর মণ্ডল দুইটির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। কেহ কেহ দয়া করিয়া বলেন,—আমরা হিন্দুরা ঐ দুটির মধ্যে একটির বংশধর হইলেও হইতে পারি। তবে নাকি আমাদের গণ্ডাস্থির পরিমাণ তদনুকূলে নয়। যাঁহারা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করেন, তাঁহারাও বলেন, আর্য্য-ভাষার লক্ষণ যখন বিভক্তিযোগে শব্দরূপের পরিবর্ত্তন (Inflectional) তখন তোমরা আর্য্য হইলেও হইতে পার। অতএব সমস্ত ভাষার মূল যে আমাদের এই সংস্কৃত ভাষা, ইহা আমাদের প্রমাণ করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইবে ; বহু আলোচনা, গবেষণা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিতর দিয়া কাজ করিয়া যাইতে হইবে।

শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন রায় বলিলেন, সাহিত্য-পরিষদের প্রতি নিবেদন এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত সত্যটি যাহাতে কেবল বাঙ্গালা ভাষায় আবদ্ধ না থাকে, বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া পণ্ডিত সমাজের গোচরীভূত হয়, তাহার জন্য পরিষৎ চেষ্টা করুন। এ সকল কথা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যেও প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, বিদ্যারত্ন মহাশয় আমাদের বিশেষ ধন্য-বাদের পাত্র। তিনি আমাদিগকে অনেক গবেষণার কথা শুনাইয়াছেন। সংস্কৃত আদি ভাষা ইহা বিশ্বাস করিবার হেতু আছে। তিনি অনেক ভাষার উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্তু গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি ভাষারও যে আদি-জননী তাহা এখনও সর্ব্বত্র গ্রাহ্য নহে। অধ্যাপক Mann সাহেব প্রত্যেক Saxon শব্দকে সংস্কৃত করিতেন। 'Self' শব্দকে তিনি 'স্ব' শব্দের রূপান্তর প্রমাণ করিয়া দিতেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যেও কেহ কেহ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহিত এক-মতাবলম্বী। এই সকল বিষয়ের আলোচনায় যে কেবল ভাষাতত্ত্ব বুঝা যায়, এমন নহে। আমাদের শব্দতত্ত্বের আলোচনায় ঋষিরা ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনা দেখাইয়া গিয়াছেন—শব্দই ব্রহ্ম। শুধু শব্দ কেন, আমরা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বলিয়া জ্ঞানের সাধন করিয়া থাকি, তেমনি স্বদেশী বিদেশী সকল শব্দ লইয়া আলোচনা করিলে হয় ত কালে নিশ্চিতরূপে পণ্ডিত উমেশচন্দ্রের উক্তি,—সংস্কৃতই সকল ভাষার আদি জননী বলিয়া বুঝিতে পারিব, সমস্তই সংস্কৃতময় দেখিব।

পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধ শিক্ষাপ্রদ ও প্রয়ো-জনীয়। ইহা কোন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া আলোচিত হয়, ইহাই বাঞ্ছনীয়। পরে কিশোরীবাবুর প্রস্তাব মত অনূদিত হইলেই চলিবে।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলিলেন,—আমি শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি। পরিষৎ-পত্রিকা প্রকাশিত হইতে এখনও ৪।৫ মাস বিলম্ব হইবে, সুতরাং ছয় মাস পরে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়া অপেক্ষা অন্য কোন পত্রিকায় বাহির হইলে বিশেষ আনন্দের হইবে এবং আজ এ বিষয়ে বিদ্বান্‌দিগের যে আগ্রহ দেখা গেল, তাহাও তৃপ্ত হইবে। বিদ্যারত্ন মহাশয় যে বিষয় প্রতিপাদনে অগ্রসর হইয়াছেন অথবা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন,—ইহার জন্য দেশীয় এবং বিদেশীয় বহুভাষাবিৎ পণ্ডিতগণের একযোগে আলোচনা প্রয়োজন। তাঁহার প্রদত্ত উদাহরণরাশির তালিকা ও শব্দ প্রকাশিত হইবে। পরিবর্ত্তনের নিয়মাদির আলোচনা আবশ্যক। অতএব ইহা যত শীঘ্র প্রকাশিত হয় ততই ভাল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, বিদ্যারত্ন মহাশয় আজ আমার মত নবাগত অতিথিকে যে উপঢৌকন দিলেন, তাহা আর কখন পাই নাই। সংস্কৃত হইতে সকল ভাষার উৎপত্তি একথা সকলে স্বীকার করেন না,—কেহ কেহ আবছায়া রকমে স্বীকার করেন। সাহেবেরা হাতে কলমে লেখা পড়ায় একথা স্বীকার করিতে বড় রাজি নহেন। ভারতটা বড় প্রাচীন দেশ, বেদগুলা অতি প্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শন, অতএব হিন্দুরা বড় প্রাচীন সভ্যজাতি, ইহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ না দেখাইলে ইউরোপ সভ্য হয় না, আভিজাত্য থাকে না, তাই প্রথম প্রথম ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সংস্কৃতের সহিত গ্রীক লাটিনের সম্পর্ক স্বীকার করিতেন। তাহার পর কি জানি কেন, তাহা ভাল লাগিল না, হিন্দুদিগকে আর আর্য্য বলিতে তাঁহারা রাজি নহেন। লোকগণনার সময় রিজলি সাহেব রঙ্গপুরে ছিলেন। জাতিতত্ত্ব আলোচনা করিতেন। একদিন একটা শ্মশান হইতে একটা রাজবংশী-জাতীয় লোকের মড়ার মাথা আনাইয়া মাপ করিয়া বলিলেন,—তোমরা আর্য্য নও এটা ঠিক, আর আমরা আর্য্য কি না ঠিক জানি না, স্কান্দিনেবীয়গণই ঠিক আর্য্য। আমি বলিলাম, আমরা তবে কি?—সাহেব বলিলেন তোমরা সঙ্কর। আমি সেলাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। ইউরোপ এখন সেয়ানা হইয়াছে, আর্য্যামির দিক্ দিয়াও আমাদের—নেটিভদের সহিত আর মিলিতে চাহে না। যাহা হউক, সগররাজের সময় যখন এদেশের কতকগুলি ব্যক্তি দণ্ডিত হইয়া বিভিন্ন দেশে যাইয়া বাস করে, তখন তাহাদের ভাষা বিভিন্ন দেশে গিয়া কালক্রমে বিভিন্ন ভাষারূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। আরবী পারসীর সহিত সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য নাই ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন, কিন্তু আরবী আল্লা শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণ দ্বারাও ঈশ্বরার্থ শব্দ বলিয়া গণ্য করা যায়। রহিম ও করীম শব্দ দুই বীজমন্ত্রের একীভূত বলিয়া মনে হয়, আপ, জল, বাত, বায়ু ইত্যাদি। এ বিষয়ে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গবেষণা বিশেষ প্রশংসনীয় হইয়াছে। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।

১০ম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২২শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্ণ ৫।০টা।

উপস্থিত সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্. এ. বি, এল্, (সভাপতি)
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (বেদান্তরত্ন) এম্, এ, বি, এল্,
" বীরেশ্বর পাঁড়ে
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
কবিরাজ " দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
" কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" মন্মথমোহন বসু বি, এ,
" অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি, এ,
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" চারুচন্দ্র মিত্র এম্, এ, বি, এল্,
" চারুচন্দ্র বসু
" সুরেশচন্দ্র সরকার
" যাদবচন্দ্র মৈত্র
" যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
পণ্ডিত " উমাপতি দত্তজী পাঁড়ে বি, এ,
" বোধিসত্ত্ব সেন এম্, এ,
" সতীশচন্দ্র মিত্র বি, এ,
" হেমন্তকুমার কর
" নরেশচন্দ্র সিংহ এম্, বি, এল্,
" রামকমল সিংহ
" কুঞ্জবিহারী মণ্ডল
" রণজিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
" বিমানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
„ সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
„ পশুপতি দত্ত
„ নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এ,
„ মনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ,
„ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ কুঞ্জবিহারী দত্ত
„ নরেন্দ্রনাথ শেঠ এম্, এ, বি, এল্,
„ রামহরি ভড় বি, এল্,
„ সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়
„ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
„ মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী
„ ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ হরিপদ মৈত্র বি, এ,
„ শ্রীশচন্দ্র বসু
„ ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ডাক্তার „ পশুপতিনাথ ঘোষ
„ পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র সেন
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় }
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহঃ সম্পাদক।

২। সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পরে সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল্, মহাশয় উপস্থিত হইলে শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে সভাপতির আসন প্রদান করেন।

৩। অতঃপর পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৪। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইল—

প্রস্তাবক	সমর্থক	মফস্বল সভ্য
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীবিনয়কুমার সেন এম্, এ, ১৩নং ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট।
শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীশিবশঙ্কর সাহা ৬৭নং নিমুগোস্বামীর লেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ ৩নং পদ্মনাথ লেন।
শ্রীবৈদ্যনাথ সাহা	”	শ্রীললিতমোহন রায় এম্.এ,বিএল্, উকীল ভাগলপুর।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীচন্দ্রশেখর সরকার এম্,এ,বি,এল ভাগলপুর।
”	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, বি, এল্, ভাগলপুর।
শ্রীকুমার শরৎকুমার রায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন সিংহ, ভাগলপুর।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীচারুচন্দ্র বসু এম্, এ, বি,এল্, ভাগলপুর।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মনসুরগঞ্জ, বাঙ্গালীটোলা, ভাগলপুর।
”	”	শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল এম্, এ, T. N. Jubilee College, Bhagalpur
”	”	শ্রীসুধাংশুভূষণ রায় বি, এল্, ১৭নং কোতোয়ালী রোড, ভাগলপুর।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীকুমুদনাথ চক্রবর্ত্তী এম্, এ, অধ্যাপক, টি, এন্, জুবিলি কলেজ, ভাগলপুর।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	রায় শ্রীপূর্ণচন্দ্র মৌলিক, বাহাদুর, এম্ এ বিএল্ ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট, জাজপুর, কটক।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীরাখালচন্দ্র পালিত এম্ এ বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল কলেজ
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীপ্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্এ, বিএল, রাঁচি।
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনরেন্দ্রমোহন চৌধুরী ৬৫ হরিশ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
”		শ্রীরামরতন চট্টোপাধ্যায় ১১নং চাউলপটি রোড।
শ্রীসত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীললিতমোহন কর কাব্যতীর্থ এম্এ, ডুপ্লে কলেজ চন্দননগর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীললিতমোহন দে	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী বিএ, বি,এল of the firm of Messers Singha & Roy Chowdhury, Advocate, Rangoon.
শ্রীললিতমোহন দে	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীশশিভূষণ দাস Advocate Sarfaraj Rd. 49 Soolay Pagoda Road, Rangoon
শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়	„	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৩৫ বেণেটোলা ষ্ট্রীট
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	„	শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দেব রায় এম্ এ বি এল, ২৫ পদ্মপুকুর রোড।
„	„	শ্রীক্ষেত্রনাথ ঘোষাল বি এল্, ভাগলপুর।
„	„	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ বি এল্, ভাগলপুর।
শ্রীনীলমণি ভট্টাচার্য্য	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসুটুগোপাল ভট্টাচার্য্য, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীসরলকুমার বসু, ৪৭ চুণাপুকুর লেন।
শ্রীমহেন্দ্রলাল মিত্র	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	ডি, ডি, বানার্জ্জি Telegraph Supdt. মজঃফরপুর।
শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বাগ্‌চি এম এ বি এল্, উকিল ভাগলপুর।
„	„	শ্রীললিতমোহন ঘোষ বি এল্ উকিল, ভাগলপুর।
„	„	শ্রীরণজিৎ সিংহ বি এল্ উকিল, ভাগলপুর।
„	„	শ্রীকুমারেন্দ্রচন্দ্র রায়, জমিদার বাঁশবেড়িয়া।
„	„	শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল্ উকিল ভাগলপুর।
„	„	শ্রীসারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বি এল্, উকিল ভাগলপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত এম্ এ বি এল্, উকিল হাইকোর্ট। ৪ গঙ্গারাম বাবুর লেন।
"	"	সমরেন্দ্রনাথ বসু, উকিল, হাইকোর্ট ৮৪ হরিশ মুখার্জ্জির রোড।
"	"	শ্রীহেমচন্দ্র বসু এম্ এ বি এল্ উকিল, মুঙ্গের।
"	"	শ্রীতারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল উকিল, মুঙ্গের।
"	"	গুণদাচরণ সেন এম্ এ বি এল্ উকিল, হাইকোর্ট ২৫ বলরাম বাবুর ঘাট রোড।
"	"	শ্রীনীরেন্দ্রনাথ খাস্তগির বি এল্ উকিল হাইকোর্ট ৭৩ সাঁখারিটোলা লেন।
"	"	শ্রীব্রজলাল চক্রবর্ত্তীশাস্ত্রী এম এ বিএল উকিল, হাইকোর্ট ৫০।৬ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মিত্র এম এ বি এল উকিল হাইকোর্ট ৭০ পদ্মপুকুর রোড।
"	"	শ্রীউমাকালী মুখোপাধ্যায় বি এল উকীল হাইকোর্ট ১০।১ গড়বাড়ী রোড, খিদিরপুর।
"	"	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বি এল উকিল, হাইকোর্ট চন্দ্রনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
"	"	মাননীয় বিচারপতি শ্রীদিগম্বর চট্টোপাধ্যায় এম্ এ বিএল। ৬৩ কাঁসারীপাড়া রোড।
"	"	শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ বি এল উকীল হাইকোর্ট, ২ বলরাম বসুর ফাষ্ট লেন।
"	"	শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র এম্ এ বি এল, উকীল হাইকোর্ট কাঁসারিপাড়া রোড।
"	"	শ্রীজয়গোপাল ঘোষ বি এল উকিল. হাইকোর্ট ১৬৬ রসারোড।
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম এ বি এল উকীল হাইকোর্ট ৪২ কাঁসারিপাড়া রোড।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুহ এম এ বি এল উকীল, হাইকোর্ট ৬৯।২ পদ্মপুকুর রোড।
„	„	ডাং শরচ্চন্দ্র বসাক এম্ এ ডি এল উকীল হাইকোর্ট ২ কুণ্ডুর রোড।
„	„	শ্রীঅতুলকৃষ্ণ রায় বি এল্ উকীল, উকীল হাইকোর্ট ৯ হালদার পাড়া লেন।
„	„	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ বি এল্ উকীল হাইকোর্ট বেহালা।
„	„	সজনীকান্ত সিংহ বি এল উকীল, হাইকোর্ট ৮৪ বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।

৫। অতঃপর নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকগুলির জন্য উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল --

উপহার-দাতা	উপহৃত পুস্তকাদি
১। শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ বি এল্	২৪৭। শরশয্যা।
২। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ	২৪৮। কালিদাস।
	২৪৯। দত্তকবিধিস্ফোর।

৩। শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন—

২৪৯। The Chaitanya Library Journal Vol 1

২৫০। „ „ „ „ „ 2

২৫১। „ „ „ „ „ 3

২৫২। „ „ „ „ „ 4

৪। শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন সেন গুপ্ত

২৫৩। A key to the English Entrance Course for 1905

২৫৪। A safe guide to the English Entrance Course for 1909

২৫৫। A safe guide to the English Entrance Course

২৫৬। শারদীয়াঞ্জলি। ২৫৭। নবীন কুসুম।

৫। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—২৫৮। Indian Folklore by Ramsatya Mukerjee ২৫৯। স্বল্পব্রহ্মচর্য্যবিধিঃ—শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত ২৬০। চটুলা-বিলাপম্ (রজনীকান্ত কাব্যতীর্থ) ২৬১। রচনা-পদ্ধতি (গিরীন্দ্র কুমার সেন) ২৬২। রচনা পদ্ধতি (জয়গোপাল কবিরত্ন) ২৬৩। বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ ২৬৪। বিবিধ প্রবন্ধ ২য় ভাগ গিরীন্দ্রকুমার সেন ২৬৫। সহজে সংস্কৃতশিক্ষা - বনমালি [illegible]

তীর্থ এম.এ। ২৬৬। মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির ১ম বর্ষ (বিপিন বিহারী ঘোষ সম্পাদক) ২৬৭। Translation of passages from English into Bengali by P. K. Roy B. L. ২৬৮। Report of the Society for the promotion of Technical Education in Bengal July 1906—June 1908. ২৬৯। বৈরাগ্যশতক (বাগেশ্বর বিদ্যালঙ্কার) ২৭০। ধর্ম্মতত্ত্ব ২৭১। পার্সিভাষা লিখিত পুস্তক ২৭২। A key to Professor H. H. Wilson's System of Transliteration. ২৭৩। ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা (বঙ্গমহিলা প্রণীত) ২৭৪। অমর ১ম স্তর (জগচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত বি, এ,) ২৭৫। ভাববার কথা (স্বামী বিবেকানন্দ) ২৭৬। সুললিত ইতিহাস (রামলাল মিত্র) ২৭৭। পঞ্চবটী (দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার) ২৭৮। প্রবন্ধ পাঠ (পূর্ণচন্দ্র দে) ২৭৯। রোমাবতীর উপাখ্যান (বামাসুন্দরী দেবী) ২৮০। গোপালকামিনী (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন) ২৮১। Matriculation Practical Geometry by Krishna Lal Bhattacharjee.

৬। শ্রীযুক্ত সম্পাদক—কায়স্থপত্রিকা ২৮২। কায়স্থ পত্রিকা।

৭। শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ ২৮৩। কলাপসার ব্যাকরণ ১ম ভাগ (শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য)
২৮৪। সায়াহ্নারতিস্তোত্রম্।

৮। ,, সম্পাদক শ্রীগৌরাঙ্গ-পত্রিকা ২৮৫। ব্রহ্মচর্য্য (যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ)।

৯। ,, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮৬। জ্ঞান ও কর্ম্ম।

১০। ,, মধুসূদন ভট্টাচার্য্য ২৮৭। রত্নমালা ১ম খণ্ড।

১১। ,, সম্পাদক ইউনাইটেড্ রিডিং রুমস্ ২৮৮। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তকের তালিকা

১২। ,, ,, বাগবাজার হরিভক্তি লাইব্রেরী ২৮৯। বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা জুলাই ১৯০৭।
২৯০। ঐ এপ্রিল ১৯০৮।

১৩। ,, Registrar Calcutta University ২৯১। University of Calcutta for 1908 part VI
২৯২। ঐ 1909 ,, 1"

১৪। ,, কালীপদ ভট্টাচার্য্য ২৯৩। ব্রহ্মশতকম্।

১৫। ,, রায় বাহাদুর রাধাবল্লভ চতুর্ধুরিণ ২৯৪। শ্রীরাগানুগাদীপিকা।

১৬। ,, ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ২৯৬। ভাগলপুর মহাশয় বংশ।

১৭। ,, মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী ২৯৭। সনাতনসাধনতত্ত্ব বা তন্ত্ররহস্য।

১৮। ,, অক্ষয়কুমার বসু ২৯৮। শ্রীচৈতন্যকথামৃত (স্বরচিত)
২৯৯। শিশুবোধ রামায়ণ।

উপহার-দাতা	উপহৃত পুস্তকাদি
১৯। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩০০। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী
	৩০১। বাজীরাও।
	৩০২। The life of Dr. Mahendra Lal Sarkar.
	পুথি।
২০। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী	১। কতকগুলি পুথি
২১। শ্রীযুক্ত দাশরথি সিংহ	২। গীতগোবিন্দ সারার্থদর্শিনী টীকা।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় ৺ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া বলেন, সুপ্রসিদ্ধ "যোগেশ" কাব্য এবং অন্যান্য সুন্দর কবিতার রচয়িতা ঈশান বাবু বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। তিনি কবিবর ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। তাঁহার অনেক কবিতা অনেকেই আদরের সঙ্গে পাঠ করেন। সাহিত্য-পরিষদে ইঁহার একখানি তৈলচিত্র থাকা বাঞ্ছনীয়। আজ আমরা এই ছবিখানি পাইয়া পরম আনন্দিত হইলাম।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় এই সম্পর্কে জানাইলেন,—আমরা ছবিখানির নিমিত্ত কতিপয় অনুরাগী বন্ধুর কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁহারাই এই ছবিখানি প্রস্তুত করাইয়া পরিষদে উপহার দিয়াছেন। কবির শেষ জীবনে আমি তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম। আপিসের কর্ম্মসূত্রেই তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয়, পরে পরিষদের কথা লইয়াও আলোচনা হইত। আমার হাইকোর্টে প্রবেশের অল্প দিন পরেই কবির জীবন শেষ হয়। সে বড় শোচনীয় ঘটনা। কবি বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করেন। যে দিন তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ পাইলাম সে দিন তাঁহারই একটি কবিতার পংক্তি মনে পড়িয়াছিল,—"স্মৃতি কিম্বা হৃৎপিণ্ড কর উৎপাটন"—জানিনা কবির এই স্বরচিত কবিতা পংক্তির মধ্যে তাঁহার নিজের অন্তিম সংকল্প লুক্কায়িত ছিল কি না!

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় ব্যোমকেশ বাবু তাঁহার রচিত "কবি ঈশানচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনা" নামক প্রবন্ধের সারাংশ পাঠ করেন। কবির অপ্রকাশিত রচনাগুলি যাহাতে প্রচারিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার অনুরোধ সভাস্থ অনেকেই উপস্থিত করিলে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জানাইলেন যে কবির পুত্রগণের সহিত এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির করা যাইতে পারিবে, তাহা ভবিষ্যতে পরিষৎকে জানান হইবে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের উপহার প্রদত্ত ৮৫টি তাম্রমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া বলিলেন; কবিরাজ মহাশয়ের এই মুদ্রাগুলির মধ্যে নেপালের বর্ত্তমান গুর্খা রাজবংশের সকল রাজার মুদ্রিত পয়সাই আছে

এবং ভারতের অন্যান্য কয়েকটি দেশীয় রাজত্বের পয়সাও আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম আমলের কতকগুলি বিভিন্ন আকারের পয়সাও আছে, সেগুলিও ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইয়া প্রাচীন মুদ্রাসংগ্রহ মধ্যে স্থান লাভ করিতে অধিকারী হইয়াছে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় "গাজী সাহেবের গান" সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথার অবতারণা করিয়াছিলেন। ডায়মণ্ডহারবার ও বারুইপুর অঞ্চলে এই গাজী সাহেবের গান নিম্নশ্রেণীর হিন্দুমুসলমান মধ্যে বিশেষ প্রচলিত। বারুইপুরের রায়চৌধুরী বংশ রাজপুরে যখন প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তৎকালে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ রাজা মদনরায় পীর গাজী সাহেবের কৃপায় নবাবের কোপদৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ এই গানে যথেষ্ট আছে। তখন বাঙ্গালায় সায়েস্তা খাঁর আমল। সে সময় ২৪ পরগণার দক্ষিণ দিকে হিন্দু ও মুসলমান প্রজা সাধারণের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক ছিল, তাহাও এই গান হইতে বেশ বুঝা যায়। প্রবন্ধটি দীর্ঘ হওয়ায় নগেন্দ্রবাবু মুখে তাহার সারাংশ জ্ঞাপন করেন। প্রবন্ধটি পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। নগেন্দ্রবাবু গাজী সাহেবের গানের একটি সম্পূর্ণ পালা সংগ্রহ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই পালা গানও ছাপা হইতে পারে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ মহাশয়ের "বঙ্গীয় গ্রাম্যভাষা" সম্বন্ধে দু-একটি কথা "কথা" নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

অমূল্যবাবুর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ অন্য এক অধিবেশনে পঠিত হইবে স্থির হইল। অতঃপর সভাপতি মহাশয় নগেন্দ্রবাবুর বক্তৃতার সারবত্তা ও গবেষণা সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।